বড় বাবু

(হাস্যরসাত্মক সামাজিক নাটক)

শ্রীসর্ব্বরঞ্জন বরাট, বি-এ।

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ
রাজা বসন্ত রায় রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা।

১৯৪৬

প্রকাশক—শ্রীসব্যসাচী রায়।
রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ
২১ এ, রাজা বসন্ত রায় রোড,
কলিকাতা।

মূল্য—পাঁচ সিকা।

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য।
দি নিউ প্রেস
১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

ভূমিকা

এই নাটকের অনেকগুলি চরিত্রের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে। কারণ বাস্তব জীবনেই তাহাদের অস্তিত্ব আছে। গানের সুর দিয়েছে লক্ষ্ণৌ মরিস্ মিউজিক্ কলেজের শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য এবং কুমারী হেনা বরাট, তাদের আনুকূল্য এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতেছি। বাকি গানগুলির সুর গায়কদের উপর ছেড়ে দিলাম।

অতুল প্রসাদ সেন রোড
লক্ষ্ণৌ।

শ্রীসর্ব্বরঞ্জন বরাট।

সাহিত্যানুরাগী সোদরোপম

শ্রীমান্ রাধেশ রায়

করকমলেষু

পরিচায়িকা

বিষয়বস্তুর দিক হইতে এই নাটকখানির বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের যেমন একটা সামাজিক জীবন আছে—সাহিত্যিক জীবন আছে—সাংসারিক জীবন আছে—জাতীয় জীবন আছে—তেমনই একটা আফিসের জীবন বা কর্ম্মজীবন আছে। এই কর্ম্ম-জীবনটা নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নয়—ইহা আমাদের জীবনের অনেকাংশ জুড়িয়া আছে। এই নাটকখানিতে বাঙ্গালীর সেই জীবনের আচার আচরণ, আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের কথা সুন্দর ভাবে প্রকটিত করা হইয়াছে। অবশ্য এই জীবনের যে দিকটা কদর্য্য ও অনুদার, সেই দিকটার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। সে দিকটাকে ব্যঙ্গাত্মক করিয়া দেখানো—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Expose করা—তাহাই লেখকের উদ্দেশ্য। ফলে, খাঁটি নাটকখানি প্রহসন না হউক—কৌতুক রসাত্মক নাটকে পরিণত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, গোটা নাটকখানিতে শুধু কর্ম্মজীবনের কথাই নাই। বর্ত্তমান মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে যে একটা রূপান্তর আসিয়াছে, সেই রূপান্তরে যাহা কিছু ভণ্ডামি, ইতরতা, হীনতা, অসারতা, অপদার্থতা, অনাচার ইত্যাদি প্রবেশ করিয়াছে—লেখক সেগুলিকে অনাবৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। আফিসের বড় বাবু, সাধারণ কেরাণী, নানাশ্রেণীর চিকিৎসক, জীবন-বীমার দালাল, পত্রিকা-সম্পাদক, নানাশ্রেণীর লেখক, সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষিতা মহিলা, অভিনেত্রী, শিক্ষার্থিনী ইত্যাদি চরিত্রের যথাযোগ্য সমাবেশ হইয়াছে। সকল

চরিত্রের মধ্যেই যাহা কিছু অসঙ্গত ও অসমঞ্জস তাহা লইয়া লেখক পরিহাস করিয়াছেন।

বাঙ্গালার বাহিরে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের একটা অস্বাভাবিক সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। সে সমাজে কোনপ্রকার উচ্চ আদর্শ নাই—সে সমাজ এখনও একটা মিলন-সূত্র পাইয়া দানা বাঁধিয়া উঠে নাই—কেবল একটা ভোগস্বাচ্ছন্দ্যের দিক হইতে বড় চালে চলিবার আগ্রহ এবং সেজন্য নিজেদের মধ্যেই সংগ্রাম—তাহাদের অস্থির করিয়া রাখিয়াছে। এই সমাজের একটা মোটামুটি প্রতিচ্ছায়া নাটকখানির মধ্যে দেখা যায়। রচনা আগাগোড়া বেশ সরস। চরিত্রগুলির নাম-করণের মধ্যেও এটা কৌতুক-ব্যঞ্জনা আছে। রক্ত-মাংসের জীবন্ত চরিত্রের অবিকল চিত্র এইগুলি না-ও হইতে পারে। একশ্রেণীর বহু জীবনের খণ্ডখণ্ড অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য ও অসারতা লেখক তাঁহার অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন—সেগুলিকে একত্র করিয়া এক একটি চবিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রগুলি নিজস্ব বাঙ্ময়ী শক্তিতে জীবন্তের মতই হইয়াছে। পুস্তকখানি আগাগোড়া 'পরিহাস-বিজল্পিত' বলিয়া চিত্রাদির অবিকলতা বা বক্তব্যের যথাযথতার কথাই উঠে না। ইহা Realistic নয়—Idealistic-ও নয়। এই বিষয়টির দিকে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আশা করি, পুস্তকখানি রসিক-সমাজে সমাদর লাভ করিবে।

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ্
দক্ষিণ কলিকাতা। } শ্রীকালিদাস রায়

কুশীলবগণ।

ঘটোৎকচ ভট্টশালী	...	অফিসের বড়বাবু।
জগত্তারিণী	...	ঘটোৎকচের স্ত্রী।
ইন্দ্রজিৎ "	...	ঐ পুত্র।
বিনীতা	...	ঐ কন্যা।
লঙ্কেশ্বর মালাকর	...	জীবন-বীমার দালাল।
মন্দোদরী	...	লঙ্কেশ্বরের স্ত্রী।
সুনীতা	...	ঐ পালিত কন্যা।
মিষ্টভাষী ভড, (এম্, কম্)	...	বেকার যুবক।
পদ্মকুমার পাকরাশী, বি-এল	...	ঐ
গন্ধবন্ধু গাঙ্গুলী, এম-এ	...	ঐ
মিষ্টার গোমেস্	...	অফিসের বড় সাহেব।
তাজমহল তালুকদার	...	জনৈক ধনি পুত্র।
মন্থরা দেবী	...	জনৈক অভিনেত্রী।
ধূম্রলোচন পাল	...	মন্থরা দেবীর সম্পর্কে দাদামহাশয়।

কবিরাজ কর্ম্মথালি কর্ম্মকার, বৈদ্যরত্ন।

হোমিওপ্যাথ্ হরিহর হোড়।

এলোপ্যাথ্ বি, ডি, রে।

সুদর্শন সামন্ত, এম-এ	...	সওদাগর অফিসের কেরাণী।
খগোল ভাদুড়ী, এম্-এস্-সি	...	ঐ
সব্যসাচী বটব্যাল, এম-এ,বি-এল	...	ঐ

মিস্ তাঁ ... শিক্ষয়িত্রী।
মিস্ দাঁ ... ঐ
মিস্ হাজরা ... ঐ
ত্রিলোচন তালুকদার ... সন্ন্যাসী।
জগচ্চন্দ্র .. ঘটোৎকচের পাচক।

অফিসের পিওন, গণৎকার, বৃদ্ধ বনমালী, মহিলাগণ, রেলওয়ে কুলি, গার্ড, ইরানী তরুণী, জনৈক মহিলা, ফেরিওয়ালা, দৈনিক কাগজ-বিক্রেতা, জনৈক রসিক যুবক, এবং জনৈক ভিক্ষুক।

বড় বাবু

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কলিকাতা পার্ক। সময়—প্রাতঃকাল।

পদ্মকুমার—তুমি এত কবিতা-বিদ্বেষী তা' আমি আগে জানতাম না! মানুষের মনের খাবার কবি যদি না জোগাবে ত' মনটা বাঁচে কিসে? এ কথাটা তোমার মগজের মধ্যে কেন যে প্রবেশ ক'রতে পারে না—তা' বুঝ্‌তে পারি না।

গন্ধবন্ধু—থাম, থাম—খুব হ'য়েছে। সকাল বেলায় ও-সব আলোচনা বন্ধ কর। আমি হচ্ছি বস্তু-তান্ত্রিক, কল্পনার সোণালী রূপালী নেশায় জীবনটাকে ঝিমিয়ে কাটাতে আমার মন সরে না। দখিন হাওয়া, কুহেলিমাখা জ্যোছনার তরল মাধুরী, কুঞ্জবনের ফুলফলের দোদুল-দোলা, কুহু-কেকার সঙ্গীত মূর্চ্ছনা—এসব ত অতি উপাদেয় সামগ্রী, চোখে দেখি—কাণেও শুনি; তবে ত'াদের নিয়ে ছন্দে গেঁথে ভাষায় রূপ দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে আমি পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু বলি না এবং ব'লবার ইচ্ছেও হয় না। গঞ্জিকা-সেবী এবং কবি একই

পর্য্যায়-ভুক্ত! বাপ্-দাদা টাকা রেখে গেছে, কাজ কর্ম্ম কিছুই করবার নেই,—কিছুত করা চাই; তাই তা'রা ব'সে ব'সে কথার মালা গাঁথে, অজীর্ণ রোগে ভুগে ম'রবার জন্য!

পদ্মকুমার—নাঃ—আজ এসব বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ক'রতে চাই, চল ঐ বেঞ্চে বসা যাক্।

গদ্যবন্ধু—না, আজ থাক্, অন্য একদিন চায়ের টেবিলের পাশে ব'সে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে—আজ এখনি আমাকে একটা জরুরি কাজে যেতে হ'বে।

পদ্মকুমার—তা হচ্ছেনা ভাই, এ বিষয়ের একটা final decision এখনই ক'রতে হ'বে—এস।

(উভয়ে একটা বেঞ্চের উপর গিয়ে ব'সল)

কথা হ'চ্ছে—কবিতার কথা। ধর, তুমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছ। রুদ্ধ আবেগে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-মালা কিনারায় এসে আকুলি-বিকুলি ক'রছে—যেন তারা কি ব'লতে চায়,—কি একটা বন্ধন ভাঙ্গবার জন্য আদিম যুগ থেকে যেন তারা চ'লেছে নিস্ফল অভিমানের বিরাট আস্ফালন নিয়ে!

গদ্যবন্ধু—(হতাশ ভাবে) ব'লে যাও—থাম্‌লে কেন! বেওয়ারীস কাণ দুটো পেয়েছ, বেপরোওয়া ভাবে তা'দের ওপর অত্যাচার ক'রে যাও।

পদ্মকুমার—তার ওপর ধর, শরতের পূর্ণচন্দ্র সমুদ্রের মধ্য থেকে উঠ্‌ছে, আর আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য সাদা মেঘের লঘু ভেলা; তোমার মনের ভাবটী কেমন হয় বলত? প্রকৃতির

যখন এমন অবস্থা, তখন তোমার মনের অবস্থা কেমন হ'য়ে ওঠে বল ত ?

গদ্যবন্ধু—মনে যে ভাবটা জাগে, সেটি হ'চ্ছে ভগবানের প্রতি নিছক ভক্তি-ভাব, মনের অবস্থার কোনও রূপ অপ্রকৃতিস্থ হ'বার কোনই কারণ দেখি না।

পদ্যকুমার—ঐ ত, ঐখানেই কবিদের সহিত অকবিদের প্রভেদ! তোমার আমার মনে যে ভাবটা জাগে, সে ভাবটা আমরা ভাষায় প্রকাশ ক'রতে পারি না। কবি আমাদের মনের কথা হৃদয়ের অব্যক্ত উচ্ছ্বাস ভাষায় ব্যক্ত ক'রে দেন! বুঝলে বন্ধু, কবিতার নিগূঢ় অর্থ।

গদ্যবন্ধু—All rubbish,—Cook and bull stories. এসম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলি শোন—কবিতা হ'চ্ছে কোনও এক সাংঘাতিক স্নায়বিক রোগের প্রলাপ, এই রোগের বীজাণু মানুষের শরীরে, অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করে উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের ঠিক প্রারম্ভে—যখন মনের কোণে প্রথম জেগে ওঠে লাবণ্যময়, সঙ্কোচভরা, ঢলঢল কাঁচা একখানি কমল আননের সৌন্দর্য্য সুষমা! ছাত্র লুকিয়ে লুকিয়ে, পাঠ্য পুস্তকের অন্তরালে মানস-প্রিয়াকে স্মরণ ক'রে কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করে; ফলে পরীক্ষায় সে ফেল করে এবং বাপের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের সর্ব্বনাশ করে। ঐ যে, আধুনিক গল্পলেখক মিষ্টভাষী আস্‌ছে, বলি—ও মিষ্টভাষী!

(নেপথ্যে—"যাই")

বুঝলে পণ্যকুমার, কবিতা বোঝবার মিষ্টভাষীর চেয়ে উপযুক্ত লোক আর পাবে না।

(মিষ্টভাষীর প্রবেশ)

মিষ্টভাষী—কি হে ব্যাপার খানা কি? সকালে তোমরা দুজনে এখানে কি ক'রছ?

গন্ধবন্ধু—দেখত ভাই মিষ্টভাষী, পণ্যকুমারের আক্কেলটা একবার দেখ, আমাকে আজ পাকৃড়াও করেছে কবিতার রস-মাহাত্ম্য শোনাবার জন্য; গদ্‌গদে লোক আমি, কাব্য-কথা আমার ধাতে সইবে কেন! তুমি ভাই সদয় হ'য়ে একটু ওর সঙ্গে আলাপ কর, আমি পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে পালাই।

মিষ্টভাষী—আমার ও ভাই কবিতা সইবে না—আমি সে কথা হলপ্ ক'রে ব'লতে পারি। আমি কি নিয়ে কারবার করি জান? জল-জ্যান্ত নর-নারী, তাদের নিত্যকার জীবন-সমস্যা, সমাজের নগ্নচিত্র, ভালবাসা, প্রেম-চুম্বন-আলিঙ্গন নিয়ে! সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না—বাস্তবের কথা! কোনও চিত্র উহ্য রাখি না, —সরলভাবে ও নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে বক্তব্য উজাড় ক'রে দি,— নীতির বাধা মানি না,—সঙ্কোচের ধার ধারি না,—সাবলীল গতিতে, উদ্দাম দৈহিক ভোগ-লিপ্সার নিষ্পেষণে পাঠক পাঠিকার মনঃ-প্রাণে এনে দি অনাচার ও ব্যভিচারের প্রলয় নাচন!

গন্ধবন্ধু—সমাজের হুঙ্কার-জনক নিম্ন স্তরের পরিবারের মধ্যে তোমাদের বসতি, বেশ্যাপল্লীর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তোমরা পালিত; তোমাদের গল্প সাহিত্য নয়,যা অসৎ তাকে সাহিত্য বলা যায় না।

× ৫..

বড় বাবু

(একদল মহিলা পতাকাহস্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ;
পতাকায় লেখা আছে—'নারী-প্রগতি'।)

মহিলাদের গান।

পুরুষের চেয়ে আমরা ছোট রে কিসে !
কলেজেতে যাই, আদালতে বসি,
বিমান রথেতে চলি দিশি দিশি,—
পুরুষের সাথে সমান তালেতে,
পাশা-পাশি চলি মিশে।
কৌন্সিলে বসি, ফুটবল খেলি,
টকি, অভিনয়ে, মহিলা-পুলিশে
রূপের বেসাতি মেলি ;
বড়বাবু সেজে কেরানী কাঁপাই,
ঘরেতে বাইরে পুরুষে শাসাই,
(তারা) মরে গো মোদের বিষে।

(মহিলাদের প্রস্থান।)

গদ্যবন্ধু—ওহে পদ্যকুমার পাক্‌রাসি, এতক্ষণ কল্পনায় কোন্ রূপসীর রূপের সুধা পান ক'রছিলে? আর তুমি মিষ্টভাষী ভড়, কোন্ নায়িকার ওপর ভর ক'রে তোমার আধুনিক গল্পের পরিকল্পনা তৈয়ারী ক'রছিলে ?

পদ্যকুমার—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
লাখ লাখ যুগ রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল (পদ্যকুমারের প্রস্থান)

মিষ্টভাষী—ওহে গন্ধবন্ধু গাঙ্গুলী, আমার মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌ছ কি ? 'গবেষণা-সঙ্ঘে' এবার যে গল্পটী পাঠ ক'রব—তার মধ্যে ঐ যে মহিলাটী দলের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়েছিল ললিত লতার মত নির্ভরশীল, অথচ হরিণীর ন্যায় চঞ্চলা, যাঁকে দেখ্‌লে মনে হয় যেন বিশ্বমানবের প্রিয়া হ'তে পারেন, কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী হ'তে অক্ষম, যাঁর প্রেমে জাতিভেদের পঙ্কিলতা নেই। একাধারে জুলিয়েট্‌ এবং কপালকুণ্ডলা,—সেই অসামান্যা মহিলাটীকে গল্পের নায়িকারূপে দেখ্‌তে পাবে। ও প্লট্‌টা মাথায় গজ্‌গজ্‌ ক'রছে—আমি চ'ললাম।

(মিষ্টভাষীর প্রস্থান।)

গন্ধবন্ধু—কী কুদৃষ্টি—মহিলা-জাতির প্রতি কী হীন ধারণা এই আধুনিক গল্প লেখকদের! তোমাদের নমস্কার, আর তোমাদের ছায়া মাড়াতে ইচ্ছা হয় না, 'গবেষণা-সঙ্ঘ' থেকে যত শীঘ্র পারি সকল সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরে যাবো। বেকার ব'সে আছি, একটা কাজও ছাই জোটে না!

(গন্ধবন্ধুর প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ঘটোৎকচের বাটীর বৈঠকখানা, তক্তাপোশে সতরঞ্চি পাতা, তাহার উপর বসিয়া সে হিসাব লিখিতেছে।

সময়—প্রাতঃকাল।

ঘটোৎকচ—(হঠাৎ উঠিয়া-উত্তেজিত ভাবে) পেয়েছি—পেয়েছি—গিন্নী ও গিন্নী !

(নেপথ্যে—'কি গো ! সকালে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন ?')

একবার শীগ্‌গিরি এসো এদিকে, আমার বুঝি প্রাণ যায়।

আনন্দ সহ—

(আলুথালু বেশে জগত্তারিণীর প্রবেশ)

জগত্তারিণী—কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে ?

ঘটোৎকচ—(উচ্চ হাস্য করিয়া) আনন্দোৎসব কর—শাঁখ বাজাও—উলু দাও। .

জগত্তারিণী—বলি ব্যাপার খানা কি ?

ঘটোৎকচ—পলাসী-যুদ্ধে কারা জয় লাভ ক'রেছিল—জান ? ইংরেজ ? ভুল সম্পূর্ণ ভুল, ইতিহাস মিথ্যা ; ওরে, ও জগা, ও ব্যাটা জগৎ, বলি ও প্রিয়তম জগচ্চন্দ্র, এদিকে শীগ্‌গীর একবার আয় ত।

(নেপথ্যে—"আজ্ঞে, যাই")

"আজ্ঞে যাই"—শীগ্‌গীর আয়।

(ব্যস্তভাবে জগার প্রবেশ)

কি রাঁধছিস্‌ ?

জগা—এজ্ঞে মাছের মুড়ো দিয়ে—

ঘটোৎকচ—তোর মুণ্ডু, বলি—হ'লদিঘাটা, পাণিপথ জানিস্‌ ?

জগা—এজ্ঞে কি দিয়ে রাঁধ্‌তে হয় গিন্নীমা বাৎলে দিলেই রাঁধ্‌বো।

ঘটোৎকচ—ব্যাটা যুদ্ধু কাকে বলে জানে না ! সামনে দাঁড়া বাঁ পাটা

এগিয়ে দে,—ওটা ডান পা, ব্যাটার ডান-বাঁ জ্ঞান নেই, নে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, হাঁ হ'য়েছে, চোখ দুটো পাকিয়ে ঘুসি দুটো পাকিয়ে রাখ্।

(ঘটোৎকচের প্রস্থান ও একটি বঁটি হস্তে পুনঃ প্রবেশ)।

গিন্নী, এদিকে দাঁড়াও, দাঁড়াও বল্‌ছি—ইতস্ততঃ করবার সময় নেই। হাঁ হ'য়েছে, নাও বঁটিটা ধরো।

জগত্তারিণী—একি পাগ্‌লামী ক'রছ!

ঘটোৎকচ—নাও ধর ব'লছি।—ধ'রবে না? তবে দেখ, তোমার সামনেই আমি খুন হ'বো—বিষ খাবো, শেষবার ব'লছি ধরো।

জগত্তারিণী—দাও বাবু দাও ধ'রছি।

ঘটোৎকচ—এই ত সাধ্বী স্ত্রীর মত কথা। বঁটিটা উঁচু ক'রে ধরো, এইবার জিভ্‌টা বার করো—মা কালীর মতো; বা বেশ হ'য়েছে! (জগার প্রতি) ওয়ান্, টু, থ্রি—ঘুষি চালা, ব্যাটা ঘুষি চালা।

(জগা ঘুঁষি চালাইতে লাগিল, এমন সময় চিন্তিত ভাবে লঙ্কেশ্বর প্রবেশ করিল, একটি ঘুঁষি তাহার পিঠে পড়িল—সে পড়িয়া গেল)

লঙ্কেশ্বর—ম'রে গেলাম—ম'রে গেলাম।

(জগত্তারিণীর প্রস্থান)

ঘটোৎকচ—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! যা ব্যাটা জগা, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? বরফ নিয়ে আয়, আইডো ফরম নিয়ে আয়, ডুস্, বেড্‌প্যান্, ডাক্তার, বদ্দি, হাকিম, জল্‌দি লে আও।

(জগার প্রস্থান)

খুব লেগেছে নাকি হে লঙ্কেশ্বর? আহা-হা বেচারী।

(লঙ্কেশ্বরকে উঠাইল)

লঙ্কেশ্বর—না হে, না, এমন কিছু লাগে নি। অন্য মনস্ক ছিলাম, তাই সামান্য আঘাতটাকে সাংঘাতিক আঘাত মনে হ'য়েছিল।

ঘটোৎকচ—তোমার এমন ভাবে এসময় আসাটা কিঞ্চিৎ বেখাপ্পা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল; গিন্নীর শ্রীহস্তের বঁটিটা যে তোমার মাথার পড়েনি—এইটেই তোমার মহাসৌভাগ্য! খুব বেঁচে গেছ ভাই, একেই বলে খাঁটি দালালের প্রাণ।

লঙ্কেশ্বর—বাড়িতে আজ কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছিলে—বলি, ব্যাপারখানা কি শুনি।

ঘটোৎকচ—আজ সকালে একটু আনন্দোৎসবের আয়োজন ক'রছিলাম; দুদিন ধ'রে হিসাবে একটা পয়সার গরমিল হ'চ্ছিল—হিসাব কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। সেইটে আজ সকালে মিলেছে, প্রাণে যে কি আনন্দই হ'য়েছে তা তোমাকে আর কি ব'লবো! ব্যাপারটী হ'য়েছিল এই—কি জানি কেন একদিন আমি যখন আফিসে যাবার জন্য বাড়ী থেকে বেরোচ্ছি সেই সময় আমার কাছ থেকে বিনীতা একটি পয়সা চায় সে কথাটি একেবারেই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বিনীতা, ওরে, ওমা বিনীতা,

(নেপথ্যে—"যাই বাবা")

তা তুমি আজ অন্যমনস্ক ছিলে কেন?

(গার্ল গাইড্ পোষাকে বিনীতার প্রবেশ)

এই যে বিনীতা, তুমি মা আমার কাছ থেকে সে দিন একটা পয়সা নিয়েছিলে কেন ?

বিনীতা—পরে ব'লছি। বাবা, এটাকে কি বলে জান ? জান না নিশ্চয়, হাফ্ স্যালিউট, এটাকে ? ফুল স্যালিউট ; A succession of short sharp blast means "rally", "Come together", "fall in"—

ঘটোৎকচ—অনেক কিছু শিখেছিস্ দেখছি—বাঃ, বেশ-বেশ, একদিন তোর বিদ্যের পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

বিনীতা—দেখ বাবা, সেদিন যে পয়সাটি তোমার কাছ থেকে নিয়েছিলাম—সেটি এক বাবাজীকে দিয়েছিলাম। আহা ! বড্ড গরীব সে, পয়সাটি পেয়ে দু'হাত তুলে আমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রতে লাগ্‌ল।

ঘটোৎকচ—বাবাজীকে পয়সা দিতে নেই—তাতে ওরা প্রশ্রয় পেয়ে যায় ; ইচ্ছা ক'রে ওরা শরীরটাকে খাটাতে চায় না ; হাতটাকে না চালিয়ে উৰ্দ্ধবাহু হ'য়ে ব'সে থাকৃতে চাইবে। যাহোক, তুমি এখন এস—লঙ্কেশ্বর বাবুর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।

(বিনীতার প্রস্থান)

সকালে আজ কি মনে ক'রে লঙ্কেশ্বর ?

লঙ্কেশ্বর—জানই ত ভাই ঘটোৎকচ, এ বৎসরটা আমি শরীর নিয়ে কি রকম ভুগ্‌ছি ; বছরটাও প্রায় শেষ হ'য়ে আস্‌ছে— এক পয়সা ইন্‌সিওরেন্সের কাজ ক'রতে পারলাম না—কাজেই

বুঝচ কিছুই কমিশন এবার প্যাবো না। সংসার কেমন ক'রে চালাবো, কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। তুমি যদি ভাই এখন একটু সাহায্য কর—ত—

ঘাটাৎকচ--আমি! সাহায্য! হাসালে লঙ্কেশ্বর, হাসালে, চারশো টাকা মাইনে পাই, লোকের ধারণা আমি একজন মস্ত বড়লোক; হায়রে! তারা জানে না আমার খরচ কত।

লঙ্কেশ্বর—আমি তোমার কাছে টাকা ভিক্ষা কিংবা কর্জ্জ চাই না। শুনলাম তোমার অফিসে চার পাঁচ জন যুবক চাকরিতে ঢুকেছে—তাদের যদি তুমি ব'লে দাও, তারা আমার কাছে ইন্‌সিওরেন্স ক'রতে পারে। তুমি এই উপকারটি আমাকে কর দয়া ক'রে; তুমি অফিসের বড়বাবু, তোমাকে সন্তুষ্ট ক'রবার জন্য তারা আনন্দে আমার কাছে ইন্‌সিওরেন্স ক'রবে।

ঘটোৎকচ—ভুল বুঝেছ বন্ধু, ভুল; আজকালকার ছোক্‌রাদের তুমি এখনও পর্য্যন্ত চিন্‌তে পার নি—এতখানি বয়স হ'য়েছে, জীবন-বীমার কাজ এতদিন পর্য্যন্ত ক'রলে, লোক-চরিত্র এখনও তুমি শিখ্‌তে পারলে না—আশ্চর্য্য! ওরা মানুষ নয়—এক একটী কেউটে সাপ। আমি ভয়ে তাদের কাছে অফিসের কাজকর্ম্ম ছাড়া অন্য কথা পাড়ি না।

লঙ্কেশ্বর—তুমি একবার তাদের ব'লেই দেখ না ভাই, তারপর দেখা যাবে আমার অদৃষ্ট এবং তোমার হাত-যশ! আমি এখন চ'ললাম, কোথায় বা যাই—আমাকে দেখ্‌লে লোক পালায়—

আমি যেন একটা বিভীষিকা! বড়লোকের দারোয়ান আমাকে দেখ্‌লেই কুকুরের মত দূর্ দূর্ ক'রে হাঁকিয়ে দেয়, কেরাণীরা ঘৃণায় মুখ ফিরোয়, উকিলের কালো ছেলেটাকে কার্ত্তিকের সঙ্গে তুলনা করি তাতে ও উকিলের মন ভেজে না। যাই—দু'চোখ যে দিকে যায়—কোনও শিকার যদি পাই।

(লঙ্কেশ্বরের প্রস্থান এবং বিনীতা ও সুনীতার গার্ল-গাইডের বেশে প্রবেশ)

বিনীতা—বাবা, আজ আমাদের স্কুল থেকে সুর্পণখা দিদিমণি অজন্তা টকিতে আমাদের নিয়ে যাবেন, নানান্ দেশের মেয়েদের নাচ দেখাতে—যবদ্বীপ, মালয়দ্বীপ, জাপান, লঙ্কা, আরও বহু দেশের। দু'টাকা ক'রে টিকিট, সুনীতা যেতে চায় না তার বাবার হাতে টাকা নেই ব'লে; আমি কিন্তু তাকে ধ'রেছি তাকে যেতেই হবে চারটে টাকা দিতে হ'বে বাবা।

ঘটোৎকচ—বলিস্ কি—চার টাকা! এই সিনেমার জন্য দেশটা উচ্ছন্নে যাবে দেখ্‌ছি।

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ, সুনীতা ও ইন্দ্রজিতের দৃষ্টি বিনিময় হইল, সুনীতা চক্ষু নত করিল)

ইন্দ্রজিৎ—বাবা, আমাকে একটা বই কিন্‌তে হ'বে।

ঘটোৎকচ—এখনও তোর সব বই কেনা হ'ল না?

ইন্দ্রজিৎ—না বাবা, এখনও অনেকগুলি বই কিন্‌তে হবে; এম-এ পড়ছি বইয়ের কি আর সংখ্যা আছে! উপস্থিত একটা

পুস্তকের বিশেষ দরকার, কলেজে একটা special ক্লাস খুলেছে সেই ক্লাসের বই এটা—নাম Biological Evolution of Vladivostok.

ঘটোৎকচ—ওঃ বাবা মস্ত বই যে! তা বইটার দাম কত?

ইন্দ্রজিৎ—নাম শুনেই ত বুঝচ বাবা, বইয়ের দাম বেশ একটু জবর গোছের হ'বে। বইটার উপকারিতা হিসাবে তার মূল্য অবশ্য কমই ব'লতে হ'বে—মোট ২৫৲।

ঘটোৎকচ—পঁ-চি-শ টাকা! কলিকাল আর কাকে বলে! ঘোর কলি--ঘোর কলি। মেয়েছেলেদের শিক্ষা দিতেই হ'বে। তাদের কি দোষ! তা বাবা, ঐ বইখানি পড়লে কি শিখ্‌বে তুমি?

ইন্দ্রজিৎ—বালি থেকে কেমন করে সোনা তৈরী ক'রতে হয়—ঐ বইটা পড়লে জান্‌তে পারা যাবে—অবশ্য studyটা হ'বে theoretical, anatylical and synthetical,—Conglommerationও আছে—concatinationও আছে, তবে juxtaposition এ—মোটকথা স্বুবর্ণ রেখানদীতে বিস্তর বালি আছে, সেখানে গিয়ে বালি হ'তে সোণা তৈরী ক'রবার জন্য একটা বিপুল প্রচেষ্টা হ'বে।

ঘটোৎকচ—বইটা তাহ'লে খুবই ভাল ব'লতে হ'বে—দাঁড়া, আমি টাকাগুলো এনে দিচ্ছি।

(ঘটোৎকচ প্রস্থানোদ্যত হইল।)

বিনীতা—বাবা, আমার জন্যও চার টাকা এনো।

ঘটোৎকচ—আন্‌বো বই কি মা। (ঘটোৎকচের প্রস্থান)

ইন্দ্রজিৎ—ঐ যাঃ—পড়ার ঘরের টেবিলের ওপর আমার রিষ্টওয়াচটা ফেলে এসেছি, নিয়ে আয় ত বিনী, আর হাঁ—আসবার সময় এক গেলাস জলও আনিস্।

(বিনীতার প্রস্থান, স্থনীতা তাহার পশ্চাতে যাইতে উদ্যত হইল)।

তুমি এইখানেই থাক না স্থনীতা,

(স্থনীতা ফিরিয়া আসিল এবং ইন্দ্রজিৎ তাহার নিকটে গেল।)

দেখ স্থনীতা,এঁ—এঁ—গাইডের পোষাকে—তোমাকে বড়ই স্থন্দর দেখাচ্ছে—তোমার চোখ দুটী—যেন—

স্থনীতা—ইন্দ্রদা, তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই।

ইন্দ্রজিৎ—বাস্তবিক স্থনীতা, আমার কি ইচ্ছা হয় জান? আমার ইচ্ছা হয় সব সময় তোমাকে দেখি—তোমার অসামান্য রূপ—আমাকে পাগল করে—

স্থনীতা—ছিঃ! ইন্দ্রদা, ওসব কি কথা ব'ল! শুনলে আমার ভারি লজ্জা করে!

ইন্দ্রজিৎ—(অকস্মাৎ স্থনীতার একটি হাত ধরিয়া) আমি তোমাকে—ভালবাসি স্থনীতা, বড্ড ভালবাসি—তুমি আমার যৌবন-নিকুঞ্জের দোয়েল-পাপিয়া, তুমি আমার—তুমি আমার—আমার অতশত কথা আসে না—আর কাউকে তোমার মত এত ভালবাসি না।

স্থনীতা—ইন্দ্রদা, তুমি বোধ হয় পাগল হ'য়ে গেছ—হাত ছাড় এখুনি কেউ এসে প'ড়বে।

(নেপথ্যে ঘটোৎকচের কণ্ঠস্বর—"ইন্দ্রজিৎ !")

মেশোমশয় আস্‌ছেন—শীগ্‌গিরি হাত ছেড়ে দাও।

(ইন্দ্রজিৎ সুনীতার হাত ছাড়িয়া দিল এবং ঘটোৎকচ প্রবেশ করিল।)

ঘটোৎকচ—এই নে টাকা ইন্দ্রজিৎ, ঐ যে বইটার কথা ব'ললি—খুব মন দিয়ে সেটা পড়িস্‌ বাবা; আফিস যাবার সময় হ'য়ে এল—আমি চ'ললাম। সুনীতা, তোমাদের টিকিটের জন্য এ টাকা চারটে নাও—বিনীতা ভেতরে গেছে বুঝি!

(ঘটোৎকচের প্রস্থান, সুনীতাও দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।)

ইন্দ্রজিৎ—সুনীতা is a phantom of delight! বিধাতার একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

(বিনীতার প্রবেশ)

বিনীতা—এই নাও দাদা, জল আর তোমার রিষ্টওয়াচ—রিষ্টওয়াচ তোমার পড়ার ঘরে ত ছিল না—তোমার শোবার ঘরে ছিল—কিছুই তোমার মনে থাকে না—আশ্চর্য্য!

ইন্দ্রজিৎ—থাক্‌গে—এখন আর রিষ্টওয়াচের দরকার নেই—তুই নিয়ে যা।

বিনীতা—সে কি কথা! এই ব'ললে নিয়ে আয়—আর এখন ব'লছ দরকার নেই! কি বিদ্‌কুটে কাণ্ড তোমার সব! সুনীতার মুখখানি দেখলাম একেবারে লাল টুক্‌টুক ক'রছে, কি হ'য়েছে দাদা? তুমি তাকে রাগিয়েছ বুঝি?

ইন্দ্রজিৎ—(স্বগতঃ) এই সেরেছে, কি বলি এখন!

বিনীতা—কথা ব'লছ না যে দাদা? আমি ঠিকই ধ'রেছি—তুমি

তাকে রাগিয়ে দিয়েছ; এই রকম ক'রলে কিন্তু সে আর আমাদের এখানে আসবে না।

ইন্দ্রজিৎ—বিনী, বাবাকে আজ ধাপ্পা দিয়ে কি রকম পঁচিশটা টাকা আদায় করা গেছে ব'ল দেখি! এই নে তুই পাঁচ টাকা নে—আর এই পাঁচ টাকা সুনীতাকে দিস্; দেখিস্ বোন, খুব সাবধান—কথাটা যেন ফাঁস না হ'য়ে যায় তাহ'লেই সর্ব্বনাশ! বাবা ত আর নিজে থেকে কখনও এক আধলা খরচ করবেন না—এই রকম ক'রে কিছু কিছু আদায় না ক'রলে চ'লবে কেন? সুনীতা একলা আছে রে—তুই যা; দে জলটা খেয়ে নি—রিষ্টওয়াচটাও দে—কলেজে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—অফিস কক্ষ।

(ঘটোৎকচ চেয়ারে উপবিষ্ট)

ঘটোৎকচ—এত খাটছি, সাহেবের কিছুতেই দয়া হ'চ্ছে না—ডালিও পাঠাই, মন তার কোন মতেই পাই না কিন্তু; হ্যারিস্ সাহেব থাক্‌লে আজ আমায় পায় কে! মাইনে বাড়াবার জন্য এত হয়রাণ হ'তে হ'ত না। দু দুবার মাইনে বাড়াবার জন্য দরখাস্ত ক'রলাম—দু-দুবারই ফিরিয়ে দিলে গা। তৃতীয় বার দরখাস্ত করা গেছে—ফল কি হয় দেখা যাক। মা কালী, জোড়া পাঁটা দেবো মা, মাইনেটা এবার বাড়িয়ে

দিও। আমি জানি যা বিদ্যে আমার সে হিসেবে আমি যা পাই তা আমি কল্পনাতেও আশা ক'রতে পারি না; কিন্তু বলি অফিসের কাজে বি-এ, এম-এ পাশ করা বিদ্যের কিই বা প্রয়োজন! অফিসের কাজ ত গাধার খাটুনী, সে হিসেবে আমার যোগ্যতা আমায় আরো অধিক মাইনের অধিকার নিশ্চয়ই দেয়। এ বেটা সাহেব—গ্রাজুয়েট্—গ্রাজুয়েট্ ক'রে পাগল—কেবল বলে মোটা মাইনে শিক্ষিতের জন্য—বোকা কি আর গাছে ফলে!

(ব্যস্তভাবে পিওনের প্রবেশ।)

পিওন—বড়া সাহেব আপ্‌কো পাশ্ আতেহেঁ হুজুর।

ঘটোৎকচ—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) বলিস্ কি রে! হাম্‌কো পাশ? না—না—তুই বেটা আজ বেশী কর্‌কে গাঁজা খায়া বোধ হয়।

পিওন—নেহি হুজুর, সাহেবকা আরদালী মুঝে বোলা।

(পিওনের প্রস্থান।)

ঘটোৎকচ—সাহেব নিশ্চয়ই আমার কাছে আস্‌ছে তাহ'লে; ও বুঝেছি—আমার সেই দরখাস্ত সম্বন্ধে ফলাফল জান্‌তে আস্‌ছে নিশ্চয়—মা কালি, দয়া কর মা, সাহেবের সুমতি দাও মা!

(মিঃ গোমেসের প্রবেশ।)

ঘটোৎকচ—(মাথা অনেকখানি ঝুঁকাইয়া) গুড্ মর্ণিং ইয়োর অনার স্যার—আই অ্যাম্ ইয়োর মোষ্ট্ ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট্—আজ্ঞাবহ চাকর আমি হুজুরের।

গোমেস্—গুড্ মর্ণিং ঘটোৎকচ, আমি টোমার ডরখাস্ত লইয়া আসিয়াছি আমি জান্‌টে চাই—টুমি কেন পুনঃপুনঃ আমায় বিরক্ট কর ?

ঘটোৎকচ—আমি স্যার, ভেরি পূয়োর স্যার, ছা-পোষা অর্থাৎ কিনা চিল্‌ড্রেন্ টোমার স্যার,—ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে হয় ইউর অনার—মাই লর্ড স্যার।

গোমেস্—আমি কিছু শুন্‌টে চাই না ঘটোৎকচ। What is your educational qualification ?

ঘটোৎকচ—এজ্ঞে—এজ্ঞে—প্যারীচরণ সরকারের ফাষ্ট´ বুকের মেদি হাঁসের—অর্থাৎ female swan এর পাতা স্যার।

গোমেস্—You are quadruped and herbivorous.

ঘটোৎকচ—Yes Sir.

গোমেস্—(ঈষৎ হাসিয়া) very well. টুমি যদি ডুইটী কথার বানান বলিটে পার—টাহা হইলে টোমার বেটন বাড়াইয়া ডিব ; বানান কর—Ecclesiastical.

ঘটোৎকচ—এঁ—এঁ—এক্—না—না—এ—কে—এস্, আঁ—আঁ—

গোমেস্—বেঙের ডাক্ ডাকিটেছ ; উট্টম্—বানান কর miscellaneous.

ঘটোৎকচ—মিস্ কালি নিয়াস্—স্যার, মিস্ কালি নিয়াস্, (দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া) জ্যোকিং স্যার ? জ্যোকিং স্যার ?

গোমেস্—এই ডেখ টোমার ডরখাস্তের ফল—old fool !

(গোমেস্ দরখাস্ত ছিড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল ;
ঘটোৎকচ মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চেয়ারে
গিয়া বসিল এবং টেবিলে অবস্থিত একটি
বিরাটকায়—লেজারের পাতায়
মনোনিবেশ করিল।)

ঘটোৎকচ—বেটা গুণীর কদর বোঝে না, দাঁড়া যখন এই শর্ম্মা চাকরি হ'তে অবসর নেবে, তখন বুঝবি কত বড় একজন কাজের লোক চ'লে গেছে। এমন দিনরাত খাটিয়ে বড়বাবু আর পাবে না মাণিক। দেখ্‌ছ না সাড়ে দশটা বাজে এখনও কেরাণীকুলের টিকি দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না—ঐ যে একে একে সকলে আস্‌ছে দেখছি।

(সুদর্শন, খগোল ও সব্যসাচী—কেরাণী-ত্রয়ের প্রবেশ।)

(সরোষে) বলি, এটা আফিস না তোমাদের মামার বাড়ি? সাহেব একটু ভালবাসেন কিনা তাই সাপের পাঁচ-পা দেখেছ—একেবারে মাথায় চ'ড়ে ব'সেছ! তা হবে না—ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস্ খাওয়া বেশীদিন আর চ'লবে না ব'লে রাখছি। সাহেব এসেছিলেন—তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা ক'রছিলেন ; চাকরি তোমাদের আজই যেত নেহাৎ এই শর্ম্মা অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে—এক রকম হাতে পায়ে ধ'রে তোমাদের চাকরিটা বাঁচিয়ে দিয়েছে।

সুদর্শন—আজ্ঞে সে কথা ব'লতে ; পাহাড়ের আড়ালে আমরা আছি

মশায়, আপনি থাকতে আমাদের গায়ে কখনও আঁচড় লাগতে পারে না—আপনার দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি—আমাদের ভুলচুকের বোঝা ত আপনি নিজের পিঠেই নিয়ে রাখেন।

খগোল—সে কথা ব'লতে,—সেই সে'বার ৭ দিনের ছুটি বড়বাবুর দয়াতেই ত আমি পেয়েছিলাম; সাহেব ত ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রে ব'সেছিল ছুটি কিছুতেই মঞ্জুর করবে না। বড়বাবু কেবল একটি কথা ব'ললেন-ব্যস্—দেখে কে ? ছুটি মঞ্জুর হ'য়ে ফিরে এল।

সব্যসাচী—আর আমার কথাটা তোমরা বুঝি ভুলে গেলে! চাকরি ত আমার গিয়েছিলই—ভুল ব'লে ভুল, বড়বাবু না থাকলে ত আমার জেল হ'য়ে যেত। তিনি আমার ভুলটাকে নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিলেন; বড়বাবু, বাস্তবিক আপনি হ'চ্ছেন একজন মহাপুরুষ,—কলিকালে আপনার ন্যায় মহাবীর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না,—আপনার কলমের জোর বার্কের ছিল কিনা সন্দেহ!

ঘটোৎকচ—কলমের জোরের কথাই যখন তুমি তুললে সব্যসাচী, তখন একটি ব্যাপার বলি শোন। তখন আমি বারথেলোমিউ কোম্পানীর বড়বাবু—তখন মহাযুদ্ধ খুব জোরেই চ'লেছে; জাপান গভর্ণমেণ্ট সেই যুদ্ধে লবঙ্গ সরবরাহ ক'রত, প্রায় দশলাখ টাকার মাল তারা পাঠিয়েছিল আমাদের কোম্পানীর মারফৎ। জাপান গভর্ণমেণ্ট যখন ঐ টাকার বিল বিলাতে

পাঠায় তখন ঐ অত টাকার বিল দেখে প্রাইম্ মিনিষ্টারের চক্ষু ছানাবড়া হ'য়ে উঠল—মহাচিন্তায় তাঁর দশ রাত্রি চোখের পাতা এক হয় নি। চারিদিকে হুলস্থুল পড়ে গেল আমাদের বড়সাহেব পাগলের মত চতুর্দ্দিকে ছুটোছুটি ক'রতে লাগল—আমার কাছে একদিন ছুটে এসে কাঁদতে লাগল। আমি বলি ব্যাপার খানা কি? প্রায় আধঘণ্টা কেঁদে বড় সাহেব আমাকে সকল ব্যাপার জানিয়ে দিয়ে ব'ললে—আমাদের কোম্পানীর স্কন্ধে ঐ টাকার দাবী এসে চেপেছে। খানিক হেসে আমি ব'ললাম—এর জন্য চিন্তা কেন? আমি এর উপায় ক'রে দিচ্ছি। দু'দিন অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে একটি draft লিখে সাহেবের হাতে দিলাম—সাহেব draft প'ড়ে আনন্দে নেচে উঠল। Draftএর জোরে ঐ অত টাকার দেনা গিয়ে চাপল আমেরিকার ওপর; প্রমাণ ক'রে দিলাম লবঙ্গ যুদ্ধে চালান হয়নি—আমেরিকায় চালান হ'য়েছে।

সব্যসাচী—আশ্চর্য্য—তারপর?

ঘটোৎকচ—প্রাইম্ মিনিষ্টার থেকে আরম্ভ ক'রে লাট সাহেব পর্য্যন্ত সকলের কানে আমার draftএর কথা পৌঁছে গেল—চারদিক থেকে আমার কাছে যে কত কনডোলেন্স চিঠি আস্‌তে লাগল তা আর তোমাদের কি ব'লব। শেষে বড় লাটসাহেব আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন!

সুদর্শন—বড়লাট সাহেব আপনাকে কি ব'ললেন?

ঘটোৎকচ—আমাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে এসে হাসিমুখে আমার সঙ্গে Handcuff ক'রলেন; বড়লাট সাহেবের কব্জির জোর বটে! যখন ঝাঁকানি দিচ্ছিলেন তখন মনে হ'চ্ছিল হাতটা বুঝি কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে!

খগোল—Handcuffটা কি বুঝ্‌তে পারলাম না।

ঘটোৎকচ—সাহেবের সঙ্গে কখনও ত তোমাদের ঘনিষ্ঠতা হ'বার সৌভাগ্য হয় নি, তাই Handcuff কি তা জান না। যাহোক, তারপর তিনি আমাকে ব'ললেন আমাকে তিনি রায়-বাহাদুর খেতাব দেবেন; আমি ব'ললাম হুজুর, আমি আর এমন কি ক'রেছি যাতে রায়-বাহাদুর খেতাব আশা ক'রতে পারি? হুজুরের দয়া থাকলে ভবিষ্যতে আমার ছেলের একটি ভাল চাকরি নিশ্চয় জুটবে। বড়লাট সাহেব এই কথা শুনে আমার পিঠ চাপড়ে ব'ল্লেন—উত্তম, তোমার ছেলে উপযুক্ত হ'লে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

(তাজমহল তালুকদারের প্রবেশ।)

তাজমহল—প্রণাম স্যার!

ঘটোৎকচ—কে আপনি? কি চান?

তাজমহল—আজ্ঞে, অফিসে যখন এসেছি এবং বড়বাবুর কাছে যখন হত্যা দিতে এসেছি; তখন বেশই বুঝ্‌তে পারছেন অধম একজন চাকরির উমেদার। চাকরির জন্য অনেক স্থানেই ঘুরলাম, চাকরি একটা জোটাতে পারছি না মশায়; ঘুরে ঘুরে পাঁচ জোড়া জুতো ক্ষয়ে গেল।

ঘটোৎকচ—বাইরে যে সাইন্ বোর্ডটী ঝোলানো আছে সেটা দেখেন নি বুঝি ?

তাজমহল—আজ্ঞে, তা দেখেছি বই কি !

ঘটোৎকচ—তথাচ এখানে এসেছেন ? আপনি ত বেশ বুদ্ধিমান্ দেখছি !

তাজমহল—আজ্ঞে, সব অফিসেই ঐরূপ সাইন্ বোর্ড টাঙানো থাকে, তা সত্ত্বেও অনেকের চাকরি হয়। দয়া ক'রে আমাকে একটি চাকরি দিন—আপনার ক্রীতদাস হ'য়ে থাকবো। চাকরি পাবার একটি চিরন্তন উপায় হ'চ্ছে—আফিসে মামা, কাকা বাবা, ভগিনীপতি ইত্যাদি কেউ থাকা চাই, এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত অভাগা।

ঘটোৎকচ—আপনি কত দূর পর্য্যন্ত বিদ্যার্জ্জন ক'রেছেন ?

তাজমহল—আজ্ঞে, আমি হচ্ছি ইংরাজিতে এম-এ।

ঘটোৎকচ—বেশ, আপনার আমি চাকরি ক'রে দেবো ; কিন্তু এখন নয়। উপস্থিত আপনাকে আমার মেয়েকে পড়াতে হ'বে, বেতন সামান্যই দেবো, কিছুই নয় ব'ললেই চলে। উদ্দেশ্য —আপনি আমার নজরে থাকেন, আপনার কথা ভোলা শক্ত হ'বে ; জানেনই ত আমায় কত রকম ভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

তাজমহল—আপনার অশেষ অনুগ্রহ ; যতদিন না আমার চাকরি হয়, ততদিন আমি বিনা পয়সায় আপনার কন্যাকে পড়াব। আপনার কন্যা কোন্ ক্লাসে পড়েন ?

ঘটোৎকচ—ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে।

তাজমহল—বেশ—আজ থেকেই পড়াতে যাবো,—বৃহস্পতিবার—বিদ্যারম্ভে গুরুশ্রেষ্ঠ!

ঘটোৎকচ—সে কথা ব'লতে, আমার মেয়ের গুরুভক্তির তুলনা নেই। গুরুভক্তির কথাই যখন তুললেন, তখন বলি—

অখণ্ড মণ্ডলা কারং ব্যপ্তং যেন চরাচরম্,
তদ্পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমো—

আহা! কি সুন্দর কথাই শাস্ত্রে লেখা র'য়েছে!

(সুর করিয়া) জাল পেতে জেলে র'য়েছে ব'সে—

এসব তত্ত্বকথা, মায়াতে মানুষ ভুলে র'য়েছে বই ত নয়।

তাজমহল—আচ্ছা, এখন তাহ'লে আসি, নমস্কার।

(তাজমহলের প্রস্থান।)

ঘটোৎকচ—কি হে খগোল, খুব যে গল্প গিলছ? বলি, লেজারটা শেষ হ'য়েছে কি?

খগোল—আজ্ঞে, প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে, খুব সামান্যই বাকি আছে।

ঘটোৎকচ—শেষ ক'রে—আমার টেবিলে দিয়ে তবে যেন বাড়ি যেও—বুঝ্লে?

খগোল—যে আজ্ঞে।

ঘটোৎকচ—আমি আর কত খাটবো! খেটে খেটে শরীর পাত হ'য়ে গেল। সব্যসাচী, সুদর্শন, তোমাদের ব্যালেন্স-শীটের কি অবস্থা?

সব্যসাচী ও সুদর্শন—আজ্ঞে, প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে—আপনি আজই টেবিলে পেয়ে যাবেন।

ঘটোৎকচ—মা তারা, তুমিই ভরসা,—আচ্ছা দেখ, আমি এখন বাড়ি চ'ললাম, বিশেষ কাজ আছে।

(ঘটোৎকচের প্রস্থান।)

সব্যসাচী—বেটা ঘুঘু, কিছুই ক'রবেন না; কাজ আমরা ক'রে দেবো — উনি দুর্গা-দুর্গা ব'লে সেটি সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মিথ্যা কথার ডিপো, বেমালুম মিথ্যা কথা ব'লে যায়—একটু হাঁচেও না, কাসেও না; চল হে চল বাড়ি যাওয়া যাক। বিকেলেত তোমাদের আবার বেটার বাড়ি যেতে হ'বে— ওর মেয়েকে পড়াতে, এইবার আর একটি অভাগা মাষ্টার জুটল— একেই বলে জোর বরাৎ!

সুদর্শন—-মেয়ে ত নয় যেন ফুলের রাণী, সব সময়ে সেজেগুজে যেন ঠাকুরমার ঝুলির রাজকন্যা হ'য়ে আছেন; অঙ্ক শেখাই, আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

খগোল—আর বলিস্ কেন! আমি ত সকালে ইতিহাস পড়াই, গিয়ে দেখি আকবর—জাহাঙ্গীর—সাজাহান—নূরজাহান সব এক-সঙ্গে মিশে তার মাথায় একটি উপাদেয় ছেঁচ্ড়া তৈরী হ'য়ে আছে। মেজাজটা আমার তখন কি রকম হ'য়ে ওঠে তা বুঝ্তেই পারছ! কি করি, চাকরির মায়ায় সবই বরদাস্ত ক'রতে হয়—চল হে চল, যাওয়া যাক।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গবেষণা সঙ্ঘের কক্ষ, সময়—বৈকাল।

গল্পবন্ধু, পদ্যকুমার, মিষ্টভাষী, তাজমহল প্রভৃতি সভ্যেরা বসিয়া আছে; সম্পাদিকা মন্থরাদেবী গাহিতেছে—

সঙ্গীত।

স্থর—মিশ্র।

সাধনা, স্থর সাধনা মোর গীতিকায় আয়,
মন-বীণায় জাগো ভাষা পূর্ণিমায়,
মোর গীতিকায় আয়।
(আজি) উতল মধুমাসে মুকুলগুলি,
হের ছন্দে দুলি',
ওযে গন্ধে আকুল করি' ভুবন মাতায়,—
সবুজ শোভায়।
হেলা, যূথিকা রচে দোদুল দোলা,
পাপিয়া পিউ পিউ বিভোল ভোলা,
তরুণ হিয়া কাঁপে দখিণ বায়ে,
গীতি-মুখর নায়,
মোর পরাণ নাচায়,
মোর গীতিকায় আয়।

মন্থরা—পাঁচটা বেজে গেল, এখনও সভাপতি মশায় এলেন না যে, এ রকম ত কোনও দিন হয় নি।

পদ্যকুমার—তা তিনি না আস্থন; তিনি ঠিক সময়ে এলে আপনার

এ সুমিষ্ট সঙ্গীত হ'তে আমরা বঞ্চিত হ'তাম! আমাদের তরফ থেকে এজন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গদ্যবন্ধু
পদ্যকুমার
মিষ্টভাষী
তাজমহল } পদ্যকুমার ঠিক ব'লেছেন।

পদ্যকুমার—-ঐ যে সভাপতি মশায় আস্‌ছেন।

(লঙ্কেশ্বরের প্রবেশ)

লঙ্কেশ্বর—আজ আস্‌তে একটু বিলম্ব হয়ে গেল, সহৃদয় সভ্যগণ, তজ্জন্য ক্ষমা ক'রবেন। আসুন--সভার কার্য্য আরম্ভ করা যাক। সভার কার্য্য আরম্ভ হ'বার প্রারম্ভে ব'লে রাখি আজকে। কেবল গবেষণার বিষয়বস্তুর উল্লেখ হ'বে মাত্র—সম্যক্ আলোচনা অন্য অধিবেশনের জন্য স্থগিত রাখতে হ'বে।

(মন্থরা দেবী কার্য্যতালিকা দিল।)

সম্পাদিকা মহাশয়াকে গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ ক'রতে অনুরোধ করি।

(সভ্যগণ হাততালি দিল।)

মন্থরা—(কার্য্য বিবরণী পাঠ) "শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত সভ্যবৃন্দ, গত ১৯শে ফাল্গুন শুক্লপক্ষে, অমৃত যোগে, গাত্র-হরিদ্রার শুভদিনে, গুণিজন-গণ-সমাকীর্ণ কলিকাতা নগরীর এই "গবেষণা-সভ্য" কক্ষে সভার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জীবন-বীমার ধুরন্ধর, যিনি বয়সে প্রবীণ হইলেও

অন্তরে চির নবীন সেই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত লঙ্কেশ্বর মালাকর মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—"মস্তিষ্কের কীট"। প্রবন্ধলেখক ছিলেন বাঙলার গদ্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীযুক্ত গদ্যবন্ধু গাঙ্গুলী, এম-এ। তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধের মধ্যে প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি এই তথ্যটি প্রমাণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে জগতে যত কিছু মহৎ কার্য্য সাধিত হয়, তাহাদের মূলে বিদ্যমান আছে কর্ম্মীর মস্তিষ্কে কীট। এই কীট কোথা হইতে এবং কি রহস্যপূর্ণ প্রণালীতে মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করে সে সম্বন্ধে গবেষণা করিবার সময় আসিয়াছে। দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা এবিষয়ে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলে সভাপতি মহাশয় একটি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার পরে সম্পাদিকা মহাশয়া একটি গান গাহিলে সভাপতি মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে সভাভঙ্গ হয়।"

(সম্পাদিকা সভাপতিকে কার্য্যবিবরণী প্রদান করিল।)

লঙ্কেশ্বর—এ বিষয়ে আপনাদের কোন ও কিছু ব'লবার আছে ?

পদ্যকুমার—আজ্ঞে হাঁ, আমার কিছু ব'লবার আছে। কার্য্য বিবরণীতে নারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে—সম্পাদিকা মহাশয়া যে গানটী গেয়েছিলেন সে গানের পূর্ব্বে যথাযোগ্য বিশেষণ দেওয়া হয় নি। আমি প্রস্তাব করি নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি ঐ গানের পূর্ব্বে সন্নিবেশ করা হোক্—

'অতীব সুমধুর এবং প্রাণ মন-উন্মাদ কারী'।

সকলে—আমরা এই প্রস্তাবটি সাদরে সমর্থন করি।

লঙ্কেশ্বর—সম্পাদিকা মহাশয়া, ঐ বিশেষণগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ ক'রে নিন্। (মন্থরা তাহাই করিল এবং সভাপতি কার্য্য-বিবরণী সহি করিল।) এইবার একে একে আপনাদের বিষয়-বস্তুর অবতারণা করুন।

তাজমহল—সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আমার গবেষণার বিষয় হ'চ্ছে—"ভবিষ্যতে মানব-সমাজে বিবাহের কোনও প্রয়োজন থাকিবে না।" উচ্চশ্রেণীর ঘোড়া, গরু, প্রভৃতি প্রজননের জন্য অধুনা যে প্রণালী অবলম্বিত হ'চ্ছে, সেই প্রণালী ক্রমশঃ মানব সম্বন্ধেও প্রযোজিত হ'বে; ফলে, এই পৃথিবীতে একটি আদর্শ জাতির উদ্ভব হ'বে।

লঙ্কেশ্বর—অতি উত্তম বিষয়, সম্পাদিকা মহাশয়া, বিষয়টি লিখে রাখুন।

পদ্মকুমার—চির নবীন ও চির সবুজ সভাপতি মহাশয়, কাব্য-নিকুঞ্জের পাপিয়া সম্পাদিকা মহাশয়া এবং ও উপস্থিত রসগ্রাহী গবেষক মণ্ডলী, আমার গবেষণার বিষয় হ'চ্ছে—"কবিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মের একটি স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি।" যৌবনের অভিযানে কবিত্বের সেনাপতিত্ব র'য়েছে, ফুলের কুঁড়ির প্রস্ফুটনে রঙের ছন্দ প্রজাপতির আমন্ত্রণ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করে, বয়ঃসন্ধির স্বর্গীয় সন্ধিস্থলে ভাব, ভাষা ও ছন্দের প্রয়াগতীর্থ বর্ত্তমান!

লঙ্কেশ্বর—অতি মৌলিক গবেষণা—এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই,

সম্পাদিকা মহাশয়া, এ বিষয়টিও লিখে রাখুন। আজ আমিও একটি বিষয় আলোচনার জন্য নিবেদন ক'রবো; বিষয়টি হ'চ্ছে—"দীর্ঘজীবনের মূল কারণ—জীবন-বীমা।" আমি—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে জান্‌তে পেয়েছি যে, যে'সকল লোক জীবন-বীমা করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিক লোকই দীর্ঘ জীবন লাভ করেন, স্বাস্থ্য ও মন তাঁদের—

গদ্যবন্ধু—Shut up—I say, পদ্যকুমার।

পদ্যকুমার—কি, এত আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে তোমার গদ্যবন্ধু! সাবধান ব'লছি।

গদ্যবন্ধু—যতই তুমি উষ্ণ হও না কেন, মনে মনে তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার কর—পদ্যের যুগ চ'লে গেছে। নাকি সুরে রূপসীর রূপ-কীর্ত্তন আর চ'ল্‌বে না—গদ্যের দিন এসেছে, বস্তু-তান্ত্রিকের যুগে ক্রিয়াহীন গদ্য ভাষার প্রয়োজন যাতে মানবের মনে রাজসিক ভাব অধিক ভাবে জাগরিত হ'তে পারবে!

পদ্যকুমার—মূর্খ তুমি তাই এই কথা ব'লছ।

গদ্যবন্ধু—মূর্খ তুমি।

পদ্যকুমার—মুখ সামলে কথা কও; সঙ্গে স্ত্রীলোক র'য়েছেন—তা না হ'লে আজ তোমাকে বিশেষভাবে অপমানিত করতাম।

লঙ্কেশ্বর—Order, order; এরূপ বাদানুবাদ বড়ই unparliamentary, বড়ই গর্হিত কাজ; ইচ্ছা হয় আপনারা এই সভা গৃহ হ'তে walk out ক'রে—বাইরে গিয়ে আপনাদের তর্কের

একটা চরম নিষ্পত্তি ক'রে পুনরায় ফিরে আসতে পারেন।

পঞ্চকুমার—বেশ, চ'লে এস গন্ডবন্ধু, বাইরে চল।

গন্ডবন্ধু—তোমার মত মূষিকের সঙ্গে আমি বিবাদ ক'রতে চাই না; কাজেই তোমার বাইরে যাবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। তাছাড়া, আমি এই সঙ্ঘের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে এখনই চলে যাচ্ছি।

(গন্ডবন্ধু সবেগে প্রস্থান করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোচন তালুকদার প্রবেশ করিল।)

ত্রিলোচন—আর কবে দেখা দিবি মা, আর যে সহ্য হয় না মা! দশাশ্বমেধ, অহল্যাবাঈ—সকল ঘাটেই কত খুঁজলাম, পাষাণী তুই—তোর আর দেখা পেলাম না! আর যে সহ্য হয় না মা! প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুরে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে—কাশীর ঘাটে ঘাটে কত ডাকলাম, তোর দেখা পেলাম কই! মণিকর্ণিকার ঘাটে একদিন কাণে কাণে কে যেন ব'ললে—মা আমার ক'লকাতায় গেছে, তাই ত ক'লকাতায় এলাম। এখানেও ত মাকে দেখতে পাচ্ছি না।—আর যে সহ্য হয় না। বন্ধু তোমরা, তাই তোমাদের কাছে ব'লতে এসেছি।

মন্থরা—তুমি কে ঠাকুর?

ত্রিলোচন—আমি মাতৃহারা ছেলে মা।

মন্থরা—তোমার মা? তিনি নিশ্চয়ই তাহ'লে খুবই বুড়ী! তিনি কি এতদিন বেঁচে আছেন?

ত্রিলোচন—সে যে আমার মেয়ে,—আমার সে মা কি কখনও বুড়ী হ'তে পারে? বেঁচে থাক'লে আমার সে মা তোমার বয়সীই হ'বে, তুমি কি বুড়ী মা?

সঙ্গীত

বাহির ভিতর তুই সমান রেখো ভাই,
মানুষ যদি হ'তে চাও।
মুখে মধু ধ'রে বুকের ভিতর—
গরল রাশি নাহি রেখে দাও।
কাক তুমি কেন ময়ূর সেজে,
জগৎকে ঠকাতে চাও!
শেষে তুমি ঠ'ক্‌বে নিজে,—
জেনেও কি না জান্‌তে চাও?
মনে কর তুমি ধর্ম্মের ভানে,
হ'য়ে চলিবে বুদ্ধিমান,
কিন্তু, নিশিদিন উপরে ব'সে—
দেখ্‌ছেন জেনো ভগবান;
তাঁর কাছে যদি সাজা পেতে নাহি চাও,
থাকৃতে সময় সাঁচ্চা হও!
অন্তর বাহির সুন্দর হ'বে ভাই,
গোবিন্দ-চরণে শরণ লও।

ঘরে আগুন লাগে, তখন রাত্রি—জমাট বাঁধা অন্ধকার। আমার ছোট মা যে সেই গোলমালে কোথায় অদৃশ্য হইয়া

গেল, কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না। তোমাকে মা ব'লে ডাক্‌তে ইচ্ছা করে, তুমি আমার মা হ'বে ?

মন্থরা—কেন হ'ব না বাবা ? আজ থেকে তুমি আমার ছেলে, আমার কাছেই তোমাকে থাকতে হ'বে।

ত্রিলোচন—আমি যে পাগল মা, আমাকে কি বাড়ীতে বেঁধে রাখা যায়! তোমরা সভা ক'রছ বুঝি ? বেশ, বেশ—আমি তোমাদের আর সময় নষ্ট ক'রব না। আমি চ'ললাম।

(ত্রিলোচনের প্রস্থান)

মন্থরা—ঠাকুর, কখনই পাগল নয়, একজন মহাপুরুষ ব'লেই মনে হয়।

মিষ্টভাষী—আমার মনে হয় তিনি একজন গুপ্তচর হবেন, আমাদের সভায় কি কাজ হয় তাই জান্‌তে এসেছিলেন নিশ্চয়।

লঙ্কেশ্বর—যাই হোক, আজিকার সভাটা সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হ'তে পারল না ; নানা রকম ঝঞ্ঝাট এসে উপস্থিত হ'ল। আমাদের মধ্যে যদি একতার অভাব হয়, কার্য্যে শৃঙ্খলা না থাকে, আলোচনার গাম্ভীর্য্যের হ্রাস দেখা যায়, তাহ'লে সভার উন্নতির সম্ভাবনা নেই। আমি এ বিষয়ে সভ্যগণকে অনুধাবন করতে অনুরোধ করি এবং আগামী অধিবেশনে সঙ্ঘের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ তাজমহল তালুকদার মহাশয়কে পাঠ ক'রতে অনুরোধ করি। আজকার সভা ভঙ্গ হোক্।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পাঠাগার।

(বিনীতা অঙ্ক কষিবার চেষ্টা করিতেছে; সুদর্শন সামন্ত পাটীগণিত দেখিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে বিনীতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।)

সুদর্শন—(রাগত ভাবে) Home task যা দিয়ে যাই, তা তুমি যদি না কর ত আমি আর কি করতে পারি! চাকরি রাখতে হ'লে তোমার বাবার খোসামোদ আমায় ক'রতেই হ'বে—সেই জন্যই তোমায় আমি পড়াতে আসি এবং বারবার তোমায় এই কথা বলি। অঙ্কে তুমি খুবই কাঁচা, ম্যাট্রিকে এ বিষয়ে পাস্ করতে না পারলে আমার চাকরি গয়া! বুঝলে?

বিনীতা—আমার অঙ্ক শিখ্তে কোনই আপত্তি নেই, তবে আপনি যে ধরণের অঙ্ক দিয়ে যান, তা নারী-প্রগতির বিরুদ্ধমত প্রচার করে।

সুদর্শন—কি রকম?

বিনীতা—আপনি অঙ্ক দিয়েছেন—"একটি স্ত্রীলোক যে কাজ তুদিনে করিতে পারে, একটি বালক সে কাজ একদিনে এবং একটি পুরুষ অর্দ্ধদিনে করিতে পারে—"। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতদূর হীন মত কেন যে পোষণ করা হ'য়েছে তা বুঝ্তে পারি না। পাটীগণিত পুরুষে লিখেছে ব'লে মেয়েদের প্রতি এতখানি অত্যাচার সে অনায়াসে ক'রতে পেরেছে। আমরা এ অন্যায় আর সহ্য ক'রতে পারি না, আমরা এ ধরণের অঙ্ক

পাটীগণিত হ'তে মুছে ফেল্‌তে চাই। Home task এর জন্য আপনি অন্য অঙ্ক দিয়ে যাবেন, যাতে মেয়েদের প্রতি কোনও-রূপ অবিচার না থাকে, যথোচিত সম্মান দেখানো থাকে।

সুদর্শন—সে ত বেশ কথা, এবার থেকে স্ত্রীলোক বলার পরিবর্ত্তে আমি 'y' ব্যবহার ক'রব এবং পুরুষের স্থানে 'x' এবং বালকের স্থানে 'z' বসিয়ে দেব।

বিনীতা—আচ্ছা, মাষ্টার মশায়,—'A point has position but is said to have no magnitude'—এর যথার্থ তাৎপর্য্য কি? আমি ত কিছুই ধারণা ক'রতে পারি না। 'অবস্থিতি আছে কিন্তু পরিমাণ নাই'—এ কি রকম কথা? ভগবান আর বিন্দু বোধ হয় একই কথা, কি বলুন? সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার এই গণিত বিষয়টীকে একটা অদ্ভুত এবং অসম্ভব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না এবং সেইজন্যই এই বিষয়টীকে একেবারেই পছন্দ করি না। কলেজে গেলে এর কবল থেকে বেঁচে যাবো। (সুর করিয়া) 'সে দিন আমার কবে বা হবে রে!'

(নেপথ্যে ঘটোৎকচের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'পড়ার সময় গান করছিস্ কেন বিনী!')

বিনীতা—না বাবা, গান নয়, সুর ক'রে জিওমেট্রি পড়ছি—শীগ্‌গির মুখস্থ হ'বে বলে। (সুর করিয়া) when a straight line stands on another line—আচ্ছা মাষ্টার মশায় ,adjacent কথার বিপরীত শব্দ কি?

সুদর্থন—আমার মাথা, নাঃ তোমায় নিয়ে আমি আর পারলাম না।

বিনীতা—আজকে তাজমহল বাবুকে সাড়ে সাতটায় আস্‌তে ব'লেছি, তিনি এলেন ব'লে ; কাল ইংরাজির উইকলি পরীক্ষা, তাই অধিক ক্ষণ তাঁর কাছে প'ড়তে হ'বে—আপনি আজ তাহলে আসুন, নমস্কার।

সুদর্শন—এ কথাটা আগে থেকে ব'ল্‌লেই পারতে, বেশ--আমি চল্‌লাম। (সুদর্শন প্রস্থান করিল, বিনীতা অঙ্কের খাতা-বহি সেল্‌ফে রাখিয়া ইংরাজি পুস্তকগুলি টেবিলে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল এবং নিম্নস্বরে গাহিতে লাগিল—"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী······"। এমন সময় তাজমহল তালুকদার প্রবেশ করিল; তাহার পরিধানে সিল্ক টুইলের সার্ট, কোঁচানো মিলের ধুতি, পায়ে পালিস করা নিউকাট জুতা। বিনীতা গান বন্ধ করিল।)

তাজমহল—বাঃ আপনি অতি সুন্দর গান করেন, ইচ্ছা হয় পুরো গানটী শুনি ; হতভাগ্য আমি—তাই ভগবান আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবার সুযোগ দেন নি। কালকে আপনার ইংরাজির পরীক্ষা না ? বইটা পড়ুন।

বিনীতা—আমি ব'লছিলাম কি—(বিনীতা চুপ করিয়া রহিল।)

তাজমহল— কি ব'লছিলেন বলুন না, চুপ ক'রে রইলেন, যে !

বিনীতা—ব'লছিলাম কি—আমার বল্‌তে বড় লজ্জা ক'রছে- কিন্তু নাঃ বলি, আপনি আমাকে নিশ্চয়ই বড় বেহায়া মনে ক'রছেন, না ব'লব না। বইটাই পড়ি তাহ'লে, কাল

ইংরাজির পরীক্ষা নয়—বাঙলার পরীক্ষা। কচ ও দেবযানী থেকে প্রশ্ন আস্‌বে সেইটে আমাকে ভাল ক'রে পড়িয়ে দিন

তাজমহল—না—না আপনি কি ব'লতে যাচ্ছিলেন সেইটে না ব'ললে ভাল ক'রে কবিতাটী কিন্তু বুঝিয়ে দেবো না সে কথা ব'লে রাখ্‌ছি।

বিনীতা—আমি ব'লছিলাম কি আপনাকে আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। (বিনীতার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল এবং লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া রহিল; তাজমহল ঠিক করিতে পারিল না সে কি বলিবে। এই কয়েকদিনের মধ্যে সে বিনীতার ব্যাবহারে বুঝিতে পারিতেছিল—বিনীতার অন্তরে তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, সে একদৃষ্টিতে কক্ষস্থ একটি "রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন" ছবির প্রতি তাকাইয়া রহিল।)
(সহাস্যে) আচ্ছা, ধরুন যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কচ ও দেবযানীর মধ্যে কার ভালবাসার মূল্য বেশী—তাহ'লে কি লিখ্‌বো?

তাজমহল—আপনি নিশ্চয়ই ভালবাসা কথার অর্থ ভাল ভাবেই বুঝ্‌তে শিখেছেন; ভালবাসার জন্মস্থান কোথায়, কিরূপ জল হাওয়ায় তার অঙ্কুর পুষ্প-সুষমায় ক্রমশঃ মণ্ডিত হ'য়ে উঠে. কোন্ শুভক্ষণে সে ফলদানে কার্পণ্য করে না—এ সকল তথ্য নিজের অন্তরে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা অবশ্য প্রাপ্ত হ'য়েছেন। প্রশ্নের উত্তর নিজের প্রাণে আপনি জেগে উঠ্‌বে, সে উত্তর

কখনও ভুল হ'তে পারে না, কাজেই পরীক্ষকের নিকট হ'তে পুরো নম্বর অবশ্যই পাবেন।

বিনীতা—ও, তাই না কি! দেখুন আপনি আমায় আপনি ব'লবেন না—তুমি ব'লবেন; আপনি ব'ললে কাণে বড়ই,বাজে।

তাজমহল—তুমি ব'ললে বুঝি কাণে মধু ঢেলে দেয়! বেশ, তুমিও আমাকে তুমি ব'ল, ভালবাসা তুমি সম্বোধনে যেরূপ খাপ্ খায়—আপনি সম্বোধনে তেমনই বেখাপ্পা হ'য়ে দেখা দেয়। তুমি সম্বোধন ব্যবহার না ক'রলে কচ ও দেবযানী কবিতা কিছুতেই বোঝা যাবে না।

(এমন সময়ে ঘটোৎকচের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'বিনীতা পড়া বন্ধ ক'রেছিস্ বুঝি—পড়ার শব্দ পাচ্ছি না যে?' এই বলিতে বলিতে ঘটোৎকচ প্রবেশ করিল।)

ঘটোৎকচ—কি রকম তাজমহল, বিনীতা পড়াশুনা কেমন ক'রছে? বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার, একটু ভাল ক'রে যদি শিখিয়ে দাও ত সে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ফেল্‌বে।

তাজমহল—আজ্ঞে সে বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হ'তে পারেন। আপনার কন্যার মেধা ও স্মৃতি-শক্তি অত্যন্ত প্রখর, আমিও তাঁকে যথাসাধ্য শিক্ষা দিচ্ছি।

বিনীতা—বাবা, তাজমহল বাবু খুব ভাল পড়ান, আমি এই অল্পদিনের মধ্যে অনেক কিছু শিখে ফেলেছি। Relative Conjunctive Pronoun এতদিনে বুঝ্‌তে পারিনি, গতকল্য একদিনেই মাষ্টার মশায় সুন্দর ভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন।

ঘটোৎকচ—আহা! অতি চমৎকার বিষয়! আমি প্রাণায়াম শিখেছিলাম মহামহোপাধ্যায় নীলকণ্ঠ বিদ্যার্ণবের নিকট হ'তে। এমন সহজ ও সরলভাবে ঐরূপ কঠোর বিষয় আমাদের তিনি শিখিয়ে দেন তা তোমাকে আর কি ব'লবো তাজমহল! আমাদের সহপাঠী মহীরাবণ-ত ভাবাবেগে কেঁদেই ফেলেছিল। সেই শিক্ষার ফলে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে উর্দ্ধরেতা হ'য়ে সে সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে হিমালয় পর্ব্বতে চ'লে যায়। তা বাপু তাজমহল, মেয়েদের এসব শিক্ষা না দেওয়াই ভাল, অন্ততঃ আমার মতে।

তাজমহল—আজ্ঞে এ প্রাণায়াম সাধারণ প্রাণায়াম নয় যা আপনারা জানেন বা শিখেছিলেন। যে প্রাণায়াম আমি আপনার কন্যাকে শিখিয়ে দিয়েছি তা হ'চ্ছে Pronoun অর্থাৎ সর্ব্বনাম; বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে যা বসে তাই হ'চ্ছে সর্ব্বনাম, বিশেষ ক'রে যেটা শেখানো যাবে সেইটেই বিশেষ ক'রে প্রাণে ব'সে যাবে, কিছুতেই সে জিনিস স্মৃতি হ'তে উঠে যেতে পারবে না।

ঘটোৎকচ—বেশ, বেশ, তুমি সুন্দর পড়াও. আমাদের আফিসে বোধ হয়, খুব সম্ভব, আমার তাই ব'লে মনে হয়, হাঁ বড় সাহেব তাই একদিন ব'লছিল—একটা নতুন কাজ আসবে সেই জন্য একটা লোকের দরকার হ'বে। সে চাকরিটা যাতে তোমার হ'য়ে যায় তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা ক'রব। আচ্ছা তুমি পড়াও এখন—আসি আসি।

(ঘটোৎকচ প্রস্থান করিল।)

বিনীতা—আহা! মরি, মরি, কি সুন্দর রাত্রি! একেই বলে জ্যোৎস্না গর্ব্বিত শর্ব্বরী।

তাজমহল—সেক্ষপীয়র এই রকম একটি রাত্রির কথা অমর ভাষায় লিখে গেছেন। In a night like this poor Jessica অর্থাৎ সুন্দরী বালিকা বিনীতা—বাস্তবিক আজকার রাত্রি স্বপ্নের তাজমহল নির্ম্মাণের শুভক্ষণ, জ্যোৎস্নার শ্বেত পাথরে, পাপিয়ার কর্ণভেদী করুণ প্রেমালাপে—

(মন্থরা দেবী প্রবেশ করিল।)

মন্থরা--এই যে তাজমহল বাবু, ওঃ কত খুঁজেই না আপনাকে বার ক'রতে পেরেছি। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা জরুরী কাজ আছে, ও আপনিই বুঝি বিনীতা—তাজমহল বাবুর প্রিয় ছাত্রী, এই যে কচ ও দেবযানী পাঠ হচ্ছিল বুঝি! বেশ—বেশ, প্রেমিক—প্রেমিকার অতি উপাদেয় পাঠ্য পুস্তক! তাহ'লে চলুন তাজমহল বাবু—দেরী ক'রলে ত আমাব চ'লবে না—নয়টায় "নটীর বেণী" অভিনয় হ'বে।

তাজমহল—আমি যে অভিনয় দেখা পছন্দ করি না, সে কথা ত আপনি জানেন মন্থরা দেবী!

মন্থরা--জানি ব'লেই ত আপনাকে নিয়ে যেতে চাই; ওঃ কত কষ্টেই না আপনাকে খুঁজে বার ক'রতে পেরেছি! আপনাকে যেতেই হ'বে—আমি যে অভিনয়ে নায়িকার ভূমিকায় নাম্‌ব। ছাত্রীটিকে একদিন ছুটি দিতে আপনার প্রাণে ব্যথা জাগ্‌ছে

নিশ্চয়; কিন্তু কি করি উপায় নেই, চলুন চলুন, আসি বিনীতা দেবী।

(মন্থরা দেবী তাজমহলকে টানিয়া লইয়া গেল)

বিনীতা—কে এই সুন্দরী, বাদলের হাওয়ার মত এসে চারিদিক শীতল ক'রে অকস্মাৎ চ'লে গেল! পরস্পরের মধ্যে 'আপনি' সম্বোধন। তাহ'লে আমি যা ভাব্‌ছি—থাক্‌'গে আর ভাব্‌তে পারি না; তবে—তাই যদি হয় (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) মরুভূমি—মরুভূমি!

(জগত্তারিণী প্রবেশ করিল)

জগত্তারিণী—হ্যা লা, বিনী, কারা এখানে কথা বার্ত্তা ব'লছিল রে?

বিনীতা—এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ্‌ ব্রিটানিয়া, মা।

জগত্তারিণী—ওমা কি হ'বে, কে ব'লছিল বল্‌লি?

বিনীতা—ঐ ত ব'ল্‌লাম।

জগত্তারিণী—তারা কারা? কোথায় থাকে?

বিনীতা—তারা, হচ্ছে মডার্ণ রোমিও জুলিয়েট, থাকে ইন্‌দি আইল্যাণ্ড অফ্‌ ম্যাডাগাস্কার।

জগত্তারিণী—ক'লকাতার কোন্‌ দিকে সে জায়গা?

বিনীতা—আন্‌নোন্‌ লোকালিটি।

জগত্তারিণী—ও আমার পোড়া কপাল—কি ব'লছিস্‌ তুই—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না—তুই পাগল হ'লি নাকি!

বিনীতা—সিন্‌সানিটি—চিমালপো—মিসিসিপি—

জগত্তারিণী—কি হ'বে গো, কোথায় যাবো গো—বিনী আমার পাগল

হ'য়ে গেছে গো, মা দুর্গা এ কি ক'রলে গো, আমি কি করি গো, তোমরা এস গো।

(বিনীতা উচ্চহাস্য করিতে লাগিল এমন সময়ে ঘটোৎকচ প্রবেশ করিল)

ঘটোৎকচ—বলি, ব্যাপার খানা কি? বাড়ীতে মরা কান্না লাগিয়ে দিয়েছ যে!

জগত্তারিণী—আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে গো, কোথা যাবো গো আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে ক'রছে গো—জগদম্বা, জোড়া পাঁঠা দেবো মা—

ঘটোৎকচ—কি হ'য়েছে সেই কথাটাই ব'ল না।

জগত্তারিণী—কি আর বলি গো, কতবার তোমায় ব'লেছি মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখা ভাল নয়—শীগ্‌গিরি বিনীর বিয়ে দিয়ে দাও; সেকেলে স্ত্রীলোক আমরা কিনা তাই আমাদের কথা শুনলে না, এখন দেখ বাড়ীতে আজ কি বিপদ!

ঘটোৎকচ—নাঃ তুমি দেখ্‌ছি আসল কথাটা কিছুতেই ভাঙ্‌বে না, হ্যাঁরে বিনী, কি হ'য়েছে ব'লত।

বিনীতা—কিছুই হয়নি বাবা, মা মিছামিছি চেঁচাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে আমি ইংরাজিতে কথা ব'লছিলাম, তাই তিনি হাউমাউ ক'রে পাড়া মাথায় ক'রতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন।

জগত্তারিণী—বিনী পাগল হ'য়ে গেছে—সে যা-তা ব'কছে।

(জগচ্চন্দ্রের প্রবেশ)

জগচ্চন্দ্র—কি হ'য়েছে গিন্নী মা? কে পাগল হ'ল?

বিনীতা—ষ্টপ্, রাইট্ এবাউট্ টার্ণ, কুইক্ মার্চ।

(জগচ্চন্দ্র তদ্রূপ করিল)

দেখ্‌লে মা, জগাও কিছু কিছু ইংরিজি শিখে ফেল্লে, তুমিই শুধু যে তিমিরে ছিলে, সেই তিমিরেই র'য়ে গেলে।

(বিনীতার প্রস্থান)

জগত্তারিণী—আমার কাশী যাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও—এখানে থাকা আর আমার কিছুতেই পোষাবে না।

ঘটোৎকচ—অতি উত্তম প্রস্তাব, চল ভোজনের পর সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কক্ষ, কাল—বিকাল।

লঙ্কেশ্বর—গিন্নি, তোমার বুদ্ধিতে আজ আমি জীবন-বীমার দালালী কাজে খুব নাম ক'রে ফেলেছি। সৎপথে থাকলে আমার মনে হয় এ কাজে কেউ কখনও উন্নতি ক'রতে পারে না। আচ্ছা, ফি-বার তুমি বাত্‌লে দিয়েছে; বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি দি, এক মাসেই ৭৫ হাজার টাকার কাজ ক'রে ফেলেছি, যা' আমি তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেও করিতে পারি নি।

মন্দোদরী—এখন ত স্বীকার ক'রছ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কত তীক্ষ্ণ! পুরুষ মানুষেরা হ'চ্ছে ভেড়ার জাত, দুএকটি চোখা চোখা কটাক্ষ-বাণ অধর-কোণের একটু মুচ্‌কি হাসির সঙ্গে যদি পুরুষের ওপর ফেল্‌তে পার, তাহ'লেই কেল্লা ফতে ক'রে দিলে; তখন তাদের দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নিতে পার। তার ওপর যদি কটাক্ষ ও অধরের মালিক একজন সুন্দরী ষোড়শীর হয় এবং পুরুষ যদি প্রেম জগতের নবীন পথিক কলেজের একটি পাশ করা যুবক হয় তাহ'লে ত কথাই নেই! আজকে সুনীতার শক্তির আর একটি পরীক্ষা হ'বে।

লঙ্কেশ্বর—আজকের শিকার বুঝি ইন্দ্রজিৎ? ঘটোৎকচ বেটা কৃপণের

সর্দ্দার, তার কাছ থেকে কিছু খসাতে না পারলে প্রাণে শান্তি নেই। তিনটে ত প্রায় বাজে—এখনই ইন্দ্রজিৎ এসে পড়বে চল আমরা নীচে চ'লে যাই। এই যে সুনীতাও আস্‌ছে দেখ্‌ছি। ওর বাপ-মা আজ কোথায় কে জানে!

(সুনীতার প্রবেশ)

মন্দোদরী—সুনীতা, আজ তোর মহা পরীক্ষা, কুড়ি হাজার টাকার চেষ্টা করিস্—বুঝ্‌লি? আমরা নীচে চল্‌লাম।

(লঙ্কেশ্বর ও মন্দোদরীর প্রস্থান)

সুনীতা—ধিক আমার জীবনে! অন্তরের সঙ্গে প্রতারণা ক'রছি—এ আমি ক'রছি কি! চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বাবার টাকা উপার্জ্জনের পথ ক'রে দিচ্ছি; বাইরে ভালবাসার অভিনয় দেখাচ্ছি বুকে অর্থের পিশাচকে বুকে নিয়ে। ইন্দ্রদাকে আমি কিন্তু সত্যই ভালবাসি, তার সঙ্গে কপটতা ক'রতে আমার মন সরে না। ঐ যে আমার পাণিপ্রার্থীদের একজন পঞ্চকুমার পাকরাশি আস্‌ছেন, হাতে একটা কাগজ দেখ্‌ছি, আমাকে কবিতা শুনিয়ে আমার মন চুরি ক'রবার মৎলব। চেহারা ত নয় যেন একটি হাড়গিলে—যেন একটি straight line—length without breadth. ওঁকে বিয়ে করা মানে একটি কঙ্কালকে বিয়ে করা! এলেন ব'লে, আমি পালাই।

(সুনীতার প্রস্থান ও পঞ্চকুমারের প্রবেশ)

পঞ্চকুমার—(উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে) আজ সুনীতাকে হৃদয়ের মর্ম্মকথা শোনাব; যৌবনের মৌবন থেকে যত সুধা আহরণ ক'রতে

পেরেছি, সেই সুধার ভাণ্ডটী তার অধরের কাছে তুলে ধ'রব আর কর্ণে তার গুঞ্জন ক'রে ব'লব—

অয়ি! সপ্তদশী উর্ব্বশী সুনীতা!
হরিণীর সম তুমি সলাজ চকিতা;
সুখী তুমি, ভার্য্যাসম সেবা মূর্ত্তিমতী,
রহস্য রসিকা তুমি শ্যালিকা কিশোরী,
উদাসী পরাণ-মাঝে, বেহাগের--

কে? মিষ্টভাষী ভড় না? সর্ব্বনাশ এখানেই আস্‌ছে দেখ্‌ছি। বেটা অতি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির গল্পলেখক, এখানেও যাতায়াত ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে দেখ্‌ছি। সুনীতাকে নিষেধ ক'রে দেবো সে যেন এর সঙ্গে কখনও দেখা শোনা কিংবা মেলা মেশা না করে। থার্ড ক্লাস চরিত্রের লোক এটা—বেটাকে জব্দ করা যাক্।

(কক্ষে টেবিলের উপর সুনীতার একখানি সিল্কের চাদর পড়িয়াছিল, পদ্মকুমার তদ্দ্বারা নিজেকে আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া ঘোমটা টানিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া পড়িল। এমন সময় কক্ষের সিঁড়ির নিম্নে মিষ্টভাষীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আমি কি ওপরে যেতে পারি?" পদ্মকুমার মেয়েলী সুরে মিষ্টভাষী প্রশ্নের উত্তর দিল—"আ-সু-ন"। মিষ্টভাষী কক্ষে প্রবেশ করিল।)

মিষ্টভাষী—এ কি? সুনীতা, তুমি আজ এমন ভাবে ব'সে আছ যে?

বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির কোনও নায়িকার ব্যবহার নায়কের আগমনে এরূপ ত কখনও হয় নি! পূর্ব্বরাগের পূর্ব্বেই অভিমানের পালা—বিচিত্র বটে! সুনীতা, কি হ'য়েছ তোমার? কথা ব'লছ না যে? আমার এখানে আসাটা তুমি যদি পছন্দ না কর, তাহ'লে আর আসবো না; কিন্তু তোমায় আমি বড় ভালবাসি।—এ ভালবাসায় সঙ্কীর্ণতার আবিলতা নেই—সমুদ্রের দুর্দ্দান্ত আবেগ আছে, কিন্তু উত্তাল তরঙ্গ নেই। এস, আমার জীবন-উপন্যাসের নায়িকা।

(মিষ্টভাষী সুনিতার হস্ত ধারণ করিল)

পদ্মকুমার—(মেয়েলী সুরে) আমি আপনাকে ভালবাসি না। তাছাড়া আজ আমার মন ভাল নেই।

মিষ্টভাষী—কেন সুনীতা, আমি ত তোমায় ভালবাসি; তোমার কথায় তোমার বাবার কাছে দশহাজার টাকার জীবন-বীমা ক'রলাম। লক্ষ্মীটি, আমায় পায় ঠেলো না, আমার প্রতি প্রেম-ভরা দৃষ্টিতে তাকাও, আমার জীবন ধন্য হ'য়ে যাক্! তোমার মধুর হাসির বীণা-ঝঙ্কারে আমার শিরা-উপশিরায় সুরের আগুন জ্ব'লে উঠুক্।

পদ্মকুমার—আগুন জ্বালাচ্ছি।

(পদ্মকুমার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল)

মিষ্টভাষী—এ্যা—এ্যা—তুমি—তুমি—পদ্মকুমার!

পদ্মকুমার—হ্যাঁ—আমি পদ্মকুমার, তোমার জীবন-উপন্যাসের নায়িকা;

প্রেম-ভরা দৃষ্টি—বীণা-ঝঙ্কার খুব দেখালে তুমি, আজ নাটকীয় ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ ক'রেছ দেখছি। নাটকীয় ভাষায় ব'লতে গেলে ব'লতে হয় তুমি হ'চ্ছ টিকটিকির কাটা লেজ, মাকড়সার নিষ্ঠীবন, ওলাউঠার হুঙ্কার, চোখ ওঠার পিঁচুটি এবং উদ্গারের দুর্গন্ধ। তোমায় গালি দেবার যোগ্য ভাষা খুঁজে পাই না।

মিষ্টভাষী—যতই তুমি আমার ওপর ভাষার অপপ্রয়োগ কর না কেন, আমি কিছুমাত্র বিচলিত হ'ব না। তুমি কি আমাকে এতই মস্তিষ্কহীন ভাব যে তোমার এই আমি ধ'রতে পারি নি! চাদর ঢাকা নর-কঙ্কালকে সুন্দরী বালিকা মনে ক'রব—এ যদি তুমি ভেবে থাক তাহ'লে তোমার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিনিময়ে গর্দ্দভত্বের বিকাশ প্রমাণিত হ'য়ে যাবে।

পদ্মকুমার—যাহোক্ ভাই, আজ একটা ভারি মজা হ'য়ে গেল; তবে তোমার প্রতি আমার অনুরোধ এই—সুনীতার আশা ত্যাগ কর, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে তুমি বিশেষ সুবিধা ক'রে উঠ্‌তে পারবে না।

মিষ্টভাষী—বেশ কথা, তবে তুমি ত ভাই তালপাতার সেপাই, জ্যোৎস্নার সাগু, ফুলের মেওয়া, নীলিমা লালিমা পাপিয়া ও প্রেমের চচ্চরী খেয়ে তুমি স্যাঙোর মত চেহারাটা বাগিয়েছ; কাজেই তোমার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ এই তুমি মেয়েদের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ কর, যদি কবি হ'য়ে বেঁচে থাক্‌বার সখ থাকে।

(মন্দোদরীর প্রবেশ ।)

মন্দোদরী—তোমরা কখন এলে ?

উভয়ে—এই মাত্র আমরা এসেছি মা ।

মন্দোদরী—সুনীতা বিনীতাদের বাড়ি গেছে, ফিরতে তার বিলম্ব হ'তে পারে, কিছুক্ষণ তোমরা অপেক্ষা ক'রে দেখ। তত ক্ষণে আমি তোমাদের জন্য চা তৈরী ক'রে আনি ।

(মন্দোদরীর প্রস্থান ।)

মিষ্টভাষী—গন্ধবন্ধু গাঙ্গুলী না ? দেখ ত পদ্মকুমার ।

পদ্মকুমার—হাঁ গন্ধবন্ধুই ত বটে—এই দিকেই ত আস্‌ছে দেখ্‌ছি। এখানে সে আসে কেন ? শোন নি বোধ হয় গন্ধবন্ধু এখন একটা কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক হ'য়েছে—বেশ মোটা বেতন পায় সে। এস আমরা দুজনে ঐ চাদরটা ঢাকা দিয়ে ব'সে থাকি ; গন্ধবন্ধু কি মৎলবে এখানে আসে বোঝা যাবে ।

(গন্ধবন্ধু একটি গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রবেশ করিল ।)

গন্ধবন্ধু—দশহাজার টাকার লাইফ্‌ ইন্‌সিওরেন্স আমি ক'রতামই, লঙ্কেশ্বর বাবুর কাছেই হোক্ কিংবা অন্য কোনও এজেন্টের কাছে ; তবে লঙ্কেশ্বর বাবুর মত এজেণ্ট পাওয়া বহু ভাগ্যের ফল—অপর এজেন্টের কাছে গেলে লঙ্কেশ্বর বাবুর সুন্দরী মেয়েটীকে স্ত্রীরূপে পাওয়া যেত না। যাহোক্ একটু এসে বিশ্রাম করা যাক্ ।

(পল্টুকুমার ও মিষ্টভাষী যেখানে চাদর ঢাকা দিয়া বসিয়াছিল
তাহারই পাশে একটি চেয়ার ছিল, গল্পবন্ধু সেই
চেয়ারে উপবেশন করিল।)

সুনীতাকে ডেকে কাজ নেই, সে নিজেই আস্‌বে—চুম্বকের
টান বড় শক্ত টান। (সুর করিয়া) "টানে প্রাণ যায়রে ভেসে।
কোথা নে যায় কে জানে।"

(গল্পবন্ধু গানের সঙ্গে পল্টুকুমারের মস্তকে তবলা বাজাইতে লাগিল,
চাঁটির দাপটে পল্টুকুমারের মস্তক ইতস্ততঃ হেলিতে দুলিতে
লাগিল ; তথাপি চাঁটির বিরাম নাই—গল্পবন্ধু এতই
বিভোর হইয়া গাহিতেছিল। বেদনা সহ্য করিতে
না পারিয়া পল্টুকুমার ঢাকা খুলিয়া দাঁড়াইয়া
উঠিল। তদ্দর্শনে গল্পবন্ধু বিস্মিত
হইয়া গান বন্ধ
করিয়া দিল।)

পল্টুকুমার—বলি, গল্পবন্ধু গাঙ্গুলী।
তরুণীর প্রেমে এত হাবুডুব্‌ খেলি।
যে তবলা ও মানুষের মাথার
কোনও প্রভেদ,
বুঝতে পারি নি ;
(উচ্চ হাস্য করিয়া) মোদের বড়ই হাসালি,
সারা মুখে কালি মাখি,'
নিজেকে সঙ্‌ সাজালি,

মিষ্টভাষী—এ মজাটা আরও মজাদার হ'ল, কি বল পদ্মকুমার! বাবার ভাগ্যি—আমার মাথাটা অক্ষত র'য়ে গেল; (সুর করিয়া) বলিহারি যাই কবিদের মাথা।
বলিহারি কবি—বাঁদর!

গন্ধবন্ধু—বলি, তোমরা এখানে কি মনে ক'রে হে? "গবেষণা-সঙ্ঘ" পটোল তুলেছে না কি? বাবা, তোমাদের উর্ব্বর মাথাটাকে বহুৎ সেলাম জানাচ্ছি। পদ্মকুমার, তোমার মাথায় আঘাত করবার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত, কিছু মনে ক'র না ভাই। আমি বুঝ্‌তে পারছিনা—তোমরা আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়ে ব'সে ছিলে কেন! কোনও বিষয়ে বিশেষ গবেষণা ক'রছিলে বোধ হয়!

মিষ্টভাষী—ও, মিষ্টার গণৎকার, এক্‌বার ওপরে অস্থন।

(নেপথ্যে—"আজ্ঞে যাই"।)

দেখ, আমি যতদুর বুঝ্‌তে পারছি তাতে আমার এই ধারণা যে আমরা তিনজনেই সুনীতার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে ব'সে আছি এবং তিনজনেই তাকে বিবাহ ক'রতে চাই। গণৎকার আস্‌ছেন, তাঁকে গুণে ব'লতে বলা যাক্ সুনীতা কার অদৃষ্টে লেখা আছে।

(গণৎকারের প্রবেশ।)

গন্ধবন্ধু—মিষ্টার গণৎকার, আমরা তিনজনেই একই বালিকার প্রতি অনুরক্ত, আপনাকে ব'লে দিতে হ'বে কার ভাগ্যের সঙ্গে ঐ বালিকার ভাগ্যলক্ষ্মী জড়িত।

গণৎকার—অতীব কঠিন প্রশ্ন, তবে চেষ্টা ক'রব গণনা ক'রে ব'লে দিতে, আমার ফীটা কিন্তু অগ্রিম দিতে হ'বে।

মিষ্টভাষী—এই নিন একটাকা ক'রে আমরা তিনটাকা আপনার ফী দিলাম।

(পঙ্কজকুমারের প্রতি)

গণৎকার—আপনি যে সালে জন্মেছেন তার শেষ সংখ্যাটি কি ?

পঙ্কজকুমার—আজ্ঞে ৯।

গণৎকার—আপনি তাহ'লে রোমকদিগের রণদেবতা, অর্থাৎ আপনার প্রতি মঙ্গলগ্রহের দৃষ্টি আছে, আপনার অদৃষ্টে জীবন-ব্যাপী যুদ্ধ। (মিষ্টভাষীর প্রতি) আপনার জন্মসালের শেষ সংখ্যাটি কি ?

মিষ্টভাষী—আজ্ঞে ৮।

গণৎকার—৮ সংখ্যায় রোমীয় কৃষি-দেবতা বোঝায়, অর্থাৎ আপনার গ্রহ হ'চ্ছে শনি। এই গ্রহের বিশেষত্ব হচ্ছে cold justice —খুব সাবধান আপনি, অন্যায় যদি কিছু ক'রেছেন তার সম্যক্ শাস্তি দিতে ঐ গ্রহ কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ ক'রবে না। সৎপথে যদি থাকেন, তাহ'লে আপনার মত সৌভাগ্যবান্ পুরুষ এ পৃথিবীতে অল্পই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।

গন্ধবন্ধু—মিষ্টার গণৎকার। আমার জন্মসালের শেষ সংখ্যা ৬।

গণৎকার—ছয়ের ভেতর প্রেমের ঠাকুর র'য়েছেন, আর তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রছেন রতি দেবী স্বয়ং ; শুক্রগ্রহে আপনার জন্ম, বালিকাটী আপনার ভাগ্যেই আছে ব'লে মনে হয়। আচ্ছা আপনার জন্মমাস কি ?

গন্ধবন্ধু—ঠিক ব'লতে পারছি না, তবে এপ্রিল কিংবা জুন নিশ্চয়ই।

গণৎকার—ঐ ত—একেবারে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, এপ্রিলে মঙ্গল গ্রহের দৃষ্টি আর জুনে শনির দৃষ্টি—এই গ্রহ দু'টি শুক্র গ্রহকে সর্ব্বদাই গ্রাস ক'রতে চায়; আচ্ছা, আমি আসি এখন।

(গণৎকারের প্রস্থান)

পদ্মকুমার—এ কি কথা শুনি আজি গণৎকার মুখে
বন্ধুগণ, কিন্তু সে যে নীচ কুলোদ্ভব।
সত্যবাণী তার কণ্ঠে কভু না সম্ভবে।
না—না এ হ'তেই পারে না, গণৎকার—গণৎকার সব বাজে; আজীবন আমার যুদ্ধ ক'রতে হ'বে—গণৎকারের গুষ্টির মাথা করতে হ'বে।

মিষ্টভাষী—যা ব'লেছ ভাই; আমার কথাই বলি—বিবাহ করাটা কি অন্যায়? যদি তা না হয়, তাহ'লে শনির কুদৃষ্টি প'ড়বে কেন! সব Humbug—গাঁজাখুরি—পরীর গল্প!

গন্ধবন্ধু—সে যাই হোক্, পদ্মকুমারের বুকে আজ গণৎকার একেবারে শক্তিশেল নিক্ষেপ ক'রে গেছে; গন্ধমাদন পর্ব্বত কলিকালে—অগ্রগতির যুগে পাওয়া যাবে না, কাজেই মৃত্যুকে বরণ করা ছাড়া তার অন্যগতি দেখি না। সাধে কি আর কবি গেয়েছেন—
(সুরে) 'জান কি জননি, জান কি কত যে
আমাদের এই কঠোর ব্রত,
হায় মা যাহারা ভক্ত তোমার
নিঃস্ব কি গো মা তারাই তত!'

তাই বলি পদ্যকুমার পাক্‌রাশি, পদ্য লেখা ছেড়ে দাও।

মিষ্টভাষী—ও সব মোলায়েম স্ত্রীলিঙ্গ ভাষা ছেড়ে দাও গদ্যবন্ধু। আমাকে পদ্যকুমার কি ব'লেছে জান? ব'লেছে টিকটিকির কাটা লেজ, মাকড়সার থুতু, ওলাউঠার বমি ও চোখ ওঠার পিঁচুটি। তুমি ভাই তার প্রতি এমন ধারাল বিশেষণ প্রয়োগ ক'রতে পার কি যেটা আমার প্রতি প্রযুক্ত বিশেষণগুলির মত ভুয়ো এবং শুধুই বাক্যবিন্যাস না হ'য়ে কঠিন ও শরীরী হ'য়ে তার দেহে বিশেষ ক্ষত উৎপাদন ক'রতে পারে!

পদ্যকুমার—দেখ মিষ্টভাষী, মুখ সাম্‌লে কথা বল বল্‌ছি,—
জান না কি তাতার বালক—

গদ্যবন্ধু—ঢের হ'য়েছে থাম।

পদ্যকুমার—যখন তখন তুমি আমার অপমান ক'রবে এ আমি সহ্য ক'রব না ব'লে রাখছি গদ্যবন্ধু।

গদ্যবন্ধু—কি আমাকেও গালাগালি দেবে না কি? দাও না একবার। আমাকে মিষ্টভাষী পাওনি যে সহ্য ক'রে যাবো।

পদ্যকুমার—নিশ্চয়ই দেবো, কি ক'রবে তুমি?

গদ্যবন্ধু—দাও না দেখি।

পদ্যকুমার—একশো বার দেবো, তবে তোমার মত লম্পট চূড়ামণির সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

গদ্যবন্ধু—কি! গালাগালি! তবে মজা দেখ একবার।

(গদ্যবন্ধু পদ্যকুমারের গলা টিপিয়া ধরিল, পদ্যকুমার নিকটস্থ একটি টিপয়ের উপর একটি মাটির ফুলদানী ছিল তাহা লইয়া গদ্যবন্ধুকে

আঘাত করিল, ফুলদানী মাটির উপরে সশব্দে ভাঙ্গিয়া
পতিত হইল। আঘাত পাইয়া গন্ধবন্ধু মিষ্টভাষীর হস্ত
হইতে ছড়ি লইয়া পদ্মকুমারকে মারিতে উদ্যত
হইল, মিষ্টভাষী তাহাদের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া
ছড়িটি ধরিয়া ফেলিল।)

মিষ্টভাষী—আহা—কর কি! এটা মোটেই আমাদের প্রেমিক অবস্থার পরিচায়ক নয়।

(পদ্মকুমার ও গন্ধবন্ধু সরোষে গর্জ্জাইতে লাগিল, পদ্মকুমার গলদেশে
বিশেষ আঘাত পাইয়াছিল। এমন সময়ে মন্দোদরী প্রবেশ
করিল এবং তাহাদের চেহারা এবং চূর্ণ ফুলদানি
দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।)

মন্দোদরী—ওমা—এ কি কাণ্ড! তোমরা ভদ্রলোকের ছেলে না?

মিষ্টভাষী—ভদ্রলোকের বাড়ীতে আর আমাদের উচিত নয়—চলে এস।

(মিষ্টভাষী পদ্মকুমার ও গন্ধবন্ধুর প্রস্থান।)

মন্দোদরী—ছোট লোকের ছেলেরা আবার যদি আসে তা হ'লে তাদের পুলিশে দেবো,—কি ঘেন্নার—কি লজ্জার কথা মা!

(মন্দোদরীর প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ঘটোৎকচের বহিঃকক্ষ, সময় বৈকাল।

(রবিবার, ঘটোৎকচ বহিঃকক্ষে বসিয়া টাকার হিসাব
লিখিতেছিল।)

ঘটোৎকচ—নাঃ, এ যে কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হয় না! তাজমহলের সরল মুখখানি দেখ্‌লে মনে হয় না যে তার অন্তঃকরণে শয়তান বাসা বেঁধে আছে। বিনীতাকে—আমার দুলালী মেয়েকে নিয়ে তাজমহল পালিয়ে গেছে—না—না—এ আমি ভাবতেও পারছি না।

(জগচ্চন্দ্রের প্রবেশ।)

জগচ্চন্দ্র—কর্ত্তাবাবু, বিনোদবাবু দশটা টাকা দিয়ে গেছেন আপনাকে দেবার জন্য—এই নিন্‌।

ঘটোৎকচ—(টাকা লইয়া) বিনোদবাবু? ও, আচ্ছা।

(জগচ্চন্দ্র প্রস্থান করিল, ঘটোৎকচ নোটটি শুঁকিল, দুই কাণে ছোঁয়াইল, কপালে উঠাইল, ফুঁ দিল এবং টাকার থলিতে রাখিয়া দিল।)

ও জগচ্চন্দ্র,

(নেপথ্যে "যাই কর্ত্তাবাবু"। জগচ্চন্দ্রের প্রবেশ।)

ইন্দ্রজিৎ ফিরে এসেছে?

জগচ্চন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ, কর্ত্তাবাবু; তেনাকে ডেকে দেবো কি?

ঘটোৎকচ—আজ্ঞে হাঁ, মুখচন্দ্র দেখবার জন্য আমি জগচ্চন্দ্রকে ডাকিনি।

(জগচ্চন্দ্রের প্রস্থান)।

ইন্দ্রজিৎ যখন ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রলে না, তার অর্থ বিনীতার খোঁজ পাওয়া যায়নি। এখন কি করা যায়—মরুকৃগে আর ভাবতে পারা যায় না।

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।)

কি সংবাদ ইন্দ্রজিৎ ?

ইন্দ্রজিৎ—বিনীতা কিংবা তাজমহলের কোনই সংবাদ পেলাম না। তাজমহলদের মেসে গিয়েছিলাম—সেখানে সে নেই। ম্যানেজার ব'ললে তাজমহল মেসের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে ব'লে গেছে ক'লকাতা ভাল লাগে না—তাই সে পশ্চিমে যাবে।

ঘটোৎকচ—মেসে তাজমহলকে দেখতে পেলে না তাহ'লে!

ইন্দ্রজিৎ—না, বাবা।

ঘটোৎকচ—তাই—ত—কি করা যায়! তুমি আর একটিবার মেসে গেলে ভাল হ'ত, সে যে ঘরটাতে থাকৃত সেই ঘরটা আর একবার দেখা দরকার।

ইন্দ্রজিৎ—ঘরটা খোলা প'ড়ে আছে, সেটা আর কি দেখ্‌ব বাবা। মোট কথা, মেসে সে নেই; বিনীতাকে নিয়ে সে কোথাও পালিয়েছে। আচ্ছা বাবা, একটা কাজ ক'রলে হয় না ?

ঘটোৎকচ—কি কাজ বাবা ?

ইন্দ্রজিৎ—পুলিশে খবর দেওয়া কিংবা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া।

ঘটোৎকচ—না—না তাতে কাজ নেই—বড় জানাজানি হ'য়ে যাবে। তাজমহল বিনীতাকে যদি বিয়ে করে আমার কোনও আপত্তি নেই—আজকাল ত এমন হ'চ্ছেই, তবে তাকে অতি গরীবের সন্তান ব'লে মনে হয়—এই যা। তুমি তাহ'লে ঠিকই ব'লছ সে মেসে নেই ?

ইন্দ্রজিৎ—হাঁ, বাবা।

ঘটোৎকচ—তুমি তাহ'লে লঙ্কেশ্বরের কাছেই লাইফ্ ইন্সিওরেন্স করেছ।

ইন্দ্রজিৎ—হাঁ, বাবা—প্রথম প্রিমিয়াম ৮০৲ আপনি ত আমাকে দিয়েছেন। সেটা payment করা হ'য়ে গেছে।

ঘটোৎকচ—বিনীতা নিরুদ্দেশ, সুবর্ণরেখায় বালিকে সোণা করার কাজে তোমার যাওয়াটা স্থগিত রাখ্তে হ'বে।

ইন্দ্রজিৎ—সে ত রাখ্তেই হ'বে। আমি আর একবার লঙ্কেশ্বর বাবুর বাড়ীতে যাই যদি সুনীতার কাছে বিনীতাকে দেখ্তে পাই।

ঘটোৎকচ—(ঈষৎ হাসিয়া) সেটা ঠিক কথা, সুনীতার কাছে খোঁজ লওয়াটা অতি সহজ!

(ইন্দ্রজিতের প্রস্থান)

সুনীতার পটলচেরা চোখদুটো ইন্দ্রজিৎকে পাগল ক'রে তুলেছে। বৃদ্ধ হ'য়েছি—ছেলেটা ভাবে বুড়ো বাপকে খুব ফাঁকি দিচ্ছে, ওরে—তা হয় না; বুড়ো বাপ পুত্রস্নেহে পুত্রের প্রেম-ব্যাপারে ইচ্ছা ক'রেই ধৃতরাষ্ট্র হ'য়ে ব'সে থাকে।

(জগত্তারিণীর প্রবেশ।)

জগত্তারিণী—ওগো—কি হ'বে গো! বিনীতাকে যে এখনও পাওয়া গেল না গো! আমি ত ব'লেছিলাম—সোমত্ত মেয়েকে কার্ত্তিকের মত টুকটুকে মাষ্টারের কাছে প'ড়তে দিও না;

আমার কথা শুন্‌লে না তখন—এখন কি সর্ব্বনাশটাই না ডেকে আন্‌লে গো!

ঘটোৎকচ—যা হ'য়ে গেছে গিন্নি, সেটা নিয়ে ত ভাব্‌লে চল্‌বে না। শাস্ত্রে ব'লেছে—গতস্য শোচনায় নাস্তি—শুধু হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌লে কিচ্ছুই হ'বে না; কাজ ক'রে যেতে হ'বে—ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপদেশই দিয়ে গেছেন। মায়া—গিন্নি, সবই মায়া; সেইজন্য শাস্ত্রে ব'লেছে—কস্তে পুত্র, কস্তে পত্নী, অর্থাৎ কিনা পুত্র ও পত্নী হ'চ্ছে কুত্তা অর্থাৎ কুকুরের মত, কুকুরের ওপর আমাদের যেমন মায়া থাকে না—তেমনই তাদের ওপরও মায়া রাখ্‌তে নেই।

জগত্তারিণী—আমি বাপু মুখ্যু স্থখ্যু মেয়ে মানুষ, অত শাস্ত্রের কথা বুঝিও না, বুঝতেও চাই না। বিনীতাকে যেমন ক'রে পার খুঁজে বের ক'রে নিয়ে এস, তা না হ'লে আমি না খেয়ে মরবো ব'লে রাখছি।

(নেপথ্যে—"দুটি ভিক্ষে পাই বাবা"।)

সেই বাবাজী. ভারি মিষ্টি গলা তাঁর, বাবাজীর একটা গান শুন্‌বে? (বাবাজীর প্রতি) এস বাবা এদিকে এস।

(বাবাজী—অর্থাৎ ত্রিলোচন তালুকদারের প্রবেশ।)

একটি গান শুনাও বাবা—আমাদের দুঃখু বাবা—তোমার গান শুনে প্রাণটা খানিকক্ষণের জন্যও জুড়োক্‌।

(ত্রিলোচন গাহিল)

গান।

সুর—গারা।

যে বাতি নিভিয়া গেছে, তারে কেন আর জ্বালা!
যে সুখ চলিয়া গেছে, স্মৃতি-মাঝে কেন ঢালা!
কাঁদায়ে গিয়েছে তারা,—
প্রাণের পুতলি যারা,
ঝরিয়া গিয়াছে বারি, শুকায়েছে আঁখি-তারা,
তাই—ছুটে যাই দিশেহারা ফেলি' রে মায়ার মালা।

ত্রিলোচন—তোমাদের কিসের দুঃখ মা?

জগত্তারিণী—দুঃখের কথা তোমায় আর কি ব'লবো! দুদিন থেকে আমাদের মেয়েটি নিরুদ্দেশ হ'য়েছে—তারই এক মাষ্টারের সঙ্গে। মাষ্টারটিকে আমরা সচ্চরিত্র যুবক ব'লেই মনে ক'রতাম।

ত্রিলোচন—এই মাত্র! আমার যে কি দুঃখ তা যদি জান্‌তে মা তা'হলে ভেবে অবাক হ'তে আমি এখনও বেঁচে আছি কি ক'রে! সেই দুঃখকে ভোলবার জন্যই ত আজ আমি পথের ভিখারী;—আমার একদিন ছিল যেদিন আমি ভাবতাম আমার মত সৌভাগ্যবান পুরুষ কে আছে! একটি সোণার চাঁদ ছেলে—একটি সোণার প্রতিমার মত সুন্দরী মেয়ে ও প্রেমময়ী ভার্য্যা—তাদের কলহাস্যে আমার সংসারটি সর্ব্বদাই মুখরিত থাকৃত। পত্নী এখন স্বর্গে, ছেলে ও মেয়ে এখন কোথায়, ভগবান জানেন। মাঝে মাঝে মনে হয় সব

মিথ্যা—তুমি—আমি—এমন কি ভগবানও মিথ্যা! না—না—এ আমি কি ব'লছি—আমি যে এখন সন্ন্যাসী। কবে থেকে তোমার মেয়েটী নিরুদ্দেশ হ'য়েছে মা?

জগত্তারিণী—আজ দুদিন হ'ল; কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এক যুগ। তাজমহল শেষে এই কাজ ক'রল—তাকে যে আমরা খুব ভাল ছেলেই ব'লে জান্‌তাম।

ত্রিলোচন—তাজমহল?

ঘটোৎকচ—হাঁ বাবা, তুমি তাকে চেন নাকি?

ত্রিলোচন—হাঁ, আমি এক তাজমহলকে চিন্‌তাম, সে এলাহাবাদে থাক্‌ত। তার বাপ কাজ ক'রত গোরক্ষপুরের কাছে কুঁরাঘাট ব'লে একটা জায়গা আছে সেখানে—গুর্খাদের আফিসে। সেই আফিসের সে বড়বাবু ছিল। তাজমহল তার মামার বাড়ী এলাহাবাদে লেখাপড়া ক'রত, তার বোন তার বাপমার কাছেই থাক্‌ত।

ঘটোৎকচ—বাবা, তোমার ইতিহাস শুন্‌তে বড়ই বাসনা হ'য়েছে—যদি আপত্তি না থাকে ত বল। আমার মনে হয় তুমিও এক সময়ে বড়বাবু ছিলে; তোমার এ দশা কেমন ক'রে হ'ল বাবা! টাকাকড়ি অনেক রোজগার ক'রেছ নিশ্চয়—সে সব গেল কোথা?

ত্রিলোচন—টাকা আমি যথেষ্ট রোজগার ক'রেছি সত্য; কিন্তু সবই বিলিয়ে দিয়েছি;—কেন! সে কথা ত পূর্ব্বেই বলেছি। না—না আমি এসব ব'লছি কি! আমি বড়বাবু ছিলাম

না, বড়বাবু ছিল তাজমহলের বাবা—সে আমার বন্ধু ছিল। সেই বন্ধুরই বিচিত্র ইতিহাস একদিন তোমাদের শোনাব।

("নারী-প্রগতি"র মহিলাগণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিল।)

গান।

হাসি কোমল, গন্ধে ভরা,
স্বপ্নমাখা বিম্বাধরা,
বঙ্গ বালার বুকখানি তার লাস্য-অরুণ-ঝরা
ও তার, সকল কাজে প্রেম ব'য়ে যায় স্বর্গ সুধার পারা ;
এমন বালার নাইক আদর পায়ের তলায় রাখি,
মোদের সমাজ শ্রেষ্ঠ ব'লে গরব নিয়েই থাকি।
দুঃখ, দৈন্য তুচ্ছ ক'রে,
পরের লাগি' আপনি মরে,
পরের লাগি' একবেলা খায় কোথায় কাদের মেয়ে!
তাদের, চোখের বারি শুকায় চোখে শতেক ব্যথা পেয়ে ;
এমন বালার...............থাকি।
মায়ের সখী, বাপের মাতা,
কুসুম ভরা কনক লতা,
জন্ম হ'তে ধর্ম্মরতা গৃহের সোহাগ-মিঠে,
তবু, তাদের বিয়েয় ঘুঘু চরে হায়রে বাপের ভিটেয়!
এমন বালার..... ....থাকি।

ত্রিলোচন—তোমরা কারা মা? কি জন্যই বা বাঙালীর মেয়ের দুঃখ-গাথা গান ক'রে বেড়াচ্ছ?

একজন মহিলা—আমরা বাবা, চাঁদা আদায় ক'রে বেড়াচ্ছি, সেই চাঁদা দিয়ে যে সব গরীব বাবা মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে দেনায় হাবুডুবু খাচ্ছেন আমরা তাদের সাহায্য করি।

ঘটোৎকচ—তোমাদের সিঁথিতে সিঁদুর দেখি না, তোমরা কি জন্য কুমারী ব্রত অবলম্বন ক'রেছ?

অপর একজন মহিলা—টাকার জন্য বাবা আমার বিয়ে দিতে পারেন নি; আমার—বিবাহের চিন্তায় তাঁর মলিন মুখখানি দেখেছি, অহর্নিশি মায়ের বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস শুনেছি। তাই আমি একদিন তাঁদের বলি—আমি চিরকুমারী থাক্‌বো, চিন্তা দূর করুন। আমার অন্যান্য সঙ্গিনীদেরও আমারই মত অবস্থা। এখন আমরা সকলেই শিক্ষয়িত্রী, কাজের অবসরে অভাগিনী বাঙ্গালী মেয়েদের বিবাহের জন্য চাঁদা আদায় ক'রে বেড়াই—এই ব্রতে আমরা চিত্ত-বিনোদনের সওগাৎ খুঁজে পাই।

ত্রিলোচন—আমার মেয়েটীকে কি দেখেছ তোমরা? রাজ-রাণী হ'য়েও সে বোধহয় পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে! ক'লকাতায় এসে আর একটি মেয়ে পেয়েছিলাম—দুদিন থেকে তাকেও হারিয়েছি। তোমরা ত বহু স্থানে ঘুরে বেড়াও, আমার মেয়ে দুটীর সন্ধান ব'লে দিতে পার কি মা লক্ষ্মীরা? মিথ্যা

—মিথ্যা—আর কবে দেখা দিবি মা, আর যে সহ্য ক'রতে পার্‌ছি না মা !

(ত্রিলোচনের দ্রুত প্রস্থান ।)

জগত্তারিণী—মা লক্ষ্মীরা, আর একদিন এসে চাঁদা নিয়ে যেও—আজ আমাদের প্রাণে বড়ই অশান্তি ।

ঘটোৎকচ—না—না, আজই কিছু নিয়ে যাও ।

(ঘটোৎকচ বাক্স খুলিয়া দেখিল বাক্স হইতে পাঁচশো টাকার একটী থলি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ঘটোৎকচের শরীর কাঁপিতে লাগিল ।)

(উচ্চৈঃস্বরে) বেরোও—বেরোও তোমরা, আমি পাগল হ'য়ে গেছি । (কোমল স্বরে) না—না—এ আমি কি ব'ল্‌ছি ! সরলতার প্রতিমূর্ত্তি এই বালিকাদের কি অপরাধ ! মা লক্ষ্মীরা, আর একদিন এস ।

মহিলা—আচ্ছা বাবা, তোমাদের প্রাণের অশান্তি দূর হোক্ ;

(মহিলাগণের প্রস্থান ।)

ঘটোৎকচ—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে গিন্নি, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ।—হুঁ, পুলিশে খবর দেবো, ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রজিৎ, না, সে সুনীতাদের বাড়ি গেছে, আমি নিজেই থানায় চ'ল্‌লাম ।

(ঘটোৎকচ প্রস্থানোদ্যত হইল ।)

জগত্তারিণী—হাঁ গা, কি হ'য়েছে ! থানা পুলিশ—এসব কি ব'লছ কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না ।

ঘটোৎকচ—ব'লছি আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু ; বিনীতা আমার

বাক্স থেকে ৫০০ টাকার থলিটি সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলেনি। বুঝলে? আমি থানায় চ'ল্‌লাম।

(ঘটোৎকচের প্রস্থান।)

জগত্তারিণী—না গো না,—থানা পুলিশ ক'রে কাজ নেই, সর্ব্বনাশের ওপর আর সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না।

(ঘটোৎকচের পশ্চাৎ জগত্তারিণীর প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পার্ক, সময়—গোধূলি।

(সুদর্শন একটী বেঞ্চে বসিয়া সিগারেট খাইতেছিল এমন সময়ে সব্যসাচী প্রবেশ করিল।)

সব্যসাচী—এই যে, সুদর্শন যে! Hearty congratulation জানাচ্ছি, আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। কাল থেকে তাহ'লে আমাদের বড়বাবু হ'লে অন্ততঃ চারমাসের জন্য; চারমাসই বা বলি কেন, ঘটোৎকচ বাবু আর বোধহয় join ক'রছেন না। কম Shock ত লাগে নি! বেশ, বেশ তোমার উন্নতিতে বাস্তবিকই আমি অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছি।

সুদর্শন—আর বল কেন ভাই, সবই তাঁর ইচ্ছা, দয়াময় তুমিই সত্য। ঘটোৎকচের মনের যেরূপ অবস্থা, মনে হয় না সে কাজে আবার যোগদান ক'রবে। তুমি কি বল সব্যসাচী?

সব্যসাচী—আমার ও ত তাই মনে হয় ভাই।

সুদর্শন—দেখ ভাই, একটা কথা বলি, মনে কিছু ক'রো না—বহুদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ—তাই বন্ধুভাবেই তোমাকে ব'লছি। আফিসে আমাকে "তুমি" ব'লে সম্বোধন ক'র না—Office discipline. কোনও উপায় নেই। বাইরে কিন্তু তুমিই ব'লবে। অফিসে এমন ভাব দেখাবে যেন আমি তোমার সম্পূর্ণ—অপরিচিত, আমিও তোমার সম্বন্ধে সেই ভাব দেখাব—বুঝ্‌লে?

সব্যসাচী—সেত ঠিকই কথা, office is office.

সুদর্শন—তাহ'লে তোমারও এই ধারণা ঘটোৎকচ আর কাজে যোগ দেবে না। আর কেন, টাকা ত অনেক জমিয়েছিস্—এবার অবসর নে না বাপু। মা, তারা, ব্রহ্মময়ী, তুমিই সত্য!

সব্যসাচী—শুন্‌ছিলাম না কি বাইরে থেকে বড়বাবু আনবার চেষ্টা হচ্ছিল। কথাটা কতদূর সত্য কে জানে? তবে এটা ঠিক, আজকাল যে সাহেব এসেছে সে বেটা নিশ্চয়ই ঘুষখোর। গোমেষ সাহেব একটু দুর্ম্মুখ ছিল বটে, কিন্তু সে সাচ্চা লোক ছিল। এখনকার সাহেব পশ্চিমে বাঙালী, পুরী-হালুয়া —লাড্ডু—খায় আর কেরাণীদের পেছুনে লেগে, তাদের চাকরি খেয়ে আনন্দ পায়।

সুদর্শন—আরে তোমায় একটা কথা ব'লতে ভুলে গেছি। আমাদের বাঙালী সাহেবটীর কীর্ত্তি শোন। আমাদের বাড়িতে যে চাকরাণীটী কাজ করে তার স্বামী সাহেবের বাসায় কাজ করে—আমি কিন্তু এ কথা জান্‌তাম না। আমি কোন্‌দিন

না কি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম—আমাদের সাহেবটা হ'চ্ছে একটি আস্ত গাধা। চাকরাণীটা ঐ কথা তার স্বামীকে ব'লে দেয়, স্বামীটার কাছ থেকে ঐ কথা মেমসাহেবের কাণে—পৌছায় এবং যথাক্রমে মেমসাহেব মারফৎ সাহেবের কর্ণগোচর হয়। আর দেখে কে, আমাকে দেখলেই সাহেবের মুখখানা বুলডগের মুখের মত ভীষণাকার হ'য়ে উঠত। একদিন তিনি আমাকে ডেকে দু'চারটা মিষ্টি কথা শুনিয়ে দিলেন। মহাবিপদেই পড়া গেছে। চাকরাণীটাকে ছাড়াতে পারি না পাছে সাহেব অন্য কিছু মনে করেন। বাসায় আজকাল অতি সাবধানে কথাবার্ত্তা ব'লতে হয়—ঘরে বিভীষণ শত্রু নিয়ে বাস করা মুস্কিল হ'য়ে উঠেছে। ভাবছি অন্য পাড়ায় উঠে যাবো; তাছাড়া ছোট বাড়ীতে আর আমার থাকা ভাল দেখায় না, থাকৃতে কষ্টও কম হয় না। হরি হে, তুমিই ভরসা।

সব্যসাচী—সে ত ঠিক কথা, বড়বাবু হ'য়েছ—এখন ছোট বাড়ীতে তোমার পদ-মর্য্যাদা নষ্ট হ'বে।

সুদর্শন—না, না—সে কথা ব'ল না। দেখ্‌বে আমার ব্যবহার কেরাণীদের সঙ্গে, তোমাদের তাক লেগে যাবে। আমার আমলে তোমরা খুব সুখেই থাকৃবে। বাঙালী সাহেবটার একজন ঠিকেদার মো-সাহেব আছে, তারই মারফৎ তিনি কেরাণীদের কাছ হ'তে ঘুষ নেন। আমার কাছে ঠিকেদারটা যাতায়াত ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে। আমি তাকে স্পষ্ট

জানিয়ে দিয়েছি—আমার কাছ থেকে ঘুষ আশা ক'রলে চ'ল্‌বে না। আমি বাবা কাজের ঘুণ, বুক ফুলিয়ে কাজ ক'রে যাই, সাহেবের তোয়াক্কা রাখি না।

সব্যসাচী—সে ত ঠিকই কথা, যারা কাজ-কর্ম্মে কাঁচা তারাই ঘুষ দেবে। তুমি ঠিকেদারটীকে ব'লে দিও এবার যদি সে আসে—"আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে!"

সুদর্শন—যা ব'লেছ। তুমি ত ভাই আমার বহুকালের বন্ধু, তুমি আমাকে খুব ভাল ভাবেই জান। আমি অসৎ পথটাকে বিষের মত মনে করি। আরে দেখ—দেখ—ইন্দ্রজিৎ আস্‌ছে না?

সব্যসাচী—হ্যাঁ, ইন্দ্রজিৎইত বটে। সঙ্গে আবার একটি রূপসী তরুণী দেখ্‌ছি। মাসখানেক হ'ল বোনটী পাওয়া যাচ্ছে না, বাপ-মা কন্যার শোকে মর্ম্মাহত ও শয্যাশায়ী, সেদিকে বাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই—সর্ব্বক্ষণ প্রেমের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছেন। আশ্চর্য্য!

সুদর্শন—এঁরাই দেশের আধুনিক যুবক; আধুনিক গল্পের এঁরাই হচ্ছেন নায়ক। চল হে আমরা যাই, আমাদের দেখ্‌লে ওঁদের রসালাপে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

সব্যসাচী—মস্তবড় একটা বাজে কথা ব'ল্‌লে বন্ধু, আমাদের ওঁরা বিন্দুমাত্র গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না।

সুদর্শন—তা ঠিক। হ্যাঁ দেখ, তোমাকে যা ব'ললাম—আমাকে ভাই আফিসে 'তুমি' ব'লনা যেন।

সব্যসাচী—সে কথা ব'ল্‌তে।

(সব্যসাচী ও সুদর্শনের প্রস্থান এবং ইন্দ্রজিৎ ও সুনীতার প্রবেশ।)

সুনীতা—সত্যি বল্‌ছি ইন্দ্রদা, তোমার সঙ্গে আমার একলা আসাটা ভাল হয় নি। বাবা-মা কি যে মনে ক'রবেন বুঝ্‌তে পারছি না। আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চল, দু'টি পায়ে পড়ি তোমার।

ইন্দ্রজিৎ—তুমি নেহাৎই ছেলে মানুষ। আমার সঙ্গে এসেছ এতে কেউ কিছু মনে ক'রবেন না।

সুনীতা—আচ্ছা ইন্দ্রদা, আমাকে তুমি বোনের মত ভাল বাসবে? তাহ'লে আমার ভারি আনন্দ হয়; তোমার সঙ্গে কোথাও একলা যেতে আমার কিছুই ভয় হয় না তাহ'লে। আমি তোমার ছোট বোন, কি ব'ল ইন্দ্রদা?

ইন্দ্রজিৎ—কি যে বাজে কথা বল তুমি সুনীতা আমি তোমার কথার কোনও উত্তর খুঁজে পাই না। হ্যাঁ দেখ, এখনও সিনেমা আরম্ভ হ'তে বিলম্ব আছে—চল ঐ বেঞ্চিটার ওপর কিছুক্ষণ বসা যাক্‌।

(উভয়ে বেঞ্চের উপর উপবেশন করিল।)

তোমার এম-এ পরীক্ষার আর বেশী দিন ত বাকি নেই; তোমার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। চল ফিরে চল সিনেমা দেখে কাজ নেই। ভাল ক'রে এম-এ পাশ করা চাই।

ইন্দ্রজিৎ—আচ্ছা, আজকে শুধু চল, আর আমি সিনেমা দেখে সময় নষ্ট ক'রবো না।

বড় বাবু

সুনীতা—বিনীতার কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না—বড়ই চিন্তার কথা। তাজমহল বাবু শেষে এই কাজ ক'রলেন! পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস না করাই ভাল। কি বল ইন্দ্রদা?

ইন্দ্রজিৎ—হ্যাঁ, তবে সব পুরুষমানুষই তাজমহল নয়। আমার কি মনে হয় জান সুনীতা, আমার মনে হয়—উভয়ে উভয়কে আন্তরিক ভালবাসে। সমাজ, আইন কিছুই তাদের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে তাদের মিলনে ব্যবধান সৃষ্টি ক'রতে পারে না। আমিও তোমাকে প্রাণ ভ'রে ভালবাসি; ইচ্ছা হয় সকল সময়ে তোমার কাছে থাকি, তোমার ভালবাসার মধ্যে নিজের সত্তা ভুলে যাই। জগতে আর কেউ না থাকে—থাকি কেবল তুমি ও আমি। একথা ভাব্তেও সুখ; বল—বল সুনীতা—তোমার মুখ হ'তে একবার শুনি—তুমি আমায় ভালবাস।

সুনীতা—ইন্দ্রদা, এ সব কথা ব'ললে কিন্তু আর তোমার সঙ্গে আস্বো না কখনও। সিনেমার ত সময় হ'য়ে এল—যাবে ত চল।

ইন্দ্রজিৎ—আচ্ছা, আর ওসব কথা ব'লবো না; কিন্তু তুমি বড় সুন্দর। তুমি কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর, আমি নোটটা ঐ দোকান থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আসি, Booking office এ change নিয়ে বড় গোলমাল করে। তোমার ভয় করবে না ত?

সুনীতা—মোটেই নয়; তুমি শীগ্‌গিরি ফিরে এস কিন্তু।

(ইন্দ্রজিতের প্রস্থান।)

ইন্দ্রদা, তুমি জান না আমিও তোমায় কত ভালবাসি। তোমার আমার ভালবাসার পার্থক্য এই—আমার ভালবাসা

অন্তঃসলিলা—গোপনে সে ব'য়ে যায়; তোমার ভালবাসা উচ্ছ্বাসময়—বাইরে প্রকাশিত হ'য়ে ওঠে।

(পদ্মকুমারের প্রবেশ।)

পদ্মকুমার—কুমারী সুনীতা মালাকর ব'লে মনে হচ্ছে না! হ্যাঁ, সেইত বটে। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! না—না, এত স্বপ্ন নয় এযে মধুর সত্য। আমার কবিতা-রাণী এখানে—এ সময়ে, এ যে—এ যে কল্পনার অতীত ব'লে মনে হচ্ছে! (নিকটে গিয়া) রহস্যময়ী, আপনাকে এখানে দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের একটি পারিজাত ভুবনে এসে প'ড়েছে। আপনি এখানে কি জন্য ব'সে আমি সে কথা কি জানতে পারি?

সুনীতা—পদ্মকুমার বাবু! নমস্কার, আমি এখানে এসেছি আমার এক দাদার সঙ্গে। তিনি নিকটেই একটা কাজে গেছেন—এক্ষুণই এসে প'ড়বেন, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।

পদ্মকুমার—বেশ, বেশ, কুমারী সুনীতা মালাকর।

কত দিন, কত যুগ প্রতীক্ষায় ব'সে আছি,—
তব লাগি, দীন কবি আমি, প্রণয় বিকাশি'
এস দেবি, মধুর সম্ভাষি'—মর্ম্মমাঝে তোল
পিক-কলতান, এক সাথে উঠুক জাগিয়া
মুরজ-মুরলী-বীণা, তোমার সনেতে সখি,
রচিব এই মর্ত্তমাঝে নবীন স্বরগ.........

সুনীতা—বাস্তবিক আপনার কবিতা অতি সুন্দর! 'রিক্তা' মাসিকে

আপনার কবিতাগুলি আমি প্রতি মাসেই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি, প'ড়ে যে কী আনন্দ পাই তা' আর আপনাকে কি ব'লব—'ভাষা খুঁজে নাহি পাই বর্ণিবারে তাহা', কবিতার ভাষায় ব'লে ফেললাম কিছু মনে ক'রবেন না। ' বাঙলা দেশের কবিদের মধ্যে আপনি হ'চ্ছেন একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

পদ্মকুমার—আপনি আমার কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝ্‌তে পারেন ব'লেই আপনাকে আমি এত ভালবাসি। মোটকথা আপনি আমার মানস-প্রিয়া। আপনাকে পেলে আমি ধন্য হ'য়ে যাবো—আমার কাব্য-জীবন গরিমাময় হ'য়ে উঠ্‌বে—মিটে যাবে আমার তৃষিত অন্তরের কাব্য-পিপাসা—

সুনীতা—দেখুন, আপনার কথাগুলি শুনে আমি বড়ই আনন্দিত হ'লাম। হায়রে! আমার এমন সৌভাগ্য কি কখনও হ'বে, যেদিন আমি বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে পতিত্বে বরণ ক'রতে পারব! আমি যে আপনার একান্ত অযোগ্য; তবে আশা করা যায় একদিন আমার অপূর্ণতা ও অক্ষমতাকে আপনার কবিতার প্রাচুর্য্যে ভ'রিয়ে তুল্‌তে পারবো, তখন এই অধীনা নিজেই আপনার পদতলে উৎসর্গিত হ'তে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। কবিবর, আমি এখন আপনার কাছে সময় ভিক্ষা চাই।

পদ্মকুমার—ততদিন দীর্ঘশ্বাসে সঙ্গী করি' আমি
কাটাইব বিনিদ্র রজনী, তিতিবে মেদিনী।

সুনীতা—কবিবর, কৌতূহল জেগেছে মোর মনে,
কবিতা লেখার কালে, প্রাণে তব বহে
কিসের অমৃত-ধারা ?

পদ্মকুমার—বিস্মিত করিলে তুমি মোরে, শুনি' তব
মুখে কবিতার মধুর নিঝর প্রিয়ে,
ছন্দে যাব গাঁথি·আমি কথার মালিকা,
ভেসে ওঠে প্রাণে মম তোমার যৌবন-মাখা—
লাবণ্য-হিল্লোল, মনের নিভৃত লোকে
রস-চক্র রচি তব মাধুরী মিশায়ে।

সুনীতা—আচ্ছা, কবিবর। আমরা বেঁচে থাকি ভাত, লুচি, ডাল, তরকারি, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি খেয়ে; আপনি কি খেয়ে বেঁচে থাকেন ?

পদ্মকুমার—আমি কল্পনা-সুষমা-রসে এত হাবুডুবু খাই নিশিদিন যে নিত্য নৈমিত্তিক আহারের তত হেরি নাক প্রয়োজন।

সুনীতা—তবে ত বিশেষ ভয়ের কথাই আপনি ব'ল্ছেন। কোন্‌দিন সুষমার অতলদেশ থেকে আপনাকে উদ্ধার করা কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বে। আপনি যে গতিতে "দিন দিন আয়ুহীন, আঁখি তারা জ্যোতি ক্ষীণ" অবস্থায় এসে প'ড়ছেন, তাতে আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কথা হ'য়ে উঠ্‌ছে।
আজকাল যেরূপ নারীর উপর নির্য্যাতন হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে, আপনি আপনার স্ত্রীকে সে নির্য্যাতন থেকে উদ্ধার ক'রতে নিশ্চয়ই সক্ষম হ'বেন না; উপরন্তু আপনাকে রক্ষা করার

প্রয়োজন হ'য়ে উঠ্‌বে আপনার স্ত্রীর। আমার মতে, বাতায়ন থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে নারীর রূপ-লাবণ্য উপভোগ ক'রে আপনার চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করা উচিত, তাতে আপনার এবং সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হ'বে। আসল কথা ব'লে ফেল্‌লাম—ক্ষমা ক'রবেন। আপনি পালান, এখুনই আমার দাদা এসে প'ড়বেন এবং আপনাকে আমার সঙ্গে প্রেমালাপ ক'রতে দেখ্‌তে পেলে, তাঁর প্রচণ্ড চপেটাঘাতে আপনার মাথাটার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার লতা, গুল্ম, আগাছা, পাহাড় পর্ব্বত আমূল উপ্‌ড়ে আস্‌বে।

পদ্মকুমার—এ দীন কবিরে ক'র না বঞ্চিত প্রিয়ে!

সুনীতা—প্রিয়ে, ট্রিয়ে নয় পালান শীগ্‌গিরি, দাদা এসে প'ড়লেন ব'লে।

(পদ্মকুমার ভীতভাবে পলাইয়া গেল।)

হাঃ হাঃ, ইনিই আবার আমাকে বিবাহ ক'রতে চান! কুঁজোর চিৎ হ'য়ে শোবার সখ্‌ দেখে বাঁচি না।

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ইন্দ্রজিৎ—বেজায় দেরী হ'য়ে গেল, চল একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক্‌। সিনেমা আরম্ভ হ'তে আর মোটে পাঁচ মিনিট বাকি আছে।

(একজন ভিখারীর প্রবেশ।)

ভিখারী—আমি বড় গরীব বাবা, আজ সমস্ত দিন কিছুই খাই নি বাবা, একটা পয়সা দিন মা, মা কালী আপনাদের রাজপুত্রের মত ছেলে দেবেন মা।

ইন্দ্রজিৎ—বেটা বলে কি. একটা পয়সা দেওয়া যাক্।

(ইন্দ্রজিৎ ভিখারীকে একটি পয়সা দিল ; ভিখারী চলিয়া গেল।)

ভিখারী আমাদের প্রাণের কথা ব'লে দিয়েছে, কি বল সুনীতা?

সুনীতা—তোমার কথা শুন্‌লে বড় লজ্জা পাই ইন্দ্রদা, তোমার সঙ্গে আর কখনও আমি বেড়াতে আস্‌বো না।

ইন্দ্রজিৎ—আচ্ছা, আর ও কথা ব'লব না। আমার বিবাহ সম্বন্ধে একদিন মার সঙ্গে বাবার আলোচনা হ'চ্ছিল। বাবা বুঝে ফেলেছেন আমি তোমার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট, তাই তিনি মাকে ব'লছিলেন,—"আচ্ছা, ইন্দ্রের সঙ্গে যদি সুনীতার বিয়ে হয় তা হ'লে কেমন হয়?" মা ব'ললেন, "ভালই হয়, সুনীতা বড় ভাল মেয়ে।" সুতরাং তুমি বেশ বুঝ্‌চ, সুনীতা আমাদের তরফ্ থেকে তোমাকে বিয়ে করার কোনই বাধা নেই ; এখন তোমাদের মত হ'লেই হ'ল।

সুনীতা—দেখ ইন্দ্রদা দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামী ছিল, আমার অদৃষ্টে দেখ্‌ছি অন্ততঃ পঁচিশটি স্বামী উঁকি মার্‌ছে। বাবাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য পঁচিশটির প্রতি আমাকে সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়, সকলকেই বুঝিয়ে দিতে হয় আমি তাদের অঙ্কলক্ষ্মী হ'বার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি। আমার অভিনয় মোটেই তারা বুঝ্‌তে পারে না ; একটি অপাঙ্গের ইঙ্গিত পেলেই তারা নিজেদের ধন্য ব'লে মনে করে। আমি

কি আমার মনের সঙ্গে দিবানিশি কম যুদ্ধ করি, ইন্দ্রদা! বাস্তবিক মাঝে মাঝে মনে হয়—দূরে—বহুদূরে, ধর্ম্ম, সমাজ পদতলে দলিত ক'রে সংসারের বন্ধন ছিন্ন ক'রে চ'লে যাই। তোমাকে অনেক কথা ব'লে ফেল্‌লাম, কিছু মনে ক'র না।

ইন্দ্রজিৎ—তোমার বাবার ইন্‌সিওরেন্স কাজের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ তা' আমি জান্‌তে পেরেছি। তোমার মা কিন্তু এর জন্য দায়ী। টাকাটা কি নিজের পুত্র কন্যার চেয়ে তাঁর কাছে বড় হ'ল? এসম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমি একদিন বোঝা-পড়া ক'রে নিতে চাই।

সুনীতা—না, না ইন্দ্রদা, তুমি এ বিষয়ে থেকো না, সময়ে সবই ঠিক হ'য়ে যাবে। চল, শীঘ্র চল, সিনেমা এতক্ষণ আরম্ভ হ'য়ে গিয়ে থাকৃবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

সময়—প্রত্যূষ,

স্থান—এলাহাবাদের গঙ্গাতীরস্থ একটি পথ, পথের পার্শ্বে একটি দ্বিতল বাড়ি। বাড়ির সন্নিকটে একটি উদ্যানবেষ্টিত বাটির গেট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

(ত্রিলোচন গাহিতেছিল—'আর কবে দেখা দিবি-মা, হররমা' এবং গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল।)

ত্রিলোচন—এইটেই ত তার মামার বাড়ি, বাড়ির গেট এখনও বন্ধ।

আমার যা চেহারা হ'য়েছে, তার মামা কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌বে ? কখনই নয়।

(ত্রিলোচন দ্বিতল বাড়ির সম্মুখে গেল।)

এ বাড়িতে কে থাকে গো ?

(নেপথ্যে 'যাই' এবং একজন বৃদ্ধ বাহিরে আসিল।)

বৃদ্ধ—পেন্নাম হই বাবাজী, আপনি কাকে তল্লাস ক'রছেন ?

ত্রিলোচন—ব'ল্‌তে পারেন এই গেটওয়ালা বাড়িটায় কে থাকে ?

বৃদ্ধ—কইতে পারি বই কি বাবাজী। ঐ মোকাম্‌ হ'চ্ছে আড়ম্বর আইচ মশায়ের ; প্রায় দোশাল হ'বে তিনি মরিয়া গেছেন, লেড়কা প্রায় এক শাল হ'ল কুথায় গেছে মালুম নেই।

ত্রিলোচন—এখন ঐ বাড়িতে কে থাকে ?

বৃদ্ধ—এক মাহিনা হ'ল ঐ মোকামে কেরায়াদার এসেছে একজন পাঞ্জাবী বাবু আর একজন খুবসুরৎ পাঞ্জাবী লেড়কী। লেড়কীটীকে আমার বড় পসন্দ হ'য়ে গেছে, আমি একদিন তাকে পুরী লাড্ডু হালুয়া খাইয়েছি।

ত্রিলোচন—লেড়কার বাপ কোথায় ব'ল্‌তে পারেন ?

বৃদ্ধ—পারি বই কি, আলবৎ পারি। লেড়কার বাপ্‌ গোরক্ষপুরে একটা ফৌজ-দপ্তরে লোক্‌রি করেন, তবে ভদ্রলোক আচ্ছা আদ্‌মী নন। পইলা ইস্ত্রী মারা গেলে তিনি এক নেপালী লেড়কী সাধি করেন। শুনেছি ঐ লেড়কীর একটি মেয়ে, এখন কুথায় আছেন সেটা কইতে পারি না।

ত্রিলোচন—আপনার নামটী জান্‌তে পারি কি ?

বৃদ্ধ—আলবৎ পারেন, আমার নাম বনমালী আছে।

ত্রিলোচন—বনমালী—কি ?

বৃদ্ধ—হাঁ, হাঁ, বনমালীতে ভট্টাচাজ্জি ভি আছেন। আমি ত বঙ্গালী আছি, তবে বাংলা মুলুকে আমি কভি যাই নি। আমার বাবা পেশোয়ারে কমিসারিয়েটে কাম্ ক'রতেন, বহুৎ রূপেয়া তিনি রেখে গিয়েছিলেন। রেস্ খেলে আমি সবই ফুঁকে দিয়েছি। এখন থাকার মধ্যে আছে এই মোকাম্‌খানা! দোকানে খাতা লেখার কাম্ করি, যা রোজগার করি অতেই বুড়ো-বুড়ির কিসিতারাসে চলে যায়।

ত্রিলোচন—বেশ, বেশ, (সুর করিয়া) "আর কবে দেখা দিবি মা, হররমা……।" বনমালী বাবু, এখন আমি চলি, আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে ক'রবেন না।

বৃদ্ধ—আরে কুছ্ কষ্ট নয় বাবাজী, সকালে আপনার মাফিক্ মহাত্মার দর্শন লাভ ক'রে আমি ধন্ হ'য়ে গেছি। আপনি যদি দয়া কররেন, আপনাকে কুছ্ সেবা করবার মন্‌সা হচ্ছে, সামান্য মিঠাং নিয়ে আসি, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন মেহেরবানি ক'রে।

ত্রিলোচন—বিশেষ ধন্যবাদ আপনাকে, যদি ভগবান করেন শীঘ্রিই এসে আপনার সেবা গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ হব; আজকে ক্ষমা করুন।

বৃদ্ধ—ঐ দেখুন বাবাজী, পাঞ্জাবী বাবু বাহার বেরিয়েছেন, এই তরফ্ আস্‌ছেন।

ত্রিলোচন—এখন তা হ'লে আসি বনমালী বাবু।

(ত্রিলোচনের প্রস্থান।)

বৃদ্ধ—এই বাবাজীকে ত আমি পহিলে কভি দেখি নাই; কে এই বাবাজী! যাই অন্দরে, বুড়িকে না ওঠালে তাব নিদ্ টুটে না।

(বৃদ্ধ ভিতরে গেল এবং পাঞ্জাবী বাবু-বেশী তাজমহল প্রবেশ করিল।)

তাজমহল—ছদ্মবেশে রাত দিন আর কত থাকা যায়? কাজটা খুবই অন্যায় হ'য়েছে ব'লে মনে হয়—আমাকে তারা খুবই বিশ্বাস ক'রত; কিন্তু এখন ফিরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি কই! যদি বা ফিরে যাই, বিনীতার কি অবস্থা হ'বে—নাঃ ভাবতে পারি না। ফিরব কিসের ভয়ে? সমাজের! কিসের সমাজ! আমাদের নিয়েই ত সমাজ, তার রক্তবর্ণ চক্ষু উপ্‌ড়ে ফেলবার অধিকার আমাদের ওপরেই ত র'য়েছে; আমরা কাদের ভয় করবো? পুরুৎ মন্ত্র না আওড়ালে বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ, সমাজ-সম্মত হয় না—এ কুসংস্কারের দিন চ'লে গেছে। প্রাণের মিলনই আসল মিলন, প্রকৃত বিবাহ। এ কি! মন্থরা দেবী যে! আসুন, আসুন,—এত ভোরে যে? নমস্কার!

(মন্থরা দেবীর প্রবেশ।)

মন্থরা—নমস্কার! এ সময়ে এখানে আসাটা বড়ই অন্যায় হ'য়েছে, কি বলুন তাজমহল বাবু?

তাজমহল—না না, সে কথা ব'ল্‌ছি না! তবে মন্থরা দেবী, আমি এইটুকু ব'লছি—ক'লকাতা ছেড়ে আপনার আমাদের অনুসরণ করাটা আমি একেবারেই অনুমোদন করি না। আমি আপনাকে বহু বার ব'লেছি এবং এখনও' ব'ল্‌ছি আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ সম্ভবপর নয়।

মন্থরা—কেন যে নয়—সে কথা আমাকে কোনও দিন ত ব'লেন নি।

ইন্দ্রজিৎ—ব'ললে আপনি সন্তুষ্ট হ'বেন না তাই বলি নি। তাছাড়া, আমার কাছ্‌ হ'তে কোনওরূপ কৈফিয়ৎ তলব ক'রবেন, সেরূপ ক্ষমতা আমি আপনাকে কখনও দেবো তার প্রমাণ আপনি এখন পর্য্যন্ত পেয়েছেন ব'লে ত মনে হয় না। এইটুকু ব'ল্লেই কি যথেষ্ট নয় যে আপনি আমার আশা ত্যাগ ক'রলে উভয় পক্ষের কল্যাণ হ'বে।

মন্থরা—আপনার কাছে কোনওরূপ কৈফিয়ৎ তলব ক'রতে পারি সে স্পর্দ্ধা—আমার মনে হয় না—আপনি আমাকে এখন পর্য্যন্ত দিয়েছেন; তবেঁ আমার মনে হয় আমাকে সেটুকু স্পর্দ্ধা দিতে আপনি কার্পণ্য ক'রবেন না।

আজমহল—তা হয় না মন্থরা দেবী, আমি সেজন্য বড়ই দুঃখিত। তবে যদি আপনি নেহাৎই জান্‌তে চান আমি কেন আপনাকে বিবাহ ক'রতে অনিচ্ছুক, তা হ'লে আমি ব'লতে বাধ্য হ'ব—আপনি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে—লালিত-পালিত, সে অবস্থার মধ্যে থাক্‌লে আমার শ্বাস-রুদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে। আভিজাত্য আমি স্বীকার করি না সত্য,

কিন্তু আপনি যে আবেষ্টনীর জল-হাওয়ায় বেঁচে আছেন, সে জল-হাওয়া একেবারেই আমার নিকট স্বাস্থ্যকর ব'লে মনে হয় না। মোট কথা, আপনার চক্ষে, বেশভূষায়, আদব-কায়দায় আমি পতিতা নারীর উৎকট নারকীয় গন্ধ অনুভব করি; আমাকে মার্জ্জনা করুন।

মন্থরা—উত্তম, আমি যদি অভিনেত্রীর কাজ ছেড়ে দি, তা হ'লেও কি আমি প্রেমের প্রতিদান প্রত্যাশা ক'রতে পারি না?

তাজমহল—সে কি কথা মন্থরা দেবী! আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির জন্য আলোকের ইন্দ্রলোক রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দেবেন! প্রেক্ষা গৃহের শত-শত লোলুপ দৃষ্টি—করতালির প্রশংসমান ঐক্যতান ছেড়ে দিতে চাইবেন—গণ্ডীবদ্ধ গার্হস্থ্য জীবনের একটানা স্রোতের বিনিময়ে! আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে বুঝ্‌তে হ'বে।

মন্থরা—মস্তিষ্ক আমার ঠিকই আছে তাজমহল বাবু। বাস্তবিক অভিনেত্রীর জীবন আমার নিকট বিষবৎ ব'লে মনে হয়; শত শত স্তাবকের প্রণয়-নিবেদন আমার কাছে উপহাস্য ঠেকে। অভিনয় যেমন অন্তরের প্রকৃত অভিব্যক্তি নয়—কৃত্রিম, তেমনই অভিনেত্রীর বাহ্য-রূপ তার হৃদয়ের আসল রূপের স্বরূপ প্রকাশ করে না। তাই যদি হ'ত তা হ'লে সে পাগল হ'য়ে যেত। টাকা-আনা দিয়ে তাদের মনের বিচার ক'রলে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়।

তাজমহল—অতশত কথা আমি বুঝি না, আমার কাছে অভিনেত্রী মাত্রই

বেশ্যা—,শুদ্ধভাষায় যাকে বার-বনিতা বলে। তাদের কারবার মন নিয়ে নয়, দেহ নিয়ে।

মন্থরা—এ আপনার অত্যন্ত ভুল ধারণা তাজমহল বাবু। অভিনেত্রীদের মধ্যে এমন অনেক দেবী আছেন, যাঁরা আপনাদের অন্তঃ-পুরবাসিনীদেরও পূজ্য। সন্ন্যাস-জীবনের চেয়ে আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের স্থান অনেক উচ্চে,—এত আমার কথা নয়, আপনাদের শাস্ত্রকারদেরই বাণী। অভিনেত্রীদের মধ্যে এমন অনেক পুণ্য-শ্লোকা, মহীয়সী নারী পাবেন, যাঁরা অনেক বিষয়ে আপনাদের সীতা-সাবিত্রী-তারা-কুন্তী-মন্দোদরী প্রভৃতির চেয়ে কম প্রণম্যা নন। গুণের আদর করুন তাজমহল বাবু, সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয় উচ্চাঙ্গের ললিত-কলা।

তাজমহল—আমি শয়তানের কাছে ধর্ম্মের কথা শুন্‌তে চাই না।

মন্থরা—দেখুন তাজমহল বাবু, পুরুষ নারীকে অবলা ক'রে রেখেছে! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নারী অবলা নয়। "কে বলে মা তুমি অবলা," বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে আছে কি? অবলা ততক্ষণ নারী, যতক্ষণ পুরুষ তাকে বাহুবলে রক্ষা ক'রতে পারে। আমি অসহায় অবস্থায় আপনার আশ্রয় ভিক্ষা ক'রছি, আপনি কিন্তু আমাকে পদদলিত ক'রে চ'লে যেতে চাইছেন। কাজে কাজেই আমাকে অবলা-রূপ ত্যাগ ক'রতেই হ'বে; প্রতিহিংসা-পরায়ণা নারী অতীব ভয়ানক জান্‌বেন। আমার এই মিনতি আমাকে অবলাই থাকৃতে দিন তাজমহল বাবু,

আমি আপনাকে ভালবাসি, আমাকে আপনার পায়ের দাসী ক'রে রাখুন, আমার নারী-জীবন ধন্য করুন।

তাজমহল—আমি আপনাকে ঘৃণা করি, আপনি দূর হোন্।

মন্থরা—আমি যে আপনাকে বড় ভালবাসি, আপনাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্ত ও বাঁচতে পারব না।

(মন্থরা দেবী তাজমহলের হস্তধারণ করিল, এমন সময়ে পাঞ্জাবী বালিকা বেশে বিনীতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিন জনেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিল, মন্থরাদেবী তাজমহলের হাত ছাড়িয়া দিল।)

আমি এখন আসি তাজমহল, তুমি আমাকে এত ভালবাস তা আমি জান্তাম না।

(মন্থরাদেবীর প্রস্থান।)

বিনীতা—আমার এখন স্থান কোথায়, তাজমহল ?

তাজমহল—কেন বিনীতা, আমার হৃদয়ে যেখানে তোমার জন্য চিরকালের প্রেম-সিংহাসন পাতা র'য়েছে।

বিনীতা—অবিশ্বাসীর মুখে এ কথা মানায় না, তাজমহল। পাপ অধিক দিন ঢাকা থাকে না, এ কথা তুমিই আমাকে শিখিয়েছ। এত শীঘ্র সে কথা ভুলে যেতে চাও, আশ্চর্য্যের বিষয় ব'ল্‌তে হ'বে! নিষ্ঠুর! এই দৃশ্য দেখাবার জন্যই কি আমাকে আমার স্নেহময় পিতামাতার ক্রোড় থেকে চুরি ক'রে আন্‌লে ?

তাজমহল—আমাকে বিশ্বাস কর বিনীতা, মন্থরা মিথ্যাবাদী, আমি

তাকে ঘৃণা করি। আমাদের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করবার জন্য পাপিষ্ঠা ঐরূপ কথা ব'লে গেছে; জানইত সে একজন অভিনেত্রী।

বিনীতা—দেখ তাজমহল, সে অভিনেত্রীই হোক্ আর যাই হোক্, সে যে একজন নারী সে কথা ত অবিশ্বাস ক'রলে চ'ল্‌বে না। তাছাড়া সাধারণ নারী নয় সে। সে খুবই সুন্দরী, মার্জ্জিত-রুচি-সম্পন্না, চতুরা ও লীলাময়ী। পুরুষের পক্ষে তাকে ভালবাসা ফুল-ফোটার মতই স্বাভাবিক। সে যখন নিজ মুখে স্বীকার ক'রে গেছে তুমি তাকে ভালবাস, তখন তার কথা অবিশ্বাস ক'রতে প্রাণ চায় না। সেও যে তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে কুণ্ঠিত নয়—এ কথা নারী আমি,—আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু, এ তুমি কি ক'রলে তাজমহল!

তাজমহল—কি বিপদেই পড়া গেল! কি ব'ল্‌লে তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রবে তাই বল।

বিনীতা—তোমাকে আর আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি না। কয়েক দিন থেকে প্রাতভ্র্মণের অজুহাতে—অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে বাইরে আসার কি প্রয়োজন তা' আমি এখন বেশই বুঝ্‌তে পারছি। যে কলঙ্কের কালিমা আমার নামের সঙ্গে লেপন ক'রে দিয়েছ তার জন্য আজীবন আমাকে সমাজের কাছে মস্তক নীচু ক'রে থাক্‌তে হ'বে; কিন্তু তুমি ব'লবে তাতে তোমার কি আসে যায়, তোমরা যে পুরুষ, সমাজ-রক্ষক!

তাজমহল—দেখ বিনীতা, আমি ভগবানের নিকট শপথ ক'রে ব'লছি আমি মন্থরা দেবীকে কোনও দিন ভালবাসিনি এবং কখনও ভালবাসবো না। তবে এ কথাটা সত্য যে, সে আমাকে ভালবাসে। আমি তাকে ঘৃণা করি, সে আমাকে জব্দ ক'রবার জন্য, তোমার কাছে আমায় হীন প্রতিপন্ন ক'রবার জন্য সে মিথ্যা ক'রে ব'লে গেল 'আমি তাকে ভালবাসি।' সে চায় আমায় বিবাহ ক'রতে, তার জন্য যদি তাকে অভিনয় ছাড়্তে হয়, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ ক'রতে হয় তাতেও সে পশ্চাৎপদ নয়। এতক্ষণ সে আমার কাছে প্রেম নিবেদন ক'রছিল, আমি তাকে দূর ক'রে দিয়েছিলাম। আমি নিছক্ সত্যকথা ব'ল্লাম, এখন তুমি যদি তা বিশ্বাস না কর, তা হ'লে বুঝ্‌ব তোমার কাছে সত্যকথার কোনই মূল্য নেই।

বিনীতা—যাদুমন্ত্রে কেন আর আমায় মুগ্ধ ক'রতে চাও! আমার গন্তব্য পথ আমি স্থির ক'রে ফেলেছি। তোমার কোনও দোষ নেই, দোষ আমার অদৃষ্টের। আমি তোমায় খুব ভালবাসি; কিন্তু একবৃন্তে দু'টি ফুল থাকৃতে পারে না—কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী উভয়ের স্থান এখানে থাকতে পারে না।

(বিনীতা সবেগে প্রস্থান করিল।)

তাজমহল—পাপিষ্ঠা মন্থরা যে বিষবৃক্ষ রোপণ ক'রে গেল, তার মূলচ্ছেদ যে কিরূপে হ'বে কে জানে! এখন থেকে সে

আমাদের শত্রুর আসন গ্রহণ ক'রবে, আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রবে। একদল স্ত্রীলোক দেখ্‌ছি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন, এদিকেই আস্‌ছেন তাঁরা; এখানে আর থাকা নিরাপদ নয়। যাই, বিনীতা কি ক'রছে দেখা যাক্; সে যেরূপ ক্রোধান্বিত হ'য়েছে, তাকে শান্ত করা বড়ই কঠিন হ'বে—উপস্থিত অসম্ভব ব'লেই মনে হয়।

(তাজমহল প্রস্থান করিল এবং ভ্রমণ করিতে করিতে তিন জন শিক্ষয়িত্রী প্রবেশ করিল।)

মিস্ হাজরা—সত্যি ব'লছি মিস্ দাঁ, মিস্ জানার কর্ত্তব্য হয় নি মিষ্টার ব্যানার্জ্জির মোটর ড্রাইভারের পোষ্ট accept করা; after all মিষ্টার ব্যানার্জ্জি হ'চ্ছেন বিপত্নীক এবং still young.

মিস্ দাঁ—সে ত ঠিক কথা মিস্ হাজরা। আপনি যখন এরূপ কথাই তুল্‌লেন তখন আপনাকে একটা কথা না ব'লে থাকৃতে পারছি না, কথাটা অপ্রিয় কিন্তু সত্য—কিছু মনে ক'রবেন না। আপনার ভালোর জন্যই ব'লব। "অগামারা" কলেজের প্রফেসার গন্ধবন্ধু গাঙ্গুলীকে আপনি অবশ্যই বিশেষভাবে চেনেন। শুনলাম তিনি এখনও অবিবাহিত; কাজেই শিক্ষয়িত্রী হিসাবে আপনার তাঁর সঙ্গে রাত্রির showতে মিনার্ভা টকিতে যাওয়া মোটেই শোভন হয় নি। শুন্‌ছি আপনার এই কাজটা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের notice attract ক'রেছে; আপনি এখন থেকে একটু সাবধান হ'য়ে যান।

মিস্ সাহা—তবে ভাই মিস্ দাঁ, তোমার ত সেই কাজটী মোটেই ভাল হয় নি, ভবিষ্যতে তোমাকেও সাবধান হ'তে আমি অনুরোধ করি।

মিস্ দাঁ—আমার কোন্ কাজটী ভাল হয় নি মিস্ সাহা?

মিস্ সাহা—মিষ্টার পাঁজা, আপনার দূর সম্পর্কে ভগিনীপতি হন সত্য; কিন্তু তিনি আজ বছর খানেক হোটেলে একাকী আছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্ স্ত্রীলোক-ঘটিত অনেক ইতিহাস লোক-সমাজে প্রচারিত আছে। কাজেই তাঁর কক্ষে ব'সে রাত্রে সেদিন আপনার একাকী আহার করাটা খুবই বিসদৃশ ঠেকেছে আমাদের কাছে।

মিস্ হাজরা—মিস্ সাহা, আপনার ছিদ্রান্বেষণ প্রবৃত্তিটা বিশেষ জোরালো। আপনার নিজের মধ্যে কতখানি গলদ তা কি আপনি বুঝিতে পারেন না? না, বুঝ্তে চান না? প্রগতিশীল অতি-আধুনিক ছোক্‌রা লোকদের সঙ্গে এদেশ-ওদেশ যে সভা-সমিতি ক'রে বেড়ান, সেটা কি খুব ভাল কাজ মনে করেন? ব'লতে গেলে অনেক কথা এসে প'ড়বে, তাই বলি oil your own machine. দেখুন মিস্ দাঁ, এই বাংলাতে যে পাঞ্জাবী মেয়েটী থাকে তার মুখ যেন আমার চেনা-চেনা মনে হয়, কোথায় যেন তাকে দেখেছি। মেয়েটী বাঙালীর মেয়ে, লভ্ ক'রেছে, পাঞ্জাবীর পোষাকে পাছে ধরা পড়ে। চলুন মেয়েটীর সঙ্গে একদিন আলাপ করা যাক্—কি বলুন?

মিস্ সাহা—বেশ ত, কাল বিকেলে আসা যাবে। আমরা আজ বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর এসে প'ড়েছি—এখন ফেরা যাক্

(শিক্ষয়িত্রীদের প্রস্থান।),

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ঘটোৎকচের শয়ন কক্ষ।

সময়—প্রাতঃকাল ।

ঘটোৎকচ একটি চেয়ারে বসিয়া আছে, তাহার হস্তে একটি হিসাবের খাতা, তাহাই সে দেখিতেছিল।

ঘটোৎকচ—এই যে এত টাকা রোজগার ক'রলাম—সব গেল কোথায়? আমার অসুখে কি এতগুলো টাকা খরচ হ'য়ে গেল! তা হ'তে পারে না। আমার কি হ'য়েছে ডাক্তারেরা কিছুই ঠিক্ ক'রতে পারছে না কেন? বিনীতা শেষকলে এমন ধারাটা ক'রলে! সে বোধ হয় আর বেঁচে নেই; নইলে সে বুড়ো বাপ মাকে এতদিন ছেড়ে কিছুতেই থাকৃতে পারে না। গিন্নি, ও গিন্নি।

(নেপথ্যে জগত্তারিণীর কণ্ঠস্বর—"যাই"।)

এদিকে এস ত।

(জগত্তারিণীর প্রবেশ)

এই হিসেবের খাতাটা দেখ্ছি আর বুক আমার ভয়ে গুর গুর

ক'রে উঠ্‌ছে। আর আমাদের কত টাকা আছে জান? মোটে এক হাজার টাকা। আমার অসুখের জন্য কেন এত টাকা খরচ ক'রছ ?

জগত্তারিণী—সেজন্য তোমায় ভাবতে হ'বে না। তুমি ভাল হ'য়ে ওঠ ভগবানের নিকট সর্ব্বক্ষণ এই প্রার্থনা করছি। তুমি মনটাকে প্রফুল্ল ক'রে তোল, তাহ'লেই তোমার রোগ সেরে যাবে। রোগ তোমার মনে, শরীরে নয়। ডাক্তারেরা কতকগুলো অষুধ মিছামিছি খাইয়ে যাচ্ছে, আসল রোগ তারা ধ'রতেই পারছে না।

(জগচ্চন্দ্রের প্রবেশ।)

জগচ্চন্দ্র—বি-ডি-রে ডাক্তার বাবু এসেছেন।

ঘটোৎকচ—ডাক্তার কেন যে তুমি ডাকাও গিন্নি, কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

জগত্তারিণী—সাধে কি আর ডাকি, মন যে মানে না।

ঘটোৎকচ—আচ্ছা তুমি এস। (জগচ্চন্দ্রের প্রতি) যা ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।

(জগত্তারিণী ও জগচ্চন্দ্র প্রস্থান করিল।)

বেটা বি-ডি-রে ডাক্তার এমন তিত ওষুধ দেয়, যে তা খাওয়া মাত্রই মনে হয়, মুখ দিয়ে নাড়ী-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে আস্‌বে।

(ডাক্তার বি-ডি-রে প্রবেশ করিল।)

বি-ডি-রে—হ্যালো, ঘটোৎকচ বাবু, আজ কেমন বোধ ক'রছেন ?

ঘটোৎকচ—বেশ ভালই বোধ করছি ডাক্তার বাবু; আর বোধ হয় ওষুধ খাবার দরকার হবে না।

(ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করিতে লাগিল।)

বি-ডি-রে—দেখুন ঘটোৎকচ বাবু, আপনার Lungs, Heart, Stomach, প্রভৃতি সবই বেশ ভাল দেখছি; তবে আপনার চেহারা দেখলে—আপনাকে অসুস্থ ব'লে বোধ হয়। আপনার Blood, Sputum, Urine সবই Bacteriologically test করা হ'ল আপনার real disease ধরা প'ড়ছে না কেন? আপনার রাত্রে ঘুম কেমন হচ্ছে?

ঘটোৎকচ—ভালই, তবে ক্ষিদের জন্য রাত্রে দুচারবার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

বি-ডি-রে—I see. You require more food. আমি খাবারের একটা list ক'রে দিয়ে যাচ্ছি—সেই অনুসারে আজ থেকে খাবেন।

(বি-ডি-রে খাবারের তালিকা লিখিতে লাগিল।)

সকালে এখন পর্য্যন্ত কি খেয়েছেন?

ঘটোৎকচ—কিছুই খাই নি, এইবার দুধ-সাগু আস্‌বে, এলে খাবো।

(একটি হাঁড়ি লইয়া জগচ্চন্দ্র প্রবেশ করিল।)

বি-ডি-রে—(জগচ্চন্দ্রের প্রতি) হাঁড়িতে কি আছে?

জগচ্চন্দ্র—এজ্ঞে, বাবুর জন্য দুধ-সাগু নিয়ে এসেছি।

বি-ডি-রে—Oh; My God! আপনার আহার অতি সামান্যই দেখ্‌ছি। আপনি এই list মত আহার ক'রে যাবেন, You will be allright in a few days. হ্যাঁ দেখুন,

আমার ভিজিটের টাকাগুলো আজকে Kindly পাঠিয়ে দেবেন। কিছুই ভাববেন না, আপনি শীঘ্রই আরোগ্যলাভ ক'রবেন।

(বি-ডি-রে প্রস্থান করিল।)

ঘটোৎকচ—বাকি হাজারটাকা দেখ্‌ছি ডাক্তারের উদরেই যাবে।

(হোমিওপ্যাথ হরিহর হোড় এবং তাহার পশ্চাৎ একজন যুবক এক বাক্স হোমিওপ্যাথির পুস্তক লইয়া প্রবেশ করিল।)

সর্ব্বনাশ! একেবারে লাইব্রেরী নিয়ে এসেছেন যে হোড় মশায়! আমার ব্যারামটাকে একেবারে দেশ ছাড়া না ক'রে ছাড়বেন না দেখ্‌ছি; বেচারা পুস্তকের চাপ সহ্য ক'রতে কিছুতেই পারবে না।

হরিহর—ঠিক ব'লেছেন ঘটোৎকচ বাবু, আজকে আপনার রোগের চরম প্রতিকার ক'রে তবে ছাড়ব; আপনি কেমন আছেন বলুন?

ঘটোৎকচ—খুবই ভাল আছি।

হরিহর—ঐ ত আপনার রোগ, আপনি নিজে বুঝ্‌তে পারছেন না যে আপনি অসুস্থ। আচ্ছা, কোন্ পাশ ফিরে শুতে আপনার ভাল লাগে?

ঘটোৎকচ—কোনও পাশই নয়।

হরিহর—হুঁ, খুব বেশী হাই তোলেন কি?

ঘটোৎকচ—মাঝে মাঝে তুলি বই কি; তবে ঘুম পেলে বেশী তুলি,

তখন মনে হয় হাই তুল্‌তে তুল্‌তে পটোলই বুঝি বা তুলে ফেলি।

হরিহর—অন্ধকারে কোনওরূপ বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখ্‌তে পান কি?

ঘটোৎকচ—অন্ধকারে দেখি না, তবে আলোয় দেখ্‌তে পাই।

হরিহর—এখন দেখ্‌তে পাচ্‌ছেন কি?

ঘটোৎকচ—হাঁ, দেখ্‌তে পাচ্‌ছি।

হরিহর—কোথায়?

ঘটোৎকচ—(হরিহরকে দেখাইয়া) আমার সামনে।

হরিহর—হুঁ, আপনার ভয় ক'রছে কি?

ঘটোৎকচ—ভীষণ ভয় ক'রছে।

হরিহর—আপনার ক্রোধ কিরূপ?

ঘটোৎকচ—খুব বেশী।

হরিহর—হুঁ, আমার বোধ হয়—অন্যমনস্ক ভাব, উৎকণ্ঠা ভাব, খামখেয়ালী ভাব, বিমর্ষ ভাব এমন কি আত্মহত্যা ভাবও আপনার মধ্যে অধিক ভাবেই আছে। Am I right?

ঘটোৎকচ—অনেকটা right.

(ঘটোৎকচ দুধ সাগু পান করিতে লাগিল।)

হরিহর—(যুবকের প্রতি) দু'নম্বর বইটা দাও ত।

(যুবক বই দিল।)

(যুবকের প্রতি) এঁর রোগের যেসব symptom দেখ্‌ছি তাতে অনেকগুলো ওষুধ-ই দিতে পারা যায়—ওপিয়ম্, নক্সভমিকা, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, একোনাইট, ইগ্নেসিয়া এবং

অরম্‌মেট ; তবে আমার মনে হয় এঁর একটাও লাগবে না। তবু পাঁচ নম্বর বইটা দাও ত। (যুবক বই দিল) হাঁ, এঁর রোগ দুঃখ ও শোক জনিত ব'লে বোধ হয়, এসিড্‌ফস্‌ ৩০ এর অব্যর্থ ওষুধ। দেখুন ঘটোৎকচ বাবু, আপনার রোগ আমি সঠিক নির্দ্ধারণ ক'রেছি ; চার পুরিয়া ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি দুদিনের জন্য—ব্যস্‌, আপনি একেবারে ঠিক হ'য়ে যাবেন।

ঘটোৎকচ—ডাক্তার বি-ডি-রে আমার জন্য একটি খাবারের তালিকা ক'রে দিয়েছেন, ঐ যে টেবিলের ওপর রয়েছে, দেখুন ত আপনার ওষুধের সঙ্গে খাপ খাবে কি না!

হরিহর—(তালিকা পাঠ করিয়া) সর্ব্বনাশ! এ খাবার কি আমাদের ধাতে সয়! Ox tongue, Sheeps liver, Shin Bone, Sheeps brain—আরে, ছ্যাঃ, উচ্চারণ ক'রলেও স্নান ক'রতে হয় ; ডাক্তার Ray নিশ্চয় পাগল হ'য়ে গেছে।

(হরিহর তালিকা মেঝেতে ফেলিয়া দিল।)

মনে রাখবেন ঘটোৎকচ বাবু, হোমিওপ্যাথ হরিহর হোড়ের ওষুধে কথা কয়—খেলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে।

(কবিরাজ কর্ম্মখালি কর্ম্মকারের প্রবেশ।)

কবিরাজ—এই যে ডাক্তার হোড় যে—

হরিহর—নমস্কার কবিরাজ মশায়।

ঘটোৎকচ—নমস্কার কবিরাজ মশায়।

কবিরাজ—নমস্কার, নমস্কার। ডাক্তার, তোমাদের বিলক্ষণ সুবিধা হ'য়ে গেল, কি বল?

হরিহর—কেন কবিরাজ মশায় ?

কবিরাজ—দু' পয়সায় যে এক ড্রাম হোমিওপ্যাথিক্ ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে হে। তার ওপর এক আনা সংস্করণ "হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা" বেরিয়েছে; এইবার মাখম, মুদী, কেষ্টা বারুই, বলাই বাগ্‌দী, প্রভৃতি সকলেই এক এক জন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হ'য়ে উঠ্‌বে।

হরিহর—কবিরাজ মশায়, আপনি দেখ্‌ছি খুবই বৃদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছেন। এক কাজ করুন, বি-ডি-রে ডাক্তারের নিকট থেকে monkey gland injection নিয়ে নিন্—পুনর্যৌবন লাভ ক'রবেন।

কবিরাজ—হাসালে হরিহর, হাসালে; ইন্‌জেক্‌সেন নিয়ে যৌবন ফিরে পাবো সত্য, কিন্তু অন্তরে যে বানরের প্রচণ্ড যৌবন-প্রবৃত্তি মাথা উঁচু ক'রে উঠ্‌বে, তার কি উপায় হ'বে ব'ল্‌তে পার! বাহিরে মানুষের যৌবন, অন্তরে মর্কটের প্রবৃত্তি, তাকে মানুষ ব'লবে না, 'মানুর্কট' ব'লবে? এখন থাক্, এ বিষয়ে পরে একদিন তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাবে।

হরিহর—আচ্ছা, আজ তাহ'লে আসি কবিরাজ মশায়! ঘটোৎকচ বাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যা ওষুধ দিয়ে গেলাম—একেবারে ধন্বন্তরি। আমার ভিজিটটা আজই পাঠিয়ে দেবেন, নমস্কার।

(হরিহর ও যুবক প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।)

ঘটোৎকচ—লাইব্রেরীটা সঙ্গে নিয়ে গেলেন না যে?

হরিহর—ও-হাঁ, ধন্যবাদ। (যুবকের প্রতি) তুমি ত বড় অন্যমনস্ক

দেখ্ছি; হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র বড়ই জটিল, সব সময়ে মাথা ঠিক রেখে কাজ ক'রতে হয়।

(পুস্তকের বাক্স লইয়া হরিহর ও যুবক প্রস্থান করিল।)

কবিরাজ—ঘটোৎকচ, আজকাল কবিরাজ কর্ম্মখালি কর্ম্মকার, বৈদ্যরত্নকে চেনে না কে! এক মিনিট বিশ্রামের সময় পাওয়া যায় না, এখান থেকে ঔষধালয়ে গিয়ে দেখবে পঞ্চাশ ষাট জন রোগী হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছে। ভাব্ছি এবার ভিজিটটা ১৬, টাকা ক'রে দেবো, তা ক'রলেও কি আমার শান্তি আছে? রোগীর সংখ্যা বাড়বে বই ক'মবে না। হাঁ, দেখি তোমার নাড়ী।

(কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল।)

এঃ, এযে একেবারে বায়ু-পিত্ত-কফ তিনটে মিলে একেবারে তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়ে দিয়েছে—তবে বায়ু বিশেষ কুপিত হ'য়েছে। (স্থুর করিয়া)

শ্মশানে প্রেত নাচে।
ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যো ব্যোম্ ব'লে প্রেত নাচে।
ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, নাচে চরাচর,
সবার মাঝারে নাচে ভোলা দিগম্বর;
ঘটোৎকচ তার সাথে নাচে নিরন্তর—।

(সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঘটোৎকচ নাচিতে লাগিল।)

তোমার কি রোগ ধ'রে ফেলেছি, বায়ু বিশেষ ভাবেই

কুপিত হ'য়েছে ; বহুদিনের চিকিৎসা প্রয়োজন, ওষুধ বাসায় গিয়ে পাঠিয়ে দেবো। ভিজিটের টাকাটা ওষুধের দামের সঙ্গে পাঠিয়ে দিও।

(কবিরাজের প্রস্থান)

ঘটোৎকচ—বেটা বিট্‌কেল ক'বরেজ, তোর চোদ্দ পুরুষ পাগল। (জগচ্চন্দ্রের প্রতি) তোকে ব'লে রাখছি—কোনও ডাক্তার বদ্যিকে বাড়িতে প্রবেশ ক'রতে দিবি না ; বেটারা মানুষ নয়, এক একটা ছিনে জোঁক—রোগীর সমস্ত রক্ত তিলে তিলে টেনে চুষে খেয়ে তবে তাকে ছাড়বে।

(জগচ্চন্দ্রের প্রস্থান এবং সুদর্শন ও গণৎকারের প্রবেশ।)

সুদর্শন—নমস্কার বড় বাবু।

গণৎকার—নমস্কার বড় বাবু।

ঘটোৎকচ—এস, এস বস, বলি আফিসের খবর কি সুদর্শন ? এখন ত তুমি বড় বাবু।

সুদর্শন—আপনি কি যে বলেন তার ঠিক নেই ; বড় বাবু আপনি, আমি ত আপনার পাদুকা-বাহক মাত্র। আফিসের এখন বড়ই দুর্দ্দিন, আপনি কবে কাজে যোগ দেবেন ?

ঘটোৎকচ—শরীরের চেয়ে মনটাই বিশেষ খারাপ, কাজে যোগ দিতে আমার ইচ্ছা নেই।

সুদর্শন—মন ত খারাপ হ'বারই কথা, মেয়েটী বেরিয়ে গেল, আপনার বুক ভেঙ্গে দিয়ে গেল।

ঘটোৎকচ—মন আমার সেজন্য খারাপ নয় ; মেয়েকে তাজমহল বিয়ে

ক'রেছে। আমি অসুস্থ থাকায় আমার এক নিকট আত্মীয় কন্যা সম্প্রদান ক'রেছেন।

সুদর্শন—শুনে বড়ই আনন্দিত হ'লাম ; আপনার অসুস্থতার জন্য আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত।

ঘটোৎকচ—এ ভদ্রলোকটী কে ?

সুদর্শন—ইনি একজন গণৎকার, সামুদ্রিক বিদ্যায় এঁর অভিজ্ঞতা খুব বেশী ; আমার বহুদিনের পরিচিত ইনি। এঁকে এখানে এনেছি এই কথা জানবার জন্য—আপনার গ্রহের কুদৃষ্টি আর কতদিন থাকবে। বড় বাবুর হাতটী দেখত গণৎকার।

গণৎকার—(ঘটোৎকচের হাত দেখিয়া) আপনি কি সামুদ্রিক শাস্ত্র বিশ্বাস করেন ?

ঘটোৎকচ—খুব বেশী রকম বিশ্বাস করি। দেখ্‌ছেন না পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচটী আংটী গ্রহের কুদৃষ্টি থেকে আমায় রক্ষা ক'রবার জন্য র'য়েছে।

গণৎকার—আপনার গুরুদেব র'য়েছেন দেখছি, আপনার গুরু একজন মহাত্মা ব্যক্তি, তাঁর কৃপা আপনার উপর সম্যক্ ভাবে আছে দেখ্‌ছি। তাঁর আশীর্ব্বাদে কুগ্রহের দৃষ্টি আপনার ওপর পতিত হ'তেই পারে না। আপনার প্রথম শ্রেণীর ভাগ্য, মুক্ত পুরুষের যে রকম হয়। আপনি যত ইচ্ছা মিথ্যা কথা ব'লতে পারেন, জোচ্চুরি বাটপারিতে যোগ দিতে পারেন, তার কুফল আপনাকে স্পর্শ ক'রতে সাহসী হ'বে না। আপনি নির্ব্বিকার হ'য়ে ব'সে থাকুন, আপনার কাজ পাঁচজনে

আনন্দের সঙ্গে ক'রে দিয়ে যাবে ; মুখে ভগবানের নাম নেবেন পাঁচজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে ; বাড়িতে প্রত্যহ সাত্ত্বিক আহার ক'রবেন যাতে খরচ কম হয়, লোকে জিজ্ঞাসা ক'রলে ব'লবেন —স্বাস্থ্য খারাপ, মাছ-মাংস-ঘি-দুধ-সহ্য হয় না। অপরের বাড়িতে এ-সব খাবেন, জানেন ত উপরোধে ঢেঁকি পর্য্যন্ত গেলা যায়। গঙ্গাস্নান ক'রে পরের সর্ব্বনাশ ক'রতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'বেন না, মহাপুরুষ আপনি, আপনাকে নমস্কার করি।

ঘটোৎকচ—আপনার হাত গোণায় বেশ একটু নতুনত্ব দেখছি।

(পদ্যকুমার ও মিষ্টভাষীর প্রবেশ।)

আপনাদের কি উদ্দেশ্যে আগমন ?

মিষ্টভাষী—উদ্দেশ্য না থাকলে কি আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির নিকট আমরা আসি ; কি জানেন আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা খেতে পাচ্ছে না।

ঘটোৎকচ—আমার কাছে এসে ত কোনও লাভ হ'বে না। আপনাদের আমি ত এখন বড়বাবু নই। (সুদর্শনকে দেখাইয়া) ইনি হ'চ্ছেন আজকাল বড় বাবু ; এঁকে সুবিধামত ধ'রবেন যদি ইনি কিছু আপনাদের ক'রে দেন।

পদ্যকুমার—আমাদের জন্য আপনাদের কাছে আসি নি।

ক্ষুদ্র স্বার্থে দিয়ে জলাঞ্জলি,
বিশ্বপ্রেম এরোপ্লেন চড়ি',
ঘুরিতেছি মোরা প্রতি গৃহে গৃহে, ভিক্ষাপাত্র
হাতে নিয়ে।

শূন্যতারে,
লইব ভরিয়া,
মুদ্রা-রূপী সহানুভূতির
বিরাট পূর্ণতা দিয়ে।

সুদর্শন—দেখুন ওসব বাজে কথার গাঁথুনি ছেড়ে আসল বক্তব্যটা ব'লে দিলে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

মিষ্টভাষী—তাহ'লে বক্তব্যটা বলা যাক্, আমাদের এই অনশন-ক্লিষ্ট, বেরিবেরি-কলেরা-যক্ষ্মা-টাইফয়েড-মেনিন্‌জাইটিস্ - নিগড়াবদ্ধ ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র শিক্ষিত যুবকেরা অন্নের সংস্থান ক'রতে না পারায়, অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিত অবস্থায় কোনরূপে কালাতিপাত ক'রছে। তাদের অবস্থার উন্নতি কল্পে একটি সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছে, তার নাম "নিখিল ভারতীয় শিক্ষিত বেকার যুবক সম্মেলন", এই সমিতির স্থায়িত্ব নির্ভর ক'রছে দেশের এবং দশের অর্থসাহায্য এবং সহানুভূতির উপর।

সুদর্শন—আপনার বক্তব্যটা বিশদ ভাবেই বোঝা গেছে, এখন আপনারা আস্‌তে পারেন।

মিষ্টভাষী—আমরা কিঞ্চিৎ চাঁদা আশা করি।

ঘটোৎকচ—দেখুন আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ এবং আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে; তবে আমার কাছ হ'তে কোনওরূপ আর্থিক সাহায্য আশা না করাই উচিত। আপনারা সকলেই এখন বিদায় নিলে আমি বিশেষ বাধিত হ'ব, আমার শারীরিক

অবস্থা বিশেষ খারাপ এবং আমিও আপনাদের সহানুভূতির পাত্র।

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।)

ইন্দ্রজিৎ—বাবা, বিনীতার খোঁজ পাওয়া গেছে, বেনারস থেকে একজন ভদ্রমহিলা টেলিগ্রাম ক'রেছেন, টেলিগ্রামটা পড়ি শুনুন :—
Your daughter's whereabouts known. Come immediately following address. Manthara Devi, Parinivas, Bangalitola.

(ঘটোৎকচ নিশ্চল অবস্থায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, জগচ্চন্দ্র তাহাকে হিসাবের খাতা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল, ইন্দ্রজিৎ পিতার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল ; এবং অপর সকলে তথায় অবস্থান করা যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া প্রস্থান করিল।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বেনারস,

সময়—প্রাতঃকাল।

মন্থরা দেবী একটি সুসজ্জিত কক্ষে আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান করিতে করিতে প্রসাধনে রত, দূরে একটি শোফায় বৃদ্ধ ধূম্রলোচন পাল উপবিষ্ট। বৃদ্ধ পুস্তক পাঠ করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে মন্থরার গানের সহিত পুস্তকের উপর তান দিতেছিল।

গান।

সুর—মিশ্র। (তাল—কাহারবা ও দাদ্রা।)

মনের বাগানে কি শুভ লগনে,
ফুটেছে রে এক ফুল-কলি,
কলি ফুটেছিল, কলি হেসেছিল,
জুটে গেল তাই কালো অলি।
মলয়া বহিছে ধীরে কিশোরী হিয়ার তীরে,
'আমের শাখার শিরে,
কোকিলা গাহিছে মন দলি'।

মন্থরা—দাদু, সত্যি বল্‌ছি তোমার এসব আর আমার মোটেই ভাল লাগে না।

ধূম্রলোচন—কেন বল্ দিকি, দিদি ?

মন্থরা—কিসের জন্য আমার রূপ, ঐশ্বর্য্য ও সঙ্গীত! আমি ত বিন্দুমাত্র প্রাণে শান্তি পাই না; আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না দাদু, আজ ব'লতেই হ'বে আমার পিতার নাম, আমার বংশ-পরিচয়।

ধূম্রলোচন—সে কথা শুনে তোর কি লাভ হ'বে, দিদি ?

মন্থরা—আমার মস্ত লাভ হ'বে, আমি একজনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাই, আমায় একজন নিদারুণ ভাবে অপমান ক'রেছে।

ধূম্রলোচন—বুঝেচি দিদি, তুই কাউকে ভালোবেসে ফেলেছিস্; ভালবাসায় ত বংশ-বিচার থাকেনা, অতনু যে অন্ধ! তাছাড়া, তুই ত মন্থরা—দেবী; উচ্চ বংশোদ্ভূত না হ'লে নারী কি দেবী হয় ?

মন্থরা—সে কিন্তু বলে আজকাল অনেক বেশ্যা অভিনেত্রীও 'দেবী' উপাধি ধারণ ক'রেছে—জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা ক'রবার জন্য, নিজেদের ভদ্র-পরিবার ভুক্ত প্রতিপন্ন করবার মানসে। তাই সে বলে আমার 'দেবী' উপাধি তদ্রূপ। আমার পিতার নাম আমাকে আজ ব'লতেই হবে দাদু। আমি কিছুতেই ছাড়ছি না; বংশ সম্বন্ধে আজ আমি স্পষ্ট উত্তর পেতে চাই, যদি উত্তর না দাও, আমি আত্মহত্যা ক'রতে কুণ্ঠিত হ'ব না।

ধূম্রলোচন—তোর বাবা কিন্তু তাঁর মৃত্যু সময়ে আমাকে ব'লে গিয়েছিলেন তোকে যেন তোর আসল জন্ম বৃত্তান্ত আমি কখনও না বলি।

মন্থরা—কিন্তু দাদু, আমার প্রতিও ত তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে, ঐ জন্ম-বৃত্তান্তের উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রছে।

ধূম্রলোচন—আচ্ছা, তাহ'লে বলাই যাক্, স্থির হ'য়ে তুই শোন্।

মন্থরা—দাদু আমার বড় ভাল, মাঝে মাঝে মনে হয়, মন্দ কি! তোমাকেই আমি বিয়ে করি।

ধূম্রলোচন—এই দীর্ঘ শুভ্র শনের মত দাড়ি, বলি-কুঞ্চিত চামড়া-ঢাকা এই শরীর, মৃত্যু-ছায়া-ঘন এই কোটরগত চক্ষু দু'টো ঢল ঢল যৌবন-শ্রী ভরা তোর মত তরুণীর মনে প্রণয়-পিপাসা জাগাবার মত আয়োজন বটে।

মন্থরা—আচ্ছা যাক্, এখন আমার জন্মবৃত্তান্ত আরম্ভ কর।

ধূম্রলোচন—সে এক বর্ষাকালের সন্ধ্যা, হাঁ, বর্ষাকালই বটে, আমি এই ঘরটিতে ব'সে গঙ্গার দিকে তাকিয়েছিলাম; অবিরল বৃষ্টিপাত হ'চ্ছিল, আকাশের কালো মেঘ সন্ধ্যাকে বেশী ক'রে অন্ধকারময় ক'রে তুলছিল; ব'সে ব'সে কত কি ভাবছিলাম! আচ্ছা, দিদি, কি ভাবছিলাম বল্ দিকি? তোর ভাবের জোর কতখানি তা' বেশ বোঝা যাবে।

মন্থরা—ভাবছিলে দিদিমার কথা, তুমি মনে ক'রেছিলে আমি উত্তর দিতে পারব না।

ধূম্রলোচন—হাঁ, উত্তরটা অনেকটা ঠিক হ'য়েছে; আমি ভাবছিলাম মহাকবি কালিদাসের কথা, তাঁর মেঘদূতের কথা। বিরহী যক্ষের মনোব্যথার সাথে আমার বিরহের ব্যথা মিশিয়ে দিয়ে প্রাণে আনন্দানুভব ক'রছিলাম।

মন্থরা—দাদু, তোমার কাছে আমি কাব্য-কথা শুন্‌তে চাই না !

ধূম্রলোচন—তা' শুন্‌বি কেন ! এক জোড়া মসীকৃষ্ণ তরুণ গোঁফ, প্রেমের মায়া-কাজল মাখা দু'টি আঁখি, স্বপ্নপুরীর রাজকুমারের নিটোল স্বাস্থ্য—এই সব যদি এই বক্তার থাকৃত, তাহলে তুই আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, আকুল আগ্রহে তার কাছে কাব্য কথা শুন্‌তিস্।

মন্থরা—তোমার কাছে হার মান্‌ছি দাদু, তুমি আসল কথাটা বল, অন্য কথা শোন্‌বার আমার কোনও আগ্রহ আজ নেই।

ধূম্রলোচন—ব'লছি দিদি শোন, সেই সন্ধ্যায় আমার এই আঁধার ঘেরা ঘরে কার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কার কণ্ঠস্বর কাণে গেল—'ধূম্রলোচন বাবু, আছেন কি ?' আমি ব'ললাম, 'আছি বই কি, দাঁড়াও আলোটা জ্বেলে নি।' আলো জ্বেলে দেখি—আড়ম্বর আইচ, সঙ্গে,—তার বছর ছ'য়েকের একটি ফুটফুটে মেয়ে। আড়ম্বরের সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ, এলাহাবাদে আমার প্রতিবেশী ছিল, আমি তাকে নিজের ছেলের মত ভালোবাস্‌তাম। সে আমার পা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—'আমার একটি উপকার ক'রতে হ'বে আপনাকে, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমার এই মেয়েটীকে আপনাকে দিলাম মানুষ করবার জন্য ; এর খরচ বাবদ এই সামান্য টাকা আপনাকে গ্রহণ ক'রতে হ'বে।' আমি ত অবাক্, জিজ্ঞাসা ক'রলাম, 'এ কি ব্যাপার ! আমি একলা থাকি, আমি তোমার মেয়েটীকে কেমন ক'রে মানুষ ক'রব ;

তাছাড়া তুমি ত বিয়ে কর নি, এ মেয়েটী তবে কার?' সে ব'ল্‌লে,—'খুবই করুণ স্বরে,' এ মেয়েটীকে আপনার হাতে দিলাম, মাঝে মাঝে আমি একে দেখে যাবো।' সে মেয়েটী কে—বল্‌ দিকি মন্থরা?

মন্থরা—বেশ কথা তুমি জিজ্ঞাসা ক'রলে দাদু, আমি কি রকম ক'রে ব'লব সে মেয়েটী কে!

ধূম্রলোচন—সে মেয়েটী হচ্ছিস্‌ তুই; আমাকে অধিক কথা ব'লবার সুযোগ না দিয়েই মেয়েটীকে আমার কাছে রেখে বিদ্যুতের মত সে চ'লে গেল, মেয়েটী কেঁদে উঠল, আমি তাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধ'রে তাকে শান্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম। কত কষ্টে তাকে মানুষ ক'রেছি, তা আমিই জানি!

মন্থরা—আমি আমার মার কাছে মানুষ হ'লাম না কেন দাদু? বাবাই বা আমাকে ত্যাগ ক'রে গেলেন কেন?

ধূম্রলোচন—এ প্রশ্ন দুটি নাই বা ক'রলি দিদি, উত্তর দিতে আমার বুক ফেটে যাবে দিদি।

মন্থরা—লক্ষ্মী দাদু আমার, তোমার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রছে; যখন সবই ব'ললে তখন প্রশ্ন দুটির উত্তর দাও দয়া ক'রে দাদু।

ধূম্রলোচন—বেশ, তবে বলি শোন। তোর বাবা আড়ম্বর, একবার মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়। ঘটনা ঘটে এলাহাবাদে। চিকিৎসার জন্য তাকে এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে একজন খৃষ্টান নার্স তাকে শুশ্রূষা ক'রত; সুন্দরী ও

যুবতী নার্সটীর ঐকান্তিক শুশ্রূষার গুণে আড়ম্বর আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু শুশ্রূষাকারিণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে প্রেম নিবেদন ক'রে ফেলে। ক্রমে উভয়ের গোপন মিলনের ফলে তোর জন্ম হয়। লোক লজ্জার ভয়ে তোর বাবা তোকে এবং তোর মাকে কাশীতে একটি বাসা ভাড়া ক'রে রেখে দেয়। তুই যখন বছর ছয়েকের, তখন তোর মা মারা যায় এবং সেই থেকে তুই আমার কাছেই র'য়েছিস্, তোর বাবাও মারা গেছে। এলাহাবাদে তোর বাবার একখানি বাড়ী আছে, সেই বাড়ীটা তার এক ভাগ্‌নেকে সে দিয়ে গেছে।

মন্থরা—বাবার সেই ভাগ্‌নে এখন কোথায় ?

ধূম্রলোচন—কোথায় সে তা আমি জানি না।

মন্থরা—তার নাম কি ?

ধূম্রলোচন—তার নাম হ'চ্ছে তাজমহল তালুকদার, ও কি ! তুই চম্‌কে উঠ্‌লি যে ?

মন্থরা—দাদু, আমি কি আরব্যোপন্যাস শুন্‌ছি !

ধূম্রলোচন—আরব্যোপন্যাস নয় দিদি, আমি যা ব'ললাম তা একেবারে সত্য ঘটনা।

মন্থরা—তাজমহল তালুকদার তাহ'লে সত্যসত্যই আমার পিসতুত ভাই ?

ধূম্রলোচন—হাঁ, ত একরকম তাই হ'ল বই কি !

মন্থরা—তোমার এ কথা বিশ্বাস ক'রবে কে ?

("কি কথা বিশ্বাস ক'রবে মা ?" এই কথা বলিতে বলিতে ত্রিলোচন প্রবেশ করিল।)

মন্থরা—বাবা, তুমি আর আমার বাবা নও, আমি আমার সত্যিকারের বাবার সন্ধান পেয়েছি। তুমি কিন্তু তোমার সত্যিকারের মেয়ের খোঁজ পেলে না এখন পর্য্যন্ত। যদিও তুমি পাগল হ'য়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ।

ত্রিলোচন—তোমার বাবা কোথায় মা?

মন্থরা—স্বর্গে।

ত্রিলোচন—এতদিন কি জান্‌তে না মা যে তোমার বাবা স্বর্গে গেছেন?

মন্থরা—না ঠাকুর, এইমাত্র দাদুর কাছে শুন্‌লাম আমার বাবার ইতিহাস।

ত্রিলোচন—তোমার বাবার নাম কি ছিল?

মন্থরা—৺আড়ম্বর আইচ।

ত্রিলোচন—আড়ম্বর! এলাহাবাদের আড়ম্বর আইচ!

ধূম্রলোচন—হাঁ ঠাকুর।

ত্রিলোচন—অসম্ভব, তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত চিরকুমার ছিলেন, তাঁকে আমি বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবেই চিনতাম।

ধূম্রলোচন—আমি ছাড়া অন্য সকলে এইরূপই জানে; মন্থরার মার সঙ্গে আড়ম্বরের বিবাহ হ'য়েছিল গোপনে, প্রেমের দেউলে তাদের মিলনোৎসব সার্থক হ'য়ে উঠেছিল। সামাজিক কোনও আইন বা প্রথা তাদের মিলনে বাধা দিতে সক্ষম হয়নি। আড়ম্বরের এক ভাগ্‌নে ছিল।

মন্থরা—তাঁর নাম তাজমহল তালুকদার।

ত্রিলোচন—তুমি তাকে চিন্‌লে কেমন ক'রে মা?

মন্থরা—তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তিনি এখন এলাহাবাদে তাঁর মামা অর্থাৎ আমার বাবার বাড়ীতে আছেন।

ত্রিলোচন—সে বাড়ীতে ত একজন পাঞ্জাবী যুবক ও একটি পাঞ্জাবী যুবতী আছেন।

মন্থরা—যুবকটী পাঞ্জাবী নন, বাঙালী—আমার তাজমহল দাদা।

ধূম্রলোচন—আচ্ছা ঠাকুর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি আড়ম্বরকে চিন্‌লে কেমন ক'রে? তুমি কি এলাহাবাদে থাক্‌তে?

ত্রিলোচন—ভিখারীর কি কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে বাবা? পাগ্‌লী যেখানে চালিয়ে নিয়ে যায়, আমি সেইখানেই যাই। তাজমহলের সঙ্গে আমার পরিচয় পাগ্‌লী আমায় করিয়ে দিয়েছে; সে কি আজকের পরিচয়! তাকে যে আমি একদিনের শিশু দেখেছি। পাগ্‌লী আমায় এসব কথা ব'লতে নিষেধ ক'রে দিচ্ছে, আর ত আমি ব'ল্‌তে পারি না; বেটী বড় কড়া মেজাজী, খাঁড়া তুলে কি রকম চোখ পাকিয়ে আমার দিকে কটমটিয়ে তাকাচ্ছে দেখ! আমি আসি এখন, আমায় মণিকর্ণিকার ঘাটে যেতে হ'বে।

(ত্রিলোচনের প্রস্থান।)

ধূম্রলোচন—আচ্ছা দিদি, তোর সঙ্গে ত এই পাগ্‌লাবাবার বেশ আলাপ আছে দেখ্‌ছি, ব'ল্‌তে পারিস্ তিনি কে?

মন্থরা—না দাদু, এঁর পূর্ব্ব ইতিহাস আমি কিছুই জান্‌তে পারি নি; সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে স্পষ্ট ক'রে কিছুই বলেন না।

ধূম্রলোচন—আজকার এই কথাবার্ত্তা শুনে আমার কি মনে হ'চ্ছে জানিস্! আমার মনে হয় এই পাগলাবাবা হ'চ্ছেন তাজমহলের বাবা।

মন্থরা—এঁ, বল কি দাদু!

ধূম্রলোচন—হাঁ, দেখ্‌লি না তাজমহলের কথা ব'লতে ব'লতে তিনি কেমন কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন! আমি এখন চ'ললাম তাঁকে খুঁজে বার ক'রে আন্‌তে, তিনি যে তোর পিশেমশায় হ'ন দিদি!

(ধূম্রলোচনের প্রস্থান।)

মন্থরা—ভগবান, তুমিই সত্য। একটা মহাসমস্যার সমাধান ক'রে দিলে দয়াময়! রঙ্গমঞ্চ আমায় ছাড়তেই হ'বে, বিনীতার প্রতি তাজমহলের প্রতি অতীব মাত্রায় অবিচার করা হ'য়েছে, এ সমস্ত শুধ্‌রে নিতে হ'বে, ঘটোৎকচ বাবুকে নিয়ে এলাহাবাদে যাওয়া যাবে।

(লঙ্কেশ্বরের প্রবেশ।)

মন্থরা—এ কি, সভাপতি লঙ্কেশ্বর বাবু যে! বসুন, আমার কি সৌভাগ্য!

লঙ্কেশ্বর—নমস্কার মন্থরা দেবী। আপনারা সকলে "গবেষণা সঙ্ঘ" ছেড়ে দিলেন, আমি শুধুই বাকি রইলাম, সাইন্‌বোর্ড টা এখনও ঝোলানো আছে, তার নীচে আমি আমাদের ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সাইন্ বোর্ডটা ঝুলিয়ে রেখেছি।

মন্থরা—"সঙ্ঘের টাকাকড়ি গুলো ত আপনার কাছেই আছে; আমরা

শীগ্‌গিরি ক'লকাতা ফিরে যাচ্ছি এবং সঙ্ঘ তুলে দিয়ে সেই স্থানে "জাতিভেদ-প্রথা-নিবারণী সভা" আরম্ভ ক'রব। সঙ্ঘের দরুণ আপনার কাছে কত টাকা আছে ?

লঙ্কেশ্বর—এক পয়সাও নেই।

মন্থরা—বলেন কি ! আমরা ত জানি আপনার কাছে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা আছে। সে সব টাকা গেল কোথায় ?

লঙ্কেশ্বর—তাই নাকি, আমি ত কিছুই জানি না।

মন্থরা—আপনি প্রেসিডেণ্ট, আপনি জানেন না, আশ্চর্য্যের কথা ব'ল্‌তে হ'বে। যাই হোক্, আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য জান্‌তে পারি কি ?

লঙ্কেশ্বর—ইন্সিওরেন্সের কাজে আমাকে এখানে আস্‌তে হ'য়েছে, কালকে ক'লকাতায় ফিরে যাচ্ছি, ভাবলাম আপনার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাই।

মন্থরা—বেশ ক'রেছেন, বড় সুখী হ'লাম।

লঙ্কেশ্বর—দেখুন মন্থরা দেবী, আমার একটি প্রস্তাব আছে, ঠিক প্রস্তাব নয়, একটি বিনীত নিবেদন আছে। আপনি যদি একটু কৃপা করেন, তাহ'লে আমার আর্থিক উন্নতির অনেকটা সুবিধা হয়। বৃদ্ধ হ'য়েছি, নিজের ক্ষমতার ওপর আমার একেবারেই আস্থা নেই, তাই আপনাদের মুখাপেক্ষী হ'তে হ'চ্ছে। নর্ত্তকী হিসাবে আপনার নাম বাংলা দেশে কেন সমগ্র ভারতবর্ষের ছোট বড় সকলেই বিশেষভাবে জানে, আমি আমার অফিসে আপনার নেত্রীত্বে একটি নৃত্যোৎসব করাতে চাই ; সেই উৎসবে

বিনা পয়সায় যোগদান করার অধিকার তাদেরই থাক্‌বে যারা আমাদের কোম্পানীতে জীবন-বীমা করাবে'। আপনি যদি দয়া ক'রে সম্মতি দেন, তাহ'লে ক'লকাতায় ফিরে গিয়ে সেই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন ছাপাবার বন্দোবস্ত করি।

মন্থরা—দেখুন লঙ্কেশ্বর বাবু, আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লতে আমার লজ্জা হয়; আপনি নিজের ব্যবসার জন্য এত হীন উপায় অবলম্বন ক'রে কোম্পানীর বড়বাবু হ'য়েছেন তার জন্য আপনার জেল হওয়া উচিত। সুনীতা আপনার কন্যা, আপনি তার নারীত্বের মর্য্যাদার বিনিময়ে লোকদের ইন্‌সিওরেন্স করাচ্ছেন; আপনি তার পিতা, আপনার মত নীচ, পাষণ্ড, পশু পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। আপনি যাতে আপনার পাপের যথেষ্ট শাস্তি পান, তার চেষ্টা আমি ক'লকাতায় ফিরে গিয়েই নিশ্চয় ক'রব; আপনি মূর্ত্তিমান পাপ, আপনি এখান থেকে অবিলম্বে বেরিয়ে যান।

লঙ্কেশ্বর—আমার কিছুই দোষ নেই মন্থরা দেবী, সব দোষ আমার স্ত্রীর, তারই প্ররোচনায় আমি এ কাজ ক'রেছি। তাছাড়া, সুনীতা আমাদের প্রকৃত কন্যা নয়।

মন্থরা—সুনীতা তবে কার কন্যা? সত্য কথা ব'লবেন।

লঙ্কেশ্বর—আমি জানি না।

মন্থরা—উত্তম, আদালতে ঐ কথা ব'লবেন; পুলিশের চাবুক পিঠে পড়্‌লে সত্যকথা বার হ'তে অধিক বিলম্ব হবে না। স্ত্রীর প্ররোচনায় ঐ কাজ ক'রেছেন,—এ কথা ব'লতে আপনার

লজ্জা হ'ল না—রসনায় পক্ষাঘাত উপস্থিত হ'ল না! আপনি এখনও কি ক'রে সভ্য-সমাজে মিশ্‌তে পারছেন এইটেই আমার কাছে অদ্ভুত ব'লে মনে হ'চ্ছে; এখনও যে আপনার আসল রূপ কেউ ধ'রতে পারেনি এটাও কম আশ্চর্য্যের কথা নয়!

লঙ্কেশ্বর—আমাকে ক্ষমা করুন মন্থরা দেবী, আমি আর কথনও এরূপ কার্য্যে লিপ্ত থাক্‌বো না।

মন্থরা—উত্তম, বলুন সুনীতার পিতার নাম?

লঙ্কেশ্বর—সুনীতার পিতার নাম—ত্রিলোচন তালুকদার; তিনি এখন জীবিত কি মৃত তা আমি ব'ল্‌তে পারি না।

মন্থরা—আচ্ছা, আসুন। নমস্কার।

লঙ্কেশ্বর—নমস্কার।

(লঙ্কেশ্বরের প্রস্থান)

মন্থরা—ত্রিলোচন তালুকদার; তাজমহল দাদার তিনি কোনও আত্মীয় হ'বেন, অনুসন্ধান লওয়া যাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট রেলওয়ে স্টেশন।

সময়—প্রাতঃকাল।

রেলওয়ে কুলি মাথায় মোট তুলিতেছে; তাহার সম্মুখে ঘটোৎকচ ও জগত্তারিণী দণ্ডায়মান।

ঘটোৎকচ—গিন্নী, জুতো জোড়ায় যা অবস্থা হ'য়েছে তাতে একটু পালিস্‌

করিয়ে না নিলে ভদ্রমহিলার বাড়ী যাওয়া যায় কেমন ক'রে!

("চাই—'সত্যবাদী' চাই "হাঁকিতে হাঁকিতে জনৈক দৈনিক কাগজ বিক্রেতা প্রবেশ করিল।)

ঘটোৎকচ—এই বাবা মিথ্যাবাদী, ইহা জুতা পালিস্ কাঁহা মিলেগা জান্‌তা ?

কাগজওয়ালা—নেহি হুজুর, ম্যায় "সত্যবাদী" বেচতা হুঁ, লিজিয়ে গা ? দোপয়সা কিমৎ।

ঘটোৎকচ—না বাবা, আমার এখন "সত্যবাদী" "মিথ্যাবাদী" পড়বার সময় নেই।

(কাগজওয়ালার প্রস্থান, "চা গরম" হাঁকিতে হাঁকিতে জনৈক ফেরিওয়ালার প্রবেশ।)

ও বাবা চা-ওয়ালা, একটু এদিকে এস ত।

("ক-পিয়ালা" বলিয়া চাওয়ালা সম্মুখে উপস্থিত হইল।)

সকাল বেলা, এখনও চান্‌টান্ করিনি, এখন চা কি রকম ক'রে খাই বল ! তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রছি, এই জুতোর চেহারাটা ত দেখছ, জুতা পালিস্ করার লোক কোথায় পাওয়া যায় এই ষ্টেসনে ব'লতে পার ?

চাওয়ালা—সুবে সুবে ইয়ে কিয়া বাৎ বাবুজী ! রাম নাম কহো, বাবা বিশ্বনাথ বোলো।

কুলি—বাবুজী, শিরকা উপর বাক্স লেকে কয় ঘণ্টা ঠাড়া রঁহে ?

জগত্তারিণী—তাইত, কুলি আর কতক্ষণ মাথায় বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে

থাকে! ভদ্রমহিলাটী আসবার হ'লে এতক্ষণ এসে যেত; তোমারও যেমন কাণ্ড, জানা নেই—শোনা নেই, কোথাকার কে এক জন টেলিগ্রাম ক'রল, অমনি তার কথা বিশ্বাস ক'রে বেরিয়ে প'ড়লে।

ঘটোৎকচ—ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই আস্‌বে; খানিকক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। (কুলির প্রতি) তুই বাপু, এত তাড়াতাড়ি মোট মাথায় নিলিই বা কেন। নে নামিয়ে রাখ্, এক আউরাতের জন্য থোড়া দাঁড়িয়ে আছি।

কুলি—বাবুজী, জুতাপালিস্ ষ্টেসন কে উস্‌পার মিলেগা।

ঘটোৎকচ—থাম, বেটা থাম, তোর মৎলব হাম্ খুব সমঝ্‌তা হে।

("গুলাবী গজক্, বালুমে ভুলা হুয়া মুম্‌ফলি মেওয়া" হাঁকিতে হাঁকিতে একজন ফেরিওয়ালার প্রবেশ।)

ও মাণিক বালুমে ভুলা হুয়া, এখানে জুতা পালিস্ কোথায় পাওয়া যায় ব'ল্‌তে পার?

ফেরিওয়ালা—জুতা পালিস্! ম্যায় জুতা পালিস্ নহি হুঁ।

ঘটোৎকচ—সে ত বুঝ্‌তেই পারছি বাবা, একটা জুতা পালিস্‌কে ডেকে দিতে পার?

ফেরিওয়ালা—গুলাবী গজক, বালুমে ভুলা হুয়া মুম্‌ফলি মেওয়া খাইয়ে। আপকা জুতা আপ্‌কা মুহ্‌কা মাফিক্ চম্‌কে গা, জুতা পালিস্ কা কুছ জরুরৎ নহি হোগা।

(ফেরিওয়ালার প্রস্থান)

ঘটোৎকচ—হ্যালো মিষ্টার গার্ডসাহেব!

গার্ড—What do you want ?

ঘটোৎকচ—Where is জুতোপালিস্ ?

গার্ড—What ?

ঘটোৎকচ—জুতোপালিস্।

গার্ড—জুটোপা--লিস্ ?

ঘটোৎকচ—না, না, জুতোপালিস্।

গার্ড—জুটাপা—লিস্ ?

ঘটোৎকচ—আরে—no—no—জুতোপালিস্।

গার্ড—I don't know any railway station as that. Consult the time-table.

ঘটোৎকচ—No railway station—জুতোপালিস্।

গার্ড—Sorry, See the Station Master.

(গার্ডসাহেবের প্রস্থান।)

ঘটোৎকচ—যা বেটা, আবাগের ভূত।

জগত্তারিণী—সাহেব কি ব'ল্লে ?

ঘটোৎকচ—ব'ল্লে ষ্টেসন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা ক'রতে।

জগত্তারিণী—চল, চল, আর জুতোপালিসের দরকার নেই।

(ছুরি কাঁচি হস্তে জনৈক ইরাণী তরুণী ফেরিওয়ালার প্রবেশ।)

ইরাণী—বাবুজী, ছুরি কাঁচি লেবে ?

(ঘটোৎকচ বিস্ফারিত লোচনে তরুণীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল।)

ইরাণী—এই ছুরিটা নিন্, বড় ভাল চাকু।

(ঘটোৎকচ ভাবাবিষ্টের মত হাতে ছুরিটী লইয়া তরুণীর প্রতি তাকাইয়া রহিল।)

এক টাকা দাম, দাও।

জগত্তারিণী—ছুরি নিয়ে কি হ'বে! ফিরিয়ে দাও। (ইরাণীর প্রতি) ছুরিটী ফিরিয়ে নাও, দরকার নেই।

ইরাণী—আর ত হামি চাকু লোবো না; বাবুজিকে লিতেই হ'বে।

জগত্তারিণী—ওমা, কি হ'বে! একি জোরজবরদস্তি নাকি!

ঘটোৎকচ—হাঁ, দেখ ইরাণী, ছুরির এখন আমার দরকার নেই, ছুরিটী তুমি ফেরৎ নাও; তুমি বড়ি খুবসুরৎ লেড়কী। হামি যখন ক'লকাতায় ফিরে যাবো, তখন তোমার কাছ থেকে একটা চাকু কিনে নিয়ে যাবো।

ইরাণী—তা হ'য় না বাবুজি, তোমার যখন পসন্দ্ হ'য়েছে, তখন চাকু লিতেই হ'বে। দাম দুপয়সা কম দিতে পার, তুমি বড় আচ্ছা আদ্‌মী আছ।

(ইরাণী ঘটোৎকচের ঘাড়ে হাত দিল, ঘটোৎকচ যেন ধন্য হইয়া গেল; এমন সময়ে জনৈক রসিক যুবক প্রবেশ করিল।)

যুবক—ইরাণী সহজে ছেড়ে দেবে, সে রকম পাত্রী সে নয়। (ঘটোৎকচের প্রতি) আপনি মশায় সুর ক'রে বলুন :—

ইরাণী তোমার ছুরি কাঁচিগুলি গছায়ে দাও মোর হাতে।

দেখ রূপসী ইরাণী, বাবুজি তোমার নয়ন ভুলানো রূপেই এত মুগ্ধ হ'য়েছেন, যে অন্যমনস্ক হ'য়ে, প্রয়োজন না থাকা সত্বেও

তোমার ছুরিটী হাতে নিয়ে ফেলেছেন। দোষ তাঁর নয়, দোষ তোমার ঐ চাঁদের মত মুখটীর ; নাও, প্রফুল্লমনে ছুরিটী ফিরিয়ে নাও।

(যুবক ঘটোৎকচের হাত হইতে ছুরিটী লইয়া ইরাণীকে দিতে গেল।)

ইরাণী—(যুবকের প্রতি) তুমি বড় খারাপ আদ্‌মী হ'চ্ছ।

যুবক—সে ত হ'চ্ছি, তোমার ছুরি কেনবার অনেক রসিক ক্রেতা পাবে, তাদের শতগুণ দামে ছুরি বিক্রয় ক'র, কারু কিছু ব'লবার থাক্‌বে না; বেচাড়া বুড়া আদ্‌মীকে কেন আর জ্বালাও, এই নাও ধর।

(ইরাণী ছুরি লইয়া ঘটোৎকচের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া চলিয়া গেল ; যুবকও তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল।)

জগত্তারিণী—নাও তোমার জুতোপালিসের আর দরকার নেই, চল যাওয়া যাক্। তোমার যে এখন থেকেই ভীমরতি আরম্ভ হ'য়েছে তা কি ক'রে জান্‌বো ! দেখ দেখ সেই ভদ্রমহিলাটী বোধ হয় আস্‌ছে।

ঘটোৎকচ—হাঁ, তাই বলেই ত মনে হচ্ছে।

(জনৈক ভদ্রমহিলার প্রবেশ।)

তোমার নাম বুঝি মন্থরা দেবী ?

মহিলা—জামাই বাবুর ত খুব স্মৃতিশক্তি দেখ্‌ছি (হাস্য)! তা বয়েস হ'য়েছে, নাম ভুলে যাবারই ত কথা। আপনাকে যখন প্রথম দেখি, তখন আমার মোটে পাঁচ-ছয় বছর বয়স, আজ ষোল বছর পরে আবার দেখ্‌ছি। দিদি, তোমার

সঙ্গেও আজ ষোল বছর পরে দেখা, তুমিই বা আমাকে চিন্‌বে কেমন ক'রে! আমি নিভাননী গো—নিভাননী, তোমার ছোট বোন; আমাদের ষ্টেসনে আস্‌তে খানিকটা বিলম্ব হ'য়ে গেছে, উনি ষ্টেসন মাষ্টারের কাছে গেছেন একটা কাজে। আমাকে ব'লে গেলেন—'ভগিনী ও ভগিনী পতির সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প কর—আমি এলাম ব'লে'। তা জামাই বাবু, শারীরিক ভাল আছেন ত? দিদির শরীর কিন্তু মোটেই ভাল দেখ্‌ছি না।

জগত্তারিণী—আমার শরীর বোন ভালই, তবে ওঁর শরীর আজ মাস দুই থেকে মোটেই ভাল নেই, কারণ ত তুমি জানই বোন, —তোমার জন্য আমরা শীঘ্রই আমাদের মেয়েকে দেখ্‌তে পাবো, ভগবান তোমাদের ভাল করুক, কোথায় আছে সে বল না বোন।

মহিলা—তোমার মেয়ে? তার ত রাজসাহিতে শ্বশুর বাড়ি, তার আবার কি হ'ল?

জগত্তারিণী—কেন আর লুকোচ্ছিস্, বোন?

মহিলা—সত্য ব'ল্‌ছি দিদি, তোমার কথা একটুও বুঝ্‌তে পারছি না।

ঘটোৎকচ—তোমার নাম ব'ললে নিভাননী, তবে টেলিগ্রামে মন্থরা দেবী লেখা কেন?

মহিলা—টেলিগ্রাম! কার টেলিগ্রাম?

ঘটোৎকচ—তোমার আবার কার, এই দেখনা।

মহিলা—(টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া) দেখুন, খুব হাসির কথা হ'য়ে গেছে;

আমরা যাঁদের জন্য এখানে এসেছি আপনারা তাঁরা নন এবং আপনারা যে মহিলার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছেন আমি সে নই। ভুল উভয় পক্ষ হ'তেই হ'য়েছে, সুতরাং কারও দুঃখিত হ'বার প্রয়োজন নেই। নমস্কার।

(মহিলা ঘটোৎকচকে টেলিগ্রাম ফেরৎ দিয়া প্রস্থান করিল।)

ঘটোৎকচ—আর অপেক্ষা করা চলে না, যাওয়া যাক্, এই কুলি বোঝা তোল্।

(লঙ্কেশ্বরের প্রবেশ।)

আরে! লঙ্কেশ্বর যে, তুমি এখানে?

লঙ্কেশ্বর—কাজে এসেছিলাম, সস্ত্রীক তুমি এখানে কি মনে করে?

ঘটোৎকচ—বিনীতার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাকে নিতে এসেছি।

লঙ্কেশ্বর—বড়ই আনন্দিত হ'লাম, কে সন্ধান দিলে?

ঘটোৎকচ—এই টেলিগ্রামটা পড়।

লঙ্কেশ্বর—(টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া) মন্থরা দেবীকে আমি চিনি, সে একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী।

ঘটোৎকচ—অভিনেত্রী? হায় ভগবান!

লঙ্কেশ্বর—ভয়ের কিছুই নেই, সে বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। তার "পরী-নিবাস" সব টাঙ্গাওয়ালাই চেনে, তোমরা অনায়াসে সেখানে যেতে পার; তার জন্য এখানে অপেক্ষা করার কোনই দরকার নেই। আমি ক'লকাতা ফিরে যাচ্ছি, তোমাদের কাশী পৌঁছান সংবাদ সেখানে গিয়ে ইন্দ্রজিতকে দেবো। ঐ মন্থরা দেবীও আস্ছে।

ঘটোৎকচ—দেখ্‌লে ত তাকে সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে বলে মনে হয়, চলনেও বেশ সলজ্জ ভাব দেখছি।

(লঙ্কেশ্বর অদৃশ্য হইয়া গেল, মন্থরা প্রবেশ করিয়া ঘটোৎকচ ও জগত্তারিণীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

মন্থরা—আপনাদের বড় কষ্ট হ'ল, সেজন্য খুব লজ্জিত ও দুঃখিত হ'লাম। আমার এক পিসেমশায়কে খুজঁতে মণিকর্ণিকায় যেতে হ'য়েছিল, বাড়ি ফিরে দেখি আপনারা সেখানে পৌছেন নি; ভাবলাম ট্রেণ লেট্ হ'য়েছে কিংবা আপনারা আমার জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা ক'রছেন। আমার দোষ হ'য়ে গেছে, ক্ষমা করুন।

জগত্তারিণী—তাতে আর কি হ'য়েছে মা; তুমি কিছু ভেবো না।

ঘটোৎকচ—আমার বিনীতা কোথায় মা?

মন্থরা—সে এলাহাবাদে আছে, আজকেই আপনাদের নিয়ে সেখানে যাবো। সে ভালই আছে তাজমহল বাবুর কাছে, তাজমহল বাবু বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, বাড়িতে চলুন সকল সংবাদ পাবেন।

ঘটোৎকচ—আরে কুলিবেটা ঘুমিয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি, এই কুলি, নে মাল নিয়ে ষ্টেসনের বাহারমে চলো।

কুলি—(চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে) চলো বাবুজি, ম্যায় ত শোঁচা এই ষ্টেসনমেই আপলোক ঠাহ্‌রেঙ্গে; এক রূপেয়া লুঙ্গা।

মন্থরা—এক রূপেয়া নেহি—একশো রূপেয়া।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—অফিস কক্ষ।

সুদর্শন একাকী বসিয়া কাজ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে ঘড়ির দিকে এবং দরজার দিকে তাকাইতেছে।

সুদর্শন—আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না দেখ্‌ছি, চক্ষুলজ্জা ক'রলে আফিসের কাজ চলে না। রোজ কেরাণীরা দেরী ক'রে আসছে, কোন্ দিন সাহেবের নোটিশ এসে যাবে—আমি মুস্কিলে প'ড়ে যাবো; সাহেব ব'লবে—আমি বড়বাবু হ'বার সম্পূর্ণ অযোগ্য, কারণ আমি Discipline maintain ক'রতে জানি না।

(খগোল ও সব্যসাচীর প্রবেশ।)

খগোল ও সব্যসাচী—Good morning, বড় বাবু।

সুদর্শন—আপনাদের অফিস আসতে বিলম্ব হ'ল কেন?

খগোল—আজ্ঞে, ছেলেটার ভয়ানক অসুখ, ডাক্তার এলেন দেরী ক'রে,—কাজেই অফিস আসতে আমার বিলম্ব হ'য়ে গেল।

সুদর্শন—আমি ওসব excuse শুনতে চাই না, আপনি আজকের মাইনে পাবেন না।

খগোল—আজ্ঞে, একদিনের মাইনে কাটলে আমার বড়ই ক্ষতি হ'বে। এবারটা আমায় excuse করুন।

সুদর্শন—আচ্ছা, আজকে আমি আপনাকে ক্ষমা ক'রলাম। (সব্যসাচীর প্রতি) আপনার অফিস আসতে বিলম্ব হ'ল কেন? আপনার ছেলেও অসুস্থ না কি?

সব্যসাচী—আজ্ঞে না, আমার নিজের শরীরটাই ভাল নেই, অফিসে আজ আসতামই না, কিন্তু একটা urgent caseএর জন্য আসতে হ'ল।

সুদর্শন—চেহারা দেখ্‌লে ত আপনাকে অসুস্থ ব'লে মনে হয় না, পান চিবোচ্ছেন, মাথা তেল-চুকচুকে, বলি আয়নায় মুখ দেখেছেন কি ?

সব্যসাচী—আপনি কি ব'ল্‌তে চান আমি মিথ্যা কথা ব'লছি ?

সুদর্শন—আপনি যে মিথ্যা কথা ব'লছেন সে বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে ?

সব্যসাচী—দেখুন বড় বাবু, আপনি মুখ সামলে কথা ব'লবেন।

সুদর্শন—ও বাবা, দোষ ক'রে আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে জানেন আপনার চাকরি আমার কলমের ডগায় ঝুল্‌ছে! তাই ব'লছি—Withdraw what you have said.

সব্যসাচী—আমি যা ব'লেছি, তা একশো বার ব'লব।

সুদর্শন—হুঁ, আমিও তাহ'লে দু'শোবার ব'লব—আপনি শুধু মিথ্যাবাদী নন, আপনি হ'চ্ছেন জোচ্চোর।

সব্যসাচী—খবরদার, মুখ সাম্‌লে কথা বলুন ব'ল্‌ছি।

সুদর্শন—নইলে কি করবেন ?

সব্যসাচী—এই গোলগাল রুলারটা দেখ্‌ছেন ত, এটা আপনার গোবর-ভরা মাথার ওপর প'ড়তে অধিক বিলম্ব হ'বে না ব'লে রাখছি !

খগোল—এ কি ক'রছ সব্যসাচী !

সব্যসাচী—বেশ ক'রছি, এঁর দুদিনের বড়বাবুগিরি করা ঘুচিয়ে দেবো এখনই।

সুদর্শন—কি! আমাকে অপমান! দাঁড়াও, তোমার চাকরিটী যদি আমি না খাই ত আমার নাম সুদর্শন সামন্ত নয়; সাহেবের কাছে আমি চ'ললাম।

(সুদর্শনের বেগে প্রস্থান)

খগোল—কাজটা ভাল ক'রলে না সব্যসাচী, চাকরির মায়া ত্যাগ কর—আর কি!

সব্যসাচী—ভাই খগোল, চাণক্যের নীতি ত জান—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' তোমাকে ভাই একটু উপকার ক'রতে হ'বে, সাহেব ত এখুনি এল বলে; সাহেব তোমার সাক্ষ্য নিশ্চয়ই নেবে, তুমি ব'ল বড়বাবুই সব্যসাচীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছে, ব্যস্ তোমায় আর কিছুই ক'রতে হবে না। যা বললাম, ক'রবে ত?

খগোল—অবশ্য ক'রব, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক; আর এক কাজ কর—তোমার ঐ অফিসের চিঠিটা অর্দ্ধেক ছিঁড়ে সুদর্শনের টেবিলের ওপর রেখে দাও। সাহেবকে ব'ল তোমায় জব্দ ক'রবার জন্য সুদর্শন সেটা ছিঁড়ে ফেলেছে, সাহেব আস্‌ছে—এস দু'জনে মনোযোগ পূর্ব্বক কাজ করা যাক্।

(মিষ্টার গোমেসের সহিত সুদর্শনের প্রবেশ)

গোমেস—সব্যসাচী।

সব্যসাচী—Yes Sir.

গোমেস—বড়বাবু টোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছে টুমি তাহাকে অপমান করিয়াছ, এমন কি টাহাকে রুলার দিয়া প্রহার করিটে উদ্যট হইয়াছিলে। এ সম্বন্ধে টোমার কি বক্তব্য আছে বলিটে পার।

সব্যসাচী—Sir. আপনি ধর্ম্মাবতার, আপনার নিকট আমি ন্যায় বিচার আশা করি। আমার বক্তব্য শুনে যদি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেন, আপনি যা শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে গ্রহণ ক'রব। বড়বাবুর একজন সম্বন্ধী অর্থাৎ Bother-in-law আছেন, তাঁকে এই অফিসে ঢোকাবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রছেন; কয়েকদিন থেকে তিনি আমাদের দুজনের পিছনে লেগে আছেন এবং যাতে আমাদের চাকরি যায় তার জন্য তিনি নানা কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন। আজকে অফিসে আসা মাত্রই আমাকে তিনি গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন, আমি তাঁকে বলি—'অনর্থক আমাকে গালি দিচ্ছেন কেন?' তাতে তিনি আরও অকথ্যভাষা আমার ওপর প্রয়োগ ক'রতে আরম্ভ করেন এবং আপনার নিকট আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন।

গোমেস—খগোল, সব্যসাচী যাহা বলিল টাহা কি সট্য?

খগোল—যে আজ্ঞে Sir, সম্পূর্ণ সত্য; সব্যসাচী বড়বাবুকে কিছুমাত্র অপমান করে নি, বড়বাবুই সব্যসাচীকে রুল নিয়ে প্রহার ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিল, আমি রুলটা ধ'রে ফেলি, তা' না হ'লে সব্যসাচীর মস্তক আজ দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে যেত।

সব্যসাচী—আমাকে প্রহার ক'রতে অপারক হওয়ায় বড়বাবু এত রেগে গেলেন যে আমার একটি official important চিঠি তিনি ছিঁড়ে ফেললেন আমাকে জব্দ ক'রবার জন্য ; ঐ দেখুন Sir, ছিন্ন চিঠিটী ওঁর টেবিলের উপর প'ড়ে র'য়েছে।

গোমেস—(চিঠি পাঠ করিয়া) Oh! My God! ইহা যে অট্যন্ট important চিঠি! বড়বাবু, আপনিই সম্পূর্ণ ভাবে ডোষী, আপনাকে আমি অফিস্ হইটে discharge করিয়া ডিব।

সুদর্শন—Sir. আমার কিছুই দোষ নেই, এঁরা মিথ্যাকথা ব'লছেন। সব্যসাচী আমাকে রুল নিয়ে প্রহার ক'রতে এসেছিল, এ চিঠি ও আমি ছিঁড়ি নি। সব্যসাচী আজ বিলম্ব ক'রে অফিস্ এসেছিলেন তাই তাঁকে আমি ভর্ৎসনা করি। তার ফলে তিনি আমার প্রতি অকথ্যভাষা প্রয়োগ করেন। এঁরা আপনাকে যা ব'ললেন, তা সর্ব্বৈব মিধ্যা।

গোমেস—ও, ইহারা মিথ্যাবাডী আর টুমি হইটেছ সট্যবাডী, মহাভারটে টুমিই ছিলে যুধিষ্টির—কি বল? উট্টম, আমি টোমায় ও সব্যসাচীকে ছয় ডিনের বেটন জরিমানা করিলাম।

(মিষ্টভাষী ও পঙ্কুমারের প্রবেশ)

টোমরা কি চাও?

মিষ্টভাষী—আজ্ঞে Sir, আমরা হচ্ছি শিক্ষিত বেকার যুবক। আপনার পিওনের কাছ থেকে এই মাত্র শুন্‌লাম আপনার অফিসে আজই ডুইটী চাকরি হ'বে, সেই শুনে আমরা আপনার দ্বারস্থ হ'য়েছি।

গোমেস—Very well. What is your educational qualification ?

মিষ্টভাষী—আমি হচ্ছি এম-এ, Sir,

পদ্মকুমার—আমি হচ্ছি বি-এল, Sir.

গোমেস—তোমরা কি ডুজনেই ম্যাট্রিক্ ?

মিষ্টভাষী—আমি Sir. এম-এ পাশ্ ক'রে ম্যাট্রিক্ হ'য়েছি।

পদ্মকুমার—আমি Sir. বি-এল পাশ ক'রে ম্যাট্রিক হ'য়েছি।

গোমেস—That is it. আমি আজ হইটে ছয় ডিনের জন্য তোমাদের ডুজনকে চাকরি ডিব, টোমরা application আনিয়াছ কি ?

পদ্মকুমার—হাঁ Sir.

Twenty typed applications we always keep
in our pockets,
Just like love-lorn sunken eyes entombed in
their sockets ;
Or like the lockets
Dangling round the necks of the coquettes.
Drafting we know, precis, noting too,
Diary, memo, type, ledgers, files, office
dockets !

গোমেস—হাঃ হাঃ হাঃ—টোমরা অটি উট্টম্ লোক আছ ; বড়বাবু, ইহাডের application ডুইটা আমার কাছে submit

করিবে। আজ হইটে ইহারা কাজে যোগ ডিবে এবং ছয় ডিনের জন্য টোমাদের বেটন ইহারা পাইবে।

(গোমেসের প্রস্থান)

মিষ্টভাষী ও পদ্মকুমার—(বড়বাবুর প্রতি) আমাদের কি কাজ ক'রতে হ'বে ব'লে দিন।

সুদর্শন—দাঁড়াও বাপু একটু সবুর কর ; কাজে আটা দেখে বাঁচি না! (সব্যসাচী ও খগোলের প্রতি) আপনাদের এই রকম মিথ্যা কথা বলাটা কি উচিত কাজ হ'ল ?

সব্যসাচী—দেখুন বড়বাবু, কেরাণীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না ক'রলে, তারাও আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'রতে পারে না। সাহেবের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করাটাও কি আপনার উচিত কাজ হ'য়েছে ব'লতে পারেন ?

খগোল—যা হ'য়ে গেছে তার জন্য অনুশোচনা ক'রলে ত কোনও ফল হ'বে না। টিফিনের পর সাহেবের উদরটা শীতল হ'লে আপনারা দুজনে তার কাছে যাবেন; ভাল ক'রে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ক্ষমা চাইবেন—সাহেব লোক মন্দ নয়, জরিমানাটা নিশ্চয়ই মাপ ক'রে দেবে।

সুদর্শন—খগোল বাবুর এ পরামর্শ মন্দ নয়, বেশ তাই করা যাবে কি বলুন সব্যসাচী বাবু ?

সব্যসাচী—আমারও তাই মত, আজকাল বাজারে ছয়দিনের মাইনে হাতছাড়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয় ; প্রয়োজন হয়ত সাহেবের

পাদুটো জ'ড়িয়ে ধ'রে কাঁদতেও আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করা উচিত নয়!

মিষ্টভাষী—(সুদর্শনের প্রতি) বড়বাবু, আপনারা armistice declare ক'রলেন তাহ'লে! এই ত moral courage!

পদ্মকুমার—কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাদের এই armistice এর উপর এই অফিস্ থেকে আমাদের বিদায় পর্ব্ব নির্ভর ক'রছে।

সব্যসাচী—(মিষ্টভাষীর প্রতি) মশায়ের নাম?

মিষ্টভাষী—এ দীনের নাম মিষ্টভাষী ভড়।

খগোল—নামজাদা গল্পলেখক মিষ্টভাষী ভড়?

মিষ্টভাষী—আপনার অনুমান সত্য।

সব্যসাচী—শেষ পর্য্যন্ত আপনি কেরাণীগিরি করাই মনস্থ ক'রলেন, আশ্চর্য্য!

মিষ্টভাষী—কি আর করি বলুন; বিজ্ঞাপনের দৌলতে নামজাদা গল্পলেখক হ'য়ে দাঁড়িয়েছি, কেউ আমার কোনও পুস্তক পড়া দূরে থাকুক কখনও চোখে দেখেছে কিনা সন্দেহ। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে মলাট যুক্ত বইগুলি কেবলমাত্র শোভা বর্দ্ধন ক'রে রেখেছে পুস্তক বিক্রেতার আলমারির। বাপের অনেকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ ক'রেছি মাত্র।

সুদর্শন—আজকাল পাঠিকারা কি রকম নায়ক-নায়িকা পছন্দ করে জানেন?

মিষ্টভাষী—কি রকম?

সুদর্শন—নায়ক হ'বে সুপুরুষ, বীর্য্যবান এবং শিক্ষিত কিন্তু দরিদ্র ও

নিম্ন বংশের; নায়িকা হ'বে রূপসী, উচ্চ-বংশীয়া, বিধবা, শিক্ষিতা এবং যুবতী। নায়ক নায়িকাকে বিবাহ ক'রতে পারে না, তার কারণ নায়ক দেশ-সেবায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে ফেলেছে; নায়িকা নায়কের প্রেমে এত মুগ্ধ যে, সে পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, আত্মীয়-বন্ধু, সকলকে ত্যাগ ক'রে বরণ ক'রে নেবে দবিদ্রতাকে এবং শেষে গ্রামে গিয়ে নিরক্ষর চাষীর মেয়েদের জন্য একটা বিদ্যালয় খুলে নায়ককে সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত ক'রবে এবং নিজে ব্রতচারিণীর বেশে নায়কের সান্নিধ্য-সুখ অনুভব ক'রবে।

মিষ্টভাষী—আর বলেন কেন মশায়, আমার প্রত্যেক পুস্তকেই ঐরূপ নায়ক-নায়িকা আছে।

খগোল—তথাপি আপনার বই কেউ কেনে না, আপনার বড়ই দুরদৃষ্ট ব'লতে হ'বে!

সব্যসাচী—(পদ্মকুমারের প্রতি) মশায়ের নাম?

পদ্মকুমার—এ অভাগার নাম পদ্মকুমার পাক্‌রাশি।

সব্যসাচী—আপনিই কবি পদ্মকুমার পাক্‌রাশি? "স্পষ্টবক্তা" মাসিকে যে "নারীর রূপ" কবিতা গ্রন্থের সমালোচনা বেরিয়েছে, সে গ্রন্থ কি আপনার লেখা?

পদ্মকুমার—হাঁ, মশায়।

খগোল—আপনি কবি হ'য়ে কেরাণীগিরি করবার মনস্থ ক'রেছেন, বড়ই দুঃখের কথা!

পদ্মকুমার—কি আর করি বলুন, কবিতা লেখায় আর কোনও উৎসাহ

পাই না, যখন দেখি আমার প্রিয় কবিতা-গ্রন্থগুলি আলমারিতে অচল অবস্থায় জড়ভরতের মত প'ড়ে আছে এবং গণেশের বাহনগুলি নির্ভয়ে কেলি ক'রে বেড়াচ্ছে তাদের বুকের উপর চ'ড়ে। বাপের অনেকগুলি টাকা নষ্ট ক'রেছি, আর ক'রতে চাই না।

সুদর্শন—কি কি ছন্দে আপনি স্বচ্ছন্দে কবিতা লিখতে পারেন?

পদ্মকুমার--সব ভাল ভাল ছন্দেই, যেমন একাবলী, তোটক, ভূজঙ্গ-প্রয়াত, পয়ার, মালঝাঁপ, মালতী, তূণক, কুসুম-মালিকা, চম্পকমালা, মিশ্র চৌপদী, দ্রুত ঘনপদী, ইত্যাদি।

খগোল—আধুনিক গদ্যচ্ছন্দে তাহ'লে আপনি কবিতা লেখেন না দেখছি, সেই জন্যই আপনার কবিতা গ্রন্থগুলির কাটতি হ'চ্ছেনা; কাট্‌তি না হ'বার অন্য কারণ, আমার মনে হয় আপনি কেবল বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন এবং লেখেন। নদী ব'লতে আপনি বোঝেন শুধু ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, গঙ্গা, ইচ্ছামতী, বুড়িগঙ্গা, ত্রিবেণী; কাজেই ঐসব নদী নিয়েই আপনার কবিতা। আমি বলি, কবিতা লিখুন বিদেশী নদীর উপর; মিসিসিপি, এমাজান, টেমস, রাইন্ ইত্যাদি নদীতে ছন্দ আপনি গ'ড়িয়ে গ'ড়িয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষিত-সমাজ এসব কবিতা বোঝে ভাল। পাপিয়া, দোয়েল, শ্যামা, প্রভৃতি ছেড়ে দিন, তাদের জায়গায় নাইটিঙ্গেল, স্কাইলার্ক, ইত্যাদি আমদানি করুন, কল্পনায় সর্ব্বদা গন্ধ গ্রহণ করুন, মালতী, জুঁই, বেলা, শিউলির

নয়, কিন্তু ডাফোডিল্, প্রিমরোজ, ডেজি, জিনিয়া, ডালিয়া, হোলিহক, ভার্ব্বিনা, কস্‌মস্ ইত্যাদির। কল্পনা তাহ'লে ফুটবে ভাল, কবিতাগুলি মজ্‌বে ভাল, বইগুলির বিক্রয় হ'বে শ্রাবণের ধারার মত।

পদ্মকুমার—বাবার আরও কিছু টাকা অনর্থক খরচ ক'রেছি, একজন ঘুঘু জীবনবীমার দালালের পাল্লায় প'ড়ে।

খগোল—দালালটী তাহ'লে প্রথম নম্বরের ধড়িবাজ, বেটার নাম কি ?

মিষ্টভাষী—লঙ্কেশ্বর মালাকর। আর মশায় বলেন কেন, আমারও কতগুলি টাকা ঐ একই কারণে বাবার ক্যাস্‌বাক্স থেকে বৃথাই বেরিয়ে গেছে।

সব্যসাচী—কি রকম ?

মিষ্টভাষী—দালালটী আমাদের ভরসা দেয় যে যদি আমরা তার কাছে জীবনবীমা করি, তবে তার একটি সুন্দরী তরুণী কন্যা পত্নী হিসাবে আমাদের উপহার দেবে।

পদ্মকুমার—দ্রৌপদীর পাঁচটী স্বামী ছিল তাতেই আমরা তাঁকে কত কি বলি, কিন্তু দালাল—দুলালী যে অন্ততঃ দু'ডজন স্বামী লাভের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে যৌবনের ফাল্গুনে জাল বুন্‌ছেন তার সংবাদ কে বা জানত ? জান্‌লে কি আর আমরা তরুণীর রূপের আগুনে ধূপের মত পুড়ে মরবার জন্য অগ্রসর হ'তাম ! প্রথম প্রিমিয়াম্ দেবার পর আমাদের মূর্খতা উপলব্ধি কর্‌লাম।

সুদর্শন—অনেক গল্প করা গেছে, আফিসের কাজ করা যাক্।

(পদ্মকুমারের প্রতি) আপনি গুডস্ পার্চেজ বুকের মার্চ মাসের totalটা দিয়ে দিন; (মিষ্টভাষীর প্রতি) আপনি মার্চ মাসের লেজার ব্যালেন্স্‌গুলি নতুন লেজারে post ক'রে দিন।

সব্যসাচী—বড় বাবু, ঘটোৎকচ বাবুর কি সংবাদ? তাঁর মেয়েটি কি পাওয়া গেছে?

সুদর্শন—শুন্‌লাম ঘটোৎকচ বাবু কাশী গেছেন মেয়েটীর খোঁজে। আমার বোধ হয় তিনি আরও মাসখানেকের ছুটি নেবেন।

পদ্মকুমার—মশায়, এত বড় বড় যোগ ছয় দিনের মধ্যে কি শেষ ক'রতে পারব?

সুদর্শন—ছয় দিন! কালকের মধ্যেই শেষ ক'রে দিতে হ'বে।

পদ্মকুমার—বলেন কি! এ যে আকাশের তারা, গুণে কি শেষ করা যায়! দেখেই আমার মাথা ঘুরতে আরম্ভ ক'রছে, আমার দ্বারা কেরাণীগিরি করা পোষাবে না—আমি চ'ললাম।

মিষ্টভাষী—আমিই বা কোন্ সুখে কেরাণীগিরি ক'রতে চাইব! ছয় দিনের বেতন আপনারাই নিন্। আমিও চ'ললাম।

(মিষ্টভাষী ও পদ্মকুমারের প্রস্থান।)

সুদর্শন—চলুন সব্যসাচী বাবু, সাহেবের কাছে যাওয়া যাক। আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন খগোল বাবু, সাহেবের কাছে আমাদের হ'য়ে দু'চার কথা ব'লবেন এখন; আপনার কথা সাহেব খুব শোনে।

(সুদর্শন, সব্যসাচী ও খগোলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—লঙ্কেশ্বরের সুসজ্জিত ড্রইংরুম।

সময়—বিকাল বেলা।

সুনীতা অর্গান বাজাইয়া গান করিতেছে, দূরে বিনীতা একটি সোফায় বসিয়া গান শুনিতেছে, বাহিরে বৃষ্টিপাত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে মেঘ-গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে।

গান।

সুর—সাহানা।

বাদল বরিষা-রাণী, কাজল সজল আঁখি,
লুটায় চিকুর রাশি, বিজলী আঁচল ঢাকি';
উছল নদীর পথে,
কুসুম বিছানো রথে,
কাহার অশ্রু ঝরে—
বন-গিরি-পর্‌বতে;
একাকী বালিকা কেগো, এল রে বাদল মাখি'!

বিনীতা—হাঁরে সুনীতা, ইন্দ্রদা কি আর এখানে আসে না? দু'দিন হ'ল আমি এখানে এসেছি, একদিনও ত তাকে এখানে দেখ্‌তে পেলাম না।

সুনীতা—ইন্দ্রদার যে শীঘ্রই এম-এ পরীক্ষা আরম্ভ হ'বে, তাই বোধ হয় এখানে আসার তার সময় হয় না। আচ্ছা বিনীতা, তোর কেমন আক্কেল বল্‌দিকি! যখন তাজমহল বাবু বল্লেন মন্থরা মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছে তখন তাঁর কথা অবিশ্বাস ক'রে

রাগের মাথায় তোর এত শীঘ্র চ'লে আসাটা কি উচিত হ'ল ?

বিনীতা—তুই হ'লে কি ক'রতিস ?

সুনীতা—মেথরের ঝাড়ু দিয়ে মন্থরার মেরুদণ্ডটা সোজা ক'রে দিয়ে খাইয়ে দাইয়ে সসম্মানে তাকে বাড়ি থেকে বিদায় ক'রে দিতাম ; বেটী আর কখনও তাজমহল বাবুর কাছে ভালবাসা নিবেদন ক'রতে আস্‌তে সাহস ক'রত না। তোর এই গোপনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে চ'লে আসাটা আমি মোটেই সমর্থন ক'রতে পারছি না। তুই যে এত কাঁচা মেয়ে সে ধারণা আমার কখনও ছিল না। কত দিন আর আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাক্‌তে পারবি বোন ?

বিনীতা—কেন, যত দিন আমার খুসি ; মাসীমা তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, ছয় সাত মাসের পূর্ব্বে তিনি কখনও এখানে ফিরবেন না ; মেশো মশায় নিজের মৎলবে বাইরে ঘুরে বেড়ান—বাড়িব সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই ব'ললেই চলে।

সুনীতা—সে কথা ঠিক, তবে বাবা আজ বাড়ী থেকে খুব সম্ভব বেরোবেন না—বাইরে যা দুর্য্যোগ ! আমার কি মনে হয় জানিস্—তোকে খুঁজতে খুঁজতে তাজমহল বাবু এখানে এসে না উপস্থিত হ'ন।

বিনীতা—বিচিত্র নয়। ক'লকাতায় নিজেদের বাড়ী ছাড়া আমার আর থাকবার জায়গা কোথা !

(নেপথ্যে মন্দোদরীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'সুনীতা'।)

সুনীতা—সর্ব্বনাশ! মা ফিরে এসেছেন দেখ্‌ছি! যাই মা; বিনীতা, তুই কি করবি? কি আর করবি। তুই এখানেই ব'সে থাক; যখন ধরা প'ড়ে যাবি—তখন আমি উত্তর দেবো তুই কিছুমাত্র ভাবিস্ না—মা ত তোর বিষয়ে কিছু জানেন না।

(মন্দোদরীর প্রবেশ।)

মন্দোদরী—কি দুর্য্যোগ! কেমন আছিস্ রে সুনীতা?

সুনীতা—ভালই আছি মা, তুমি এত শীঘ্র ফিরে এলে যে?

মন্দোদরী—বাপের বাড়িতে মা না থাক্‌লে মেয়ের আদর হয় না। বৌদির যা ব্যবহার তাতে বেশীদিন বাপের বাড়িতে টেকা অসম্ভব, তাই চ'লে এলাম। ও মেয়েটী কেরে?

সুনীতা—ওযে আমাদের বিনীতা; বিনীতা, মা এসেছেরে।

বিনীতা—মাসীমা যে! কখন এলেন? ভাল আছেন ত?

মন্দোদরী—বাপের বাড়িতে ভাল থাক্‌তে পেলাম কই! তোদের বাড়ির সব ভাল খবর ত?

বিনীতা—হাঁ, মাসীমা, সব ভাল।

সুনীতা—মা, তুমি দু'মাস ছিলে না, এর মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে তা তুমি জান্‌বেই বা কোত্থেকে, এই মাঘমাসে বিনীতার বিয়ে যে।

মন্দোদরী—তাই না কি বিনীতা, বেশ—বেশ বড় আনন্দের কথা।

বিনীতা—মাসীমা, বাপের বাড়িতে ভাল থাক্‌তে পেলেন না কেন? খাওয়া দাওয়ার কি অসুবিধা হচ্ছিল?

মন্দোদরী—হাঁ, একরকম অসুবিধাই ব'ল্‌তে হ'বে বই কি; জানিস্ ত মা, রোজ বিকেলে মোটরে ক'রে আমার বেড়াতে যাওয়া অভ্যাস, ভাল বাড়িতে, ফাঁকা জায়গায় থাকি, বাপের বাড়ির অন্ধকার ঘরে দিনরাত বন্ধ থাকা আমার সহ্য হ'বে কেন! আমি হাঁফিয়ে উঠতাম, ক্ষিদে মোটেই হ'ত না; কি করি বাপু, ম'রতে ত আর পারি না—তাই পালিয়ে এসে বাঁচলাম।

বিনীতা—সেখান থেকে পালিয়ে এসে বেশ ভালই ক'রেছেন; আপনি বিশেষ ক্লান্ত হ'য়েছেন দেখ্‌ছি, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করুন গে যান।

মন্দোদরী—হাঁ বাপু আমি চলি, তোরা দুজনে গল্প কর, সুনীতারও একটা ভাল বর জুটে গেলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

(মন্দোদরীর প্রস্থান)

সুনীতা—আমার বিয়ের চিন্তায় মার ঘুম হচ্ছে না, আমার জন্য বুড়ীর দরদ্ দেখে বাঁচি না! অসদুপায়ে দালালী ক'রে বাবা মোটর ক'রেছেন, মা তাতে চ'ড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রছে, রোজ বিকেল বেলায় মোটর চ'ড়ে ঘুরে না এলে মা'র এখন মাথা ঘোরে।

বিনীতা—তোর বাপু বড় অন্যায়, তুই প্রায়ই মেসোমশায় ও মাসীমার নিন্দে করিস্।

সুনীতা—তোর যেমন তাঁরা গ্রাম্যসম্পর্কে মেসোমশায় ও মাসীমা, আমারও তাঁরা সেই রকম বাপ-মা।

বিনীতা—কি যে বলিস্ তুই কিছুই বুঝি না।

স্থনীতা—আমার তাঁরা কেউ নন ; তাছাড়া, যাঁরা আমার নারীত্বের কোনও মূল্য বোঝেন না, তাঁদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। রক্তের সম্পর্কে তাঁরা আমার কেউ নন।

বিনীতা—কি ব'লছিস্ তুই ! তোর মাথার ঠিক নেই।

স্থনীতা—আমার ইতিহাস তোকে একদিন শোনাব, শুন্‌লে তুই অবাক্ হবি।

(নেপথ্যে তাজমহলের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"লঙ্কেশ্বর বাবু, বাড়ি আছেন কি ?")

বিনীতা—কার কণ্ঠস্বর স্থনীতা ! তোব তাজমহল বাবুর ব'লে মনে হচ্ছে না ! দেখ্‌ত উঁকি মেরে কে ?

স্থনীতা—(উঁকি মারিয়া দেখিয়া) একজন ভদ্রলোক, কে চিন্‌তে পারছি না ; মাথায় ছাতা, গায়ে রেন-কোট। (তাজমহলের প্রতি) কে আপনি ?

(নেপথ্যে—"আমি তাজমহল"।)

বিনীতা—যা ভেবেছিলি—তাই হ'ল, খবরদার ওঁকে আমার কথা ব'লবি না, আমি চ'ললাম।

স্থনীতা—সে বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারিস্।

(বিনীতার প্রস্থান)

আস্থন—নমস্কার ; আপনি ? এ সময়ে ? এখানে ?

তাজমহল—নমস্কার, আপনার এতগুলো প্রশ্নের এক সঙ্গে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব স্থনীতা মালাকর ; আপনারা সকলে ভাল আছেন ত ?

সুনীতা—হাঁ, সকলে ভাল আছি ; বিনীতা কই ?

তাজমহল—তাকেই ত খুঁজতে বেরিয়েছি।

সুনীতা—আপনারা কি দু'জনে এখন লুকোচুরি খেলা আরম্ভ ক'রেছেন ?

তাজমহল—হাঁ, আপনাকে আমরা বুড়ী ক'রেছি সে কথা জানেন, না বুঝি ?

সুনীতা—বর্ষার নবীন প্রেমিক-প্রেমিকার এ খেলা জমে ভাল কি বলুন ?

তাজমহল—আমার ত ধারণা ছিল আপনার ভাগ্যে এখন পর্য্যন্ত নবীন প্রেমিক জোটেনি।

সুনীতা—আপনি ত অনেক চেষ্টা ক'রে—অনেক সাধনার পর মোটে দুইটি প্রেমিকা জোটাতে পেরেছেন, আমি কিন্তু অনায়াসে—বিনা চেষ্টায় কয়টী প্রেমিক জুটিয়েছি তার কি কোনও খবর রাখেন ?

তাজমহল—বলুন দেখি আমার দুইটী প্রেমিকা কে কে ?

সুনীতা—একটি হচ্ছেন বিনীতা, অপরটী হচ্ছেন মন্থরাদেবী ; কেমন ঠিক কি না ?

তাজমহল—আমি কিন্তু বল্‌ছি এবং সত্যই বল্‌ছি দ্বিতীয়া প্রেমিকাটী মন্থরাদেবী নন, প্রথমটীর সম্বন্ধে আমার কিছুই বলবার নেই। কারণ আপনি সত্যকথা ব'লেছেন।

সুনীতা—তাহ'লে দ্বিতীয়া প্রেমিকাটী কে জান্‌তে পারি কি ?

তাজমহল—খুব আনন্দের সঙ্গে জান্‌তে পারেন। তবে আমাকে এই বিষয়ে ভরসা দিতে হ'বে যে এ সম্বন্ধে আমি যা ব'লব আপনি সেটা নিছক্ সত্য ব'লে মেনে নেবেন এবং আনন্দের সঙ্গে

আমাকে মধুযামিনীর একটি মধুর সঙ্গীত উপহার দেবেন; কেমন রাজি আছেন?

সুনীতা—দুই বিষয়েই আমি সম্পূর্ণভাবে ভরসা দিতে রাজি আছি; বলুন—আপনার সৌভাগ্যবতী দ্বিতীয়া প্রেমিকাটী কে?

তাজমহল—আমার সৌভাগ্যবতী দ্বিতীয়া প্রেমিকাটী হচ্ছেন রূপসী, ছলনাময়ী, মনোমুগ্ধকারিণী কুমারী সুনীতা মালাকর।

সুনীতা—মরে যাই! বিনীতা আপনাকে বেশ রসিক ক'রে তুলেছে দেখ্‌ছি!

তাজমহল—আপনি ভরসা দিয়েছেন আপনি আমার কথা সত্য বলে মেনে নেবেন; নিন আমার প্রাপ্য উপহার দিতে প্রস্তুত হোন,—ভরসা দিয়ে ফিরিয়ে নিলে কি হয় জানেন ত।

সুনীতা—কিছুই হয় না যদি আমি আপনাকে অন্য এক ভরসা দিতে পারি।

তাজমহল—আপনি অন্য এক ভরসা কি দিতে পারেন শুনি।

সুনীতা—আমি এই ভরসা দিতে পারি যে আপনার সঙ্গে আমার বিনীতা সখীর শীঘ্রই মধুযামিনী-উৎসব অনুষ্ঠিত হ'বে।

তাজমহল—হেঁয়ালী রাখুন, আপনি দয়া ক'রে স্পষ্ট ক'রে বলুন আপনি আপনার সখীর কোনও সন্ধান পেয়েছেন কি?

সুনীতা—হাঁ, এই সন্ধান পেয়েছি যে সে শীঘ্রই ক'লকাতায় আস্‌বে।

তাজমহল—শীঘ্রই—তার মানে?

সুনীতা—ওঃ, একেবারে যে বেজায় অধীর হ'য়ে প'ড়েছেন, ক্ষণিকের বিরহ সহ্য ক'রতে পারছেন না বুঝি ?

(সুর করিয়া) রসিক নাগর, বিরহে কাতর,
পড়িলা ধরণী তলে ;
কিবা, আচম্বিতে আসি', রাধাকুণ্ডে পশি',—
অচেতন কেন হ'লে !

তাই বলি, দেখ্‌বেন যেন অচেতন হ'য়ে না পড়েন ; শুনুন তাহ'লে, আপনাকে আসল কথাই বলি—বিনীতা এখন কাশীতে আছে, পদ্মকুমার ব'লে একজন স্বনামধন্য কবিকে সে এত বেশী ক'রে ভালবেসে ফেলেছে যে তাদের বিয়ে পর্য্যন্ত ঠিক হ'য়ে গেছে। বিয়ে অবশ্য তাদের ক'লকাতাতেই হ'বে—তারা দিন দুই পরে এখানে আস্‌ছে।

তাজমহল—এঁ, বলেন কি ! বিনীতা এক কঙ্কালকে বিয়ে ক'রবে !

সুনীতা—তাতে আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই তাজমহল বাবু, অতনুর মহিমা অতনুই জানে ! 'যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম', আপনার মত এমন অনেক রূপবান যুবক দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যারা মেসের মসীবর্ণা তরুণী পাঁচি ঝির কাছে প্রেম-নিবেদন ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করে। উপস্থিত ক্ষেত্রে অন্য বিষয়ে না হোক্ আভিজাত্য বিষয়ে পাঁচি ঝির বহু উর্দ্ধে পদ্মকুমার বাবুকে আসন দিতে পারা যায়।

তাজমহল—আপনি ঠিকই ব'লেছেন ; কিন্তু আমার কি দুরবস্থা হ'বে সে কথাও ভাবুন—আমি বোধহয় পাগল হ'য়ে যাবো !

সুনীতা—হবারই ত কথা, আপনার ম্লান মুখখানি দেখে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। বিনীতার সঙ্গে পদ্মকুমার বাবুর যাতে বিয়ে না হয়, তার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা ক'রব এবং আমার মন ব'লছে আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হব। আপনি আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যান—যত শীঘ্র পারি আপনাকে ডেকে পাঠাবো।

তাজমহল—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ঠিকানা C/o. নিখিল ভারত বিড়ি সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিম্বিসার পাঁজা, ১ নম্বর, পাত্রী খোজা পার্ক।

সুনীতা—বাঃ! বাঃ! মরি! মরি! বেছে বেছে ভালজায়গায় নিজের বাসস্থান ঠিক ক'রেছেন দেখ্ছি। নিখিল ভারত পাজা সঙ্ঘের আপনিই বুঝি এখন সভাপতি মনোনীত হ'য়েছেন?

তাজমহল—আপনার সঙ্গে আমি কথায় পেরে উঠ্বো না। আমি এখন আসি—আমার প্রতি একটু কৃপা রাখ্বেন।

সুনীতা—নিশ্চয়ই—সে বিষযে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

(তাজমহলের প্রস্থান।)

ও বিনীতা, এ দিকে আয়।

(বিনীতার প্রবেশ।)

তাজমহল তোর জন্য বড়ই অধীর হ'য়ে উঠেছেন, তার কথায় এইটুকু আমি বেশ বুঝ্লাম তিনি তোকে ছাড়া আর কোনও রূপসীকে ভালবাসেন না।

(নেপথ্যে—"লঙ্কেশ্বর বাবু বাড়ী আছেন কি ?" বিনীতা দেখিল দু'জন পুলিশ কর্ম্মচারী বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।)

বিনীতা—সুনীতা, দু'জন পুলিস কর্ম্মচারী এসেছে।

সুনীতা—পুলিস! সর্ব্বনাশ! পুলিস ত কখনও এখানে আসে না। বিনীতা তুই এখন ভিতরে যা।

(বিনীতার প্রস্থান।)

লঙ্কেশ্বর বাবু বাড়ী আছেন, আপনারা এই ঘরে এসে বসুন তাঁকে ডেকে দিচ্ছি।

(সুনীতার প্রস্থান এবং পুলিস কর্ম্মচারীর বেশে মন্থরা দেবী ও ত্রিলোচনের প্রবেশ।)

মন্থরা—পিসে মশায়, আপনি পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের মত গম্ভীর হ'য়ে কথা ব'লবেন কিন্তু।

ত্রিলোচন—আচ্ছা মা, আচ্ছা কতবার তুই আর আমাকে শেখাবি! কন্যার প্রতি পিতার স্নেহ যে বর্ষার বেগবান প্রস্রবণ; সম্মুখে যা কিছু বাধা থাকে, সব ভাসিয়ে দিয়ে যায়—করুন নিষেধ—

মন্থরা—চুপ করুন পিসে মশায়, ওঁরা আস্‌ছেন।

(লঙ্কেশ্বর, সুনীতা, বিনীতা ও মন্দোদরীর প্রবেশ।)

(লঙ্কেশ্বরের প্রতি) এই সুনীতা নামের মেয়েটী কি আপনার কন্যা?

লঙ্কেশ্বর—আজ্ঞে—

ত্রিলোচন—সত্য কথা ব'লবেন, মিথ্যা ব'ল্‌লে গুরুতর শাস্তি অব্যর্থ।

মন্দোদরী—সুনীতা আমাদেরই কন্যা, দারোগা সাহেব।

মন্থরা—আপনি স্ত্রীলোক, পুলিসের কথাবার্ত্তায় আপনার না থাকাই কর্ত্তব্য—আপনি চুপ ক'রে থাক্‌বেন।

ত্রিলোচন—শীঘ্র কথার উত্তর দিন, লঙ্কেশ্বর বাবু।

লঙ্কেশ্বর—সুনীতা আমাদের কন্যা নয়, দারোগা সাহেব।

ত্রিলোচন—আপনার সত্য কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হ'লাম। কোথা থেকে মেয়েটীকে আপনি পেয়েছিলেন বলুন।

লঙ্কেশ্বর—বার তের বছরের কথা—আমি তখন কাশী ছিলাম, আমার পার্শ্বের বাড়ীতে এক ভদ্রলোক বাস ক'রতেন, সংসারে তাঁর এই মেয়েটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। মেয়েটীর বয়স তখন পাঁচ ছয় বৎসর হ'বে। একদিন রাত্রে তাঁর বাড়ীতে কি কারণে জানিনা আগুন লেগে যায়, ভদ্রলোক মহাব্যস্ত হ'য়ে পড়েন এবং সেই গোলমালে মেয়েটী আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হয়। দমকল এসে আগুন নিবিয়ে দিল; পরদিন দেখা গেল ভদ্রলোকটী নেই, অনেক অনুসন্ধান করা গেল তাঁকে পাওয়া গেল না। সেই থেকে মেয়েটী আমাদের কাছে র'য়ে গেল।

মন্দোদরী—সেই থেকে দারোগা সাহেব, নিজের মেয়ের মত তাকে মানুষ ক'রে এসেছি।

মন্থরা—মেয়েটীর পিতার সন্ধান পাওয়া গেছে; তিনি এসে শীঘ্রই তাকে নিয়ে যাবেন।

মন্দোদরী—মেয়েটী গেলে আমরা কি নিয়ে থাকবো দারোগা সাহেব, ও যে আমাদের সর্ব্বস্ব, আমরা মারা যাবো দারোগা সাহেব।

স্থনীতা—আমার বাবা কোথায় দারোগা সাহেব ?

ত্রিলোচন—এ দিকে এস ত মা স্থনীতা, তোমার বাবাকে কি তোমার মনে আছে ?

স্থনীতা--না দারোগা সাহেব, তবে আমার এইটুকু মনে আছে বাবার বুকে একটী তিল আছে, সে তিলটী দেখ্তে ঠিক একটি পায়ের মত—পাঁচটি আঙ্গুল খুব স্পষ্ট। বাবা ব'লতেন সে পাটি কৃষ্ণের পা।

ত্রিলোচন—গোরক্ষপুরের রাম হ্রদের নীলজল, সেই হ্রদের তীরে বড় বড় মহুয়া গাছ আছে। ঝুলনোৎসবে গুর্খার মেয়েরা তার ডালে দড়ির দোলনা টাঙিয়ে মনের আনন্দে গান গেয়ে দোল খেত,—হাওয়ায় উড়ে বেড়াত তাদের নানা রঙের ওড়না। এসব কথা বোধ হয় তোমার কিছুই মনে নেই !

স্থনীতা—কিছু কিছু মনে আছে দারোগা সাহেব, আমি গুর্খা মেয়েদের কোলে ব'সে দোল খেতাম। আচ্ছা দারোগা সাহেব, আপনি এসব জান্লেন কি ক'রে ?

ত্রিলোচন—আমি যে পুলিসে কাজ করি, আমার এসব কথা না জান্লে যে চলে না মা। তোমার বাবার সঙ্গে খুব শীঘ্রই তোমার সাক্ষাৎ হ'বে। (লঙ্কেশ্বরের প্রতি) লঙ্কেশ্বর বাবু আমি যতদিন না মা স্থনীতার বাবাকে এখানে নিয়ে আসি, ততদিন সে আপনার কাছেই থাকবে। মনে

রাখবেন সুনীতা বড়লোকের মেয়ে, তার যদি কোনরূপ অযত্ন বা কষ্ট হয়, সেজন্য দায়ী হ'বেন আপনি।

মন্থরা—আর এক শুভসংবাদ আপনাকে দিচ্ছি সুনীতা দেবী, আপনার একমাত্র দাদাকেও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

সুনীতা—কোথায় তিনি ?

মন্থরা—অধীর হ'বেন না। শীঘ্রই তাঁর সঙ্গেও আপনার সাক্ষাৎ হ'বে। আপনার দাদার নাম মনে আছে কি ?

সুনীতা—না ছোট দারোগা সাহেব।

মন্থরা—আপনার দাদার নাম তাজমহল তালুকদার। (বিনীতাকে দেখাইয়া) এই তরুণীটি কে ?

সুনীতা—ইনি হচ্ছেন আমার একজন সখী, এখন বুঝ্‌চি ইনি আমার শুধু সখী নন, কিন্তু বৌদিদিও।

ত্রিলোচন—তোমার বৌদি ? তোমাব নাম কি মা ?

বিনীতা—বিনীতা।

ত্রিলোচন—বেশ বেশ, বড়ই সুখী হ'লাম, তাজমহলের ঠিকানা তুমি নিশ্চয় ব'লতে পার।

সুনীতা—নিশ্চয়ই ব'লতে পারেন, তবে আপনারা পুলিসের লোক, সেই জন্য ব'লতে আমরা বিশেষ বাধা অনুভব ক'রছি, আপনাদের অবশ্য ভাল লোক ব'লেই মনে হয়। (সুনীতা ত্রিলোচনের কাণে চুপে চুপে তাজমহলের ঠিকানা বলিয়া দিল।)

ত্রিলোচন—আচ্ছা সুনীতা, কুয়াঘাটে নেপালীদের মেয়েদের কোলে ব'সে তুমি দোল খেতে, সে কথা এখনও তোমার মনে পড়ে ?

সুনীতা—আজ্ঞে হাঁ দারোগা সাহেব, সেদিন যেন স্বপ্ন ব'লে মনে হয়; নেপালী মেয়েরা দোল দিত তার সঙ্গে মন প্রাণ খুলে গান ক'রত।

ত্রিলোচন—তারা গাইত—

কে পোখুন হাম মান্ কো, ছাইনা কুরা বসাই কো,
মোরে পচ্ছী চিহান মান,
মুখ ছোপি আই হেরমু,
সরমন্তেও কুন তাই হেরি,
ইও চিহান্ হো উসাই কো।

সুনীতা—কি আশ্চর্য্য বড় দারোগা সাহেব, গানের কথাগুলো যেন ঐ রকম ব'লেই মনে হয়। আপনি এ গান জান্লেন কি ক'রে?

ত্রিলোচন—ও গান যে আমি কখনও ভুল্তে পারি না সুনীতা, আমার জীবনের সঙ্গে ওগানের সুর বাঁধা প'ড়ে আছে—ঐ গানের সঙ্গে একজন অভাগিনী—না, না—এ আমি কি ব'লছি! লঙ্কেশ্বর বাবু, আপনি বোধ হয় ঐ গানের অর্থ বুঝ্তে পারেন নি?

লঙ্কেশ্বর—না বড় দারোগা সাহেব, আমি ত নেপালী ভাষা জানি না।

ত্রিলোচন—ঠিক কথা লঙ্কেশ্বর বাবু, গানের অর্থ হচ্ছে—মনের অবস্থার কথা কি আর বলি, সে যে আমার অধীন নয়! আমার মৃত্যুর পরে, মুখ লুকিয়ে আমার সমাধির কাছে এস; যাকে দেখে তুমি সরম পেতে—এ যে তারই সমাধি।

মন্থরা—পুলিস সাহেব, আমাদের আরও অনেক কাজ আছে, এখানে সময় নষ্ট ক'রলে চ'লবে না চলুন।

ত্রিলোচন—হাঁ চলো, কিন্তু যেতে প্রাণ চাইছে না !

(ত্রিলোচন ও মন্থরার প্রস্থান।)

মন্দোদরী—মা সুনীতা, তুই আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবি মা ! তোকে ছেড়ে আমরা যে বাঁচবো না সুনীতা, তোর ওপর অনেক অত্যাচার ক'রেছি—ক্ষমা কর মা।

সুনীতা—সে কি মা ! তোমাদের ঋণ আমি কিছুতেই শুধ্‌তে পারবো না। বিনীতা, না—না, বৌদি, এ সব কি ! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি। আমার কাণটা ধরে টান্‌ দিকি, ব্যথায় স্বপ্নের ঘোর কেটে যায় যদি।

বিনীতা—না ভাই না, স্বপ্ন নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব। আমার মনে, জানি না কেন, একটা সন্দেহ জাগ্‌ছে—বড় দারোগা সাহেবের পোষাকের নীচে একজন স্নেহময় পিতার শরীর লুকানো আছে —তাঁর কথাবার্ত্তায়, চোখের দৃষ্টিতে কন্যা-স্নেহের হিল্লোল মাঝে মাঝে খেলে যাচ্ছিল।

সুনীতা—তুই ঠিক্ ধ'রেছিস্ বৌদি,—আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে। তিনি যে আমার পিতা ও তোর শ্বশুর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

লঙ্কেশ্বর—সুনীতার জন্যই আজ আমি জীবন বীমার বড় বাবু, সে চ'লে গেলে আমার বড়বাবু-গিরিও চ'লে যাবে। ভেবে আর কি ক'রব ! পাপ বেশী দিন ঢাকা থাকে না, চল সকলে ভেতরে চল।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পুরীর সমুদ্র সৈকত, সময়—প্রাতঃকাল।

মিষ্টভাষী—আমরা পুরীতে হোটেল ক'রে ভালই ক'রেছি, কি বল পদ্মকুমার।

পদ্মকুমার—তাতে কোনও সন্দেহ নেই; পয়সাও আস্‌ছে মন্দ নয়, তার ওপর সমুদ্রের ধারে যে সব কবিতা রূপসী তরুণীর বেশে ঘোরা ফেরা করে, তাদের কেন্দ্র ক'রে কাব্যগ্রন্থ আমার দিন দিন বেড়েই চ'লেছে। তা ছাড়া, তুমি যখন হোটেলের বড়বাবু, তখন আমার হোটেলের বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভাবতে হয় না—তোফা আছি ভাই। ক'লকাতার ধোঁয়া-ভরা, কোলাহলময়, আলো-বাতাস হারা আবেষ্টনীর মধ্যে আমাদের এমন কি কবিতার পর্য্যন্ত যক্ষ্মা হ'বার উপক্রম হ'চ্ছিল; তোমার পরামর্শমত কাজ ক'রে আজ আমি বড়ই সুখী হ'য়েছি।

মিষ্টভাষী—গণৎকারটাকে হোটেলে রেখে ভালই হ'য়েছে; সে বেশ দু'পয়সা রোজগার ক'রছে, তার জন্য আমাদের হোটেলে যাত্রিসংখ্যাও উত্তরোত্তর বেড়ে চ'লেছে।

পদ্মকুমার—আমি কিন্তু গণৎকারটাকে মোটেই বিশ্বাস করি না,—বেটা একেবারে Bogus, কিছুই জানে না। লঙ্কেশ্বর বাবুর মেয়ের বিবাহ বিষয়ে যা ব'লেছিল তা-ত তোমার মনে আছে, একটুও ফলেছে কি ?

মিষ্টভাষী—তার কথা ফলে নি, সে ত আমাদের সৌভাগ্যের

কথা। যার সঙ্গে তার বিয়ে হ'ত সে কখনও সুখী হ'তে পারত না।

পদ্মকুমার—লঙ্কেশ্বর বাবুর মেয়েটীকে কিন্তু আমি এখনও ভুলতে পারিনি, জীবনে কখনও ভুল্‌তে পারবো ব'লে মনে হয় না। সমুদ্রের ওপর দিয়ে দিব্যি স্নিগ্ধ বাতাস আস্‌ছে; ব'লতে ইচ্ছা ক'রছে

হে মলয় আসিছ কি সেই দেশ হ'তে,
যেই দেশে প্রিয়া মোর উঠিতেছে ফুটি?
প্রফুল্ল কুসুম সম····· ·

মিষ্টভাষী—নাঃ, তুমি হোটেলটা না উঠিয়ে ছাড়বে না দেখ্‌ছি। হোটেলে কবিতা জন্মায় বটে, তবে স্বত্বাধিকারীদের সে দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে যাতে অধিক পরিমাণে টাকা জন্মায় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিৎ। আমি কি কম স্বার্থত্যাগ ক'রেছি এই হোটেল ক'রে,—গল্প লেখা একেবারে আমার বন্ধ ক'রে দিতে হ'য়েছে; সেজন্য আমার মনে কি কম আক্ষেপ র'য়েছে। প্লটের প্রাচুর্য্য, বিভিন্ন নায়ক-নায়িকার অভাবনীয় সমাবেশ, সমুদ্র-সৈকতে রূপসীর হাট এককথায় ভাল গল্পের জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন হয়, সব কিছুই এখানে পুরোমাত্রায়, অথচ আমি হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছি। তুমি হ'লে আত্মঘাতী হ'তে দ্বিধা বোধ ক'রতে না।

পদ্মকুমার—ওহে মিষ্টভাষী, দেখ দেখ—গন্ধবন্ধু না?

মিষ্টভাষী—তাই ত হে গন্ধবন্ধু বলেই মনে হচ্ছে, ওহে ও গন্ধবন্ধু, এদিকে কোথায়?

(নেপথ্যে—"কে ডাক্‌ছ হে আমায় ?")

আমরা হে, আমরা চিন্‌তে পারছ না বুঝি ?

(নেপথ্য—"এ কি ! তোমরা এখানে যে ?"

এস, এস সব ব'লছি। পদ্মকুমার, গন্ধবন্ধু স্বাস্থ্যটা বাগিয়াছে খাসা ; ক'রবে না কেন বল—প্রফেসারি ক'রে অবসর ত কম পায় না।

(গন্ধবন্ধুর প্রবেশ।)

পদ্মকুমার—এস এস, কেমন আছ ? পুরীতে কি মনে ক'রে ? অগামারা কলেজ উঠে গেছে নাকি ? না, কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ উপভোগ ক'রছ ?

গন্ধবন্ধু—কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। তোমরা শুনে আনন্দিত হ'বে, আমি এখন একজন নাম-করা শ্রমিক-নেতা এবং কাউন্সিলের মেম্বর ; মোটরও ক'রেছি।

মিষ্টভাষী—বল কি ! হঠাৎ দেশের কাজে মন দিলে যে ?

গন্ধবন্ধু—জানই ত ভাই, কলেজে পড়বার সময় আমার বক্তৃতা ক'রবার ঝোঁক চাপে, ছেলেদের কাছে লেকচার দিয়ে বিশেষ আনন্দ পেতাম না, কাজেই কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কুলি, চাষা প্রভৃতি নিরক্ষর লোকদের কাছে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ ক'রেছি। তারা আমার বক্তৃতা বুঝুক আর নাই বুঝুক, এইটুকু তারা বেশ জানে আমি যা' বলি তাদের হিতের জন্যই বলি। নির্ব্বাক বিস্ময়ে তারা আমার কথা শোনে আর মাঝে মাঝে "গন্ধবন্ধু বাবুজী কি জয়" রবে মেদিনী

কাঁপিয়ে তোলে। তাই শুনে আমার ধমনীতে রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে ওঠে, আমি আনন্দে দিশেহারা হ'য়ে যাই। তা ভাই, তোমরা এখানে কি ক'রছ?

মিষ্টভাষী—আমরা এখানে হোটেল ক'রেছি, হোটেলের নাম দিয়েছি "তপোবন"—চক্রতীর্থের কাছে।

গন্থবন্ধু—সাহিত্য-চর্চ্চা ছেড়ে দিয়ে শেষকালে টাকা-আনা-পাই-এ মনোনিবেশ ক'রলে—আশ্চয্য অধঃপতন একেই বলে, নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আদমের অধঃপতন যাকে বলে! বলি "তপোবন" এ শকুন্তলা প্রিয়ংবদা, প্রভৃতি আমদানী নিশ্চয়ই ক'রেছ, ও সব না হ'লে হোটেলে লালবাতি জ্বাল্‌তে অধিক বিলম্ব হয় না।

পদ্যকুমার—ও সবই আছে, নেই কেবল দুষ্মন্ত, তুমি যদি ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হও তা'হলে হোটেলে কালিদাসের পূর্ণ-আবির্ভাব খুব সহজেই হ'য়ে উঠ্‌বে।

মিষ্টভাষী—ও সব কথা এখন থাক। বলি, কি উদ্দেশ্যে তোমার এখন পুরী আগমন জান্‌তে পারি কি?

গন্থবন্ধু—নিশ্চয়ই পার। এখানে যত কুলি, মজুর, চাকর ও চাষী আছে, তাদের সকলকে একবার একত্র ক'রে তাদের কাছ হ'তে জান্‌তে চাই মনিবদের বিরুদ্ধে তাদের কোনও অভিযোগ আছে কিনা। তোমাদের হোটেলেও আমি একবার যাবো—হোটেলের চাকরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'ল্‌তে; আশা করি তারা যা বেতন পায়, তাতে তারা সন্তুষ্ট। সবসময়ে

মনে রেখো তোমাদের লাভের অংশ থেকে তাদের প্রাপ্যাংশ বঞ্চিত ক'রে যাবে—তা' হ'চ্ছে না; তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রতি উদাসীন হ'লে তোমাদেরই ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

("চাই ছোলা, চাই ভিটামিন" হাঁকিতে হাঁকিতে
খগোল ভাদুড়ীর প্রবেশ।)

গন্ধবন্ধু—কে বাপু তুমি সকাল বেলায় ভিটামিন বিক্রয় ক'রছ?

খগোল—আজ্ঞে, এই ভিটামিনের অভাবে দেশ অধঃপাতে গেল; স্বদেশ-সেবাই বল—জন-সেবাই বল সবই বৃথা হ'বে, যদি দেশবাসীর মুখে ভিটামিন তুলে না দাও! শরীরে সামর্থ্য নেই যার, তার কাছ হ'তে কোনও মহৎ কাজ আমরা প্রত্যাশা ক'রতে পারি না!

মিষ্টভাষী—তুমি ত দেখ্ছি বেশ শিক্ষিত ফেরিওয়ালা, খুব বুদ্ধি খরচ ক'রে ভাল জিনিস ফেরি ক'রছ।

খগোল—শিক্ষিত ব'লেই ত ফেরিওয়ালা হ'য়েছি; কেরাণীগিরি আজ কাল পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও তাতে পেট ভরে না। আমার এই ছোলার গুণের কথা বলি শুনুন:— আমার এক বন্ধুর একমাত্র লক্ষ্য ছিল একজন দক্ষ ও নামজাদা গল্পলেখক হ'বার, বেচারী বহু পরিশ্রম ক'রে গল্প লিখ্ত, বহুবার বহু মাসিকে—সাপ্তাহিকে প্রকাশের জন্য গল্পও পাঠিয়েছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় মূর্খ সম্পাদকগুলো গল্পগুলিকে এই লিখে ফেরৎ দিত—"আপনার গল্পটী এত

সুন্দর হইয়াছে যে আমাদের ভয় হয়, পুনরায় ঐরূপ গল্প না পাইলে পত্রিকা চলা দুরূহ, কাজেই আপনার গল্প পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলাম—ক্ষমা করিবেন।" বন্ধুটী ক্রমশঃ বড়ই বিষণ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, তার দুরবস্থা দেখে আমি প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পেতাম। একদিন তাকে ব'ললাম—ভাই, প্রত্যহ এক পয়সার ছোলা খাও, শরীরে ভিটামিন প্রবেশ ক'রলে গল্প জ'ম্‌বে ভাল। বন্ধুটী আমার পরামর্শ গ্রহণ ক'রল। মাসখানেক হ'ল তার সকল গল্পই মাসিক পত্রিকায়, দৈনিকের রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে; আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে সাহিত্যিক মহলে ছোলা বিক্রয় ক'রতে আরম্ভ ক'রেছি। দেশ-বিদেশে, বিক্রয় মোটের ওপর মন্দ হয় না—কারণ সকলেই এখন আধুনিক গল্পলেখক হ'তে চায়। পুরীতে মাসখানেক থাক্‌বো।

মিষ্টভাষী—ছোলা বিক্রয় করার খুব মজাদার ফন্দি আবিষ্কার ক'রেছ দেখ্‌ছি। তুমি শিক্ষিত তাই তোমাকে একটি কথা বলি শোন। প্রত্যেক পত্রিকার একটি ক'রে "Self-admiration Society" আছে। প্রত্যেক সভ্য অপর সভ্যকে এই ব'লে অভিবাদন করে—

"Goddess or mortal, I am at your feet,
If thou art mortal dwelling on the earth,
Thrice happy are thy father and thy mother dear,
Thrice happy are thy brothers..........."

লেখা যতই rubbish হোক্ না কেন, কেবল এইসব সভ্যদের লেখা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছোলার গুণের কথা তুমি যা ব'ল্লে তা আমি স্বীকার ক'রতে মোটেই রাজি নই।

খগোল—ছোলায় ভিটামিন আছে—সে কথা ত নিশ্চয়ই মানেন ?,

("চাই টোমাটো—চাই পাকাকলা" হাঁকিতে হাঁকিতে সব্যসাচীর প্রবেশ।)

পদ্মকুমার—তুমি কি বাপু ভিটামিন বিক্রি ক'রছ দেশ স্বাধীন ক'রবার জন্যে ?

সব্যসাচী—আজ্ঞে না, অতবড় উদ্দেশ্য আমার শত্রুরও যেন না থাকে। টোমাটো ও পাকা কলা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য অথচ এমন সস্তা যে, ইচ্ছা ক'রলে সকলেই তা' খেতে পারে। এই দু'টি অদ্ভুত ফলের আর একটি মহৎগুণ এই যে ভক্ষণে কার্য্য-শক্তির উন্মেষ এবং উৎকর্ষ সাধিত হয়; আজকাল অকাল পক্ক কবির সংখ্যা এত বেড়ে উঠেছে যে তাদের দৌরাত্ম্যে কাব্য-সরস্বতী দেশ-ছাড়া না হয়ে যায় না। এই সকল কবিদের অবস্থা দেখে আমার বড়ই দুঃখ হত; একদিন ভোরে ভারতী আমায় স্বপ্নে ব'ল্লেন—'বাছা, কবিদের বাঁচা, আমিও বাঁচি, তুই টোমাটো ও পাকা কলা তাদের খাওয়া, শরীরে তারা বল পেলে, তাদের কবিতাও বল পাবে—ভাবে, ভাষায় এবং ছন্দে। একটা মারাত্মক দোষ কিন্তু তাদের মধ্যে মাথা তুলে উঠ্‌বে;—পাকা কলা খাওয়ায় বানর-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তারা আর ছন্দের

বন্ধন গ্রাহ্য ক'রবে না,—গদ্য-কবিতার শাখা হ'তে শাখান্তরে তারা উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে ইতস্ততঃ লাফালাফি ক'রে বেড়াবে। মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে নিলাম।

মিষ্টভাষী—আমায় এক পয়সার ছোলা দাও আর এঁকে (পদ্যকুমারকে দেখাইয়া) চার পয়সার টোমাটো ও পাকা কলা দাও।

(খগোল ছোলা দিল এবং সব্যসাচী টোমাটো ও পাকা কলা দিল।)

খগোল—আপনাদের যেন কোথাও দেখেছি, কোথায় দেখেছি বলুন ত ?

পদ্যকুমার—আমরা মাস পাঁচেক হ'ল কলকাতা থেকে এখানে এসেছি, যদি দেখে থাকেন ত কলকাতাতেই দেখে থাক্‌বেন।

সব্যসাচী—ঠিক—ঠিক মনে পড়েছে, আমরা যখন কলকাতায় একটা সওদাগর অফিসে কাজ ক'রতাম তখন বড়বাবুর সঙ্গে আমাদের একদিন ভীষণ বচসা হয়, ব্যাপারটা সাহেবের কানে পর্য্যন্ত পৌছায়। সেই সময় আপনারা দু'জন চাকরী প্রার্থী হয়ে আমাদের অফিসে আসেন এবং কিছুক্ষণের জন্য কাজে যোগও দেন।

খগোল—আপনাদের নাম ভুলে গেছি, তবে একজন হ'চ্ছেন কবি এবং আর একজন হ'চ্ছেন গল্পলেখক; কেমন আপনাদের চিনেছি কি না ?

মিষ্টভাষী ও পদ্যকুমার—হাঁ, ঠিকই চিনেছেন।

পদ্যকুমার—চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন ?

খগোল—সেই বড়বাবুটার একজন শ্যালক এবং একজন ভাগ্‌নের জন্য

আমাদের সসম্মানে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে আস্‌তে হ'য়েছে। ভালই ক'রেছি, ভাগ্যলক্ষ্মীর যদি কৃপা-কণা পাই ত ছোলা, টোমাটো ও পাকা কলা বেচেই পাবো।

মিষ্টভাষী—কই হে গন্ধবন্ধু, তুমি যে কথা বলছ না আর; ব্যাপারখানা কি? নাওনা দু' চার টাকার ভিটামিন শ্রমিকদের জন্য, শুধু তাদের নেতা হ'লেই চলে না।

খগোল—ইনি তাহ'লে হচ্ছেন একজন শ্রমিক-নেতা! টোমাটো, পাকা কলা ও ছোলা এঁর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু, এঁর বক্তৃতার চেয়ে এই জিনিসগুলো শ্রমিকদের অধিক উপকার করবে। আজ সমস্ত মাল আপনার কাছেই বিক্রয় করা যাক্—মোটে দুটাকা দাম—দিন টাকা দিন।

গন্ধবন্ধু—বেশ কথা, এই টাকা নিন, মানে মানে আমার বাসায় পৌছে দেবেন চলুন।

মিষ্টভাষী—এই ত ভদ্রলোকের মত কথা; আর দেখ গন্ধবন্ধু হোটেলের চাকর বাকরদের নাচাতে এস না, দোহাই তোমার; তারা এমনই উদ্ধত হ'য়ে উঠেছে যে কাজে ফাঁকি দিতে আরম্ভ ক'রেছে, এর ওপর তুমি যদি তাদের প্রশ্রয় দাও, তাহ'লে ত একেবারে তারা মাথায় উঠবে। আর দেখুন ভিটামিন-ওযালা, রোজ একবার ক'রে আপনারা হোটেলে আস্‌বেন।

পদ্মকুমার—দেখুন পাকা কলাওয়ালা, আমার প্রাণে একটা প্রশ্ন জেগেছে—আপনি কাঁচা কলা বিক্রয় না ক'রে পাকা কলা বিক্রয় করছেন কেন?

সব্যসাচী—এ প্রশ্নটী যে এতক্ষণ আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেন নি—এইটেই আশ্চর্য্যের কথা! কলা সম্পূর্ণ না পাকলে তাতে শ্বেতসারের অংশ বেশী থাকে, কাজেই উহা উত্তেজক এবং হজম করাও কঠিন। আজকাল ডিস্পেপ্সিয়া খুবই সাধারণ রোগ, কাজেই কাচা কলা উপকারী নয়,—সেই জন্যই পাকা কলা বিক্রয় করছি।

পদ্মকুমার—বেশ, বেশ—আপনারা এখন আস্‌তে পারেন।

(খগোল ও সব্যসাচীর প্রস্থান)

আজকাল বুঝলে মিষ্টভাষী, বাঙলাদেশে অনেক এমন কবি আছেন, যাঁরা পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, প্রভৃতি না দেখেও তাদের সম্বন্ধে কবিতা লেখেন, কাজেই তাঁদের কবিতায়…

মিষ্টভাষী—থাম, থাম—তোমার কবিতার গর্দ্দভ-ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। ঐ দেখ গণৎকার সাহেব কেমন ব্যস্ততার সঙ্গে এদিকে হন্ হন্ করে অসেছে, হোটেলে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছে বলে বোধ হচ্ছে। কি হে গণৎকার, সংবাদ কি?

(গণৎকারের প্রবেশ।)

গণৎকার—সংবাদ খুবই খারাপ; আপনারা ত দিব্যি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন, ওদিকে হোটেলে অনেকগুলি যাত্রী এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। চাকরেরা তাদের কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে পারছে না, তাঁরা রেগে চ'লে যাবার উপক্রম ক'রছিলেন, আমি তাঁদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে অনুরোধ ক'রে এসেছি।

বড় বাবু

পদ্মকুমার—ভাই মিষ্টভাষী, তুমিই হোটেলের বড় বাবু এবং সর্ব্বেসর্ব্বা, তুমি শীগ্‌গিরি গিয়ে যাত্রীদের মিষ্টভাষণে সন্তুষ্ট ও আপ্যায়িত ক'রে এস।

মিষ্টভাষী—হাঁ, আমি চ'ললাম।

(মিষ্টভাষীর প্রস্থান।)

পদ্মকুমার—যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোক নেই ?

গণৎকার—হাঁ আছে বই কি !

গন্ধবন্ধু—তাহ'লে ব্যস্ত হ'বার ন্যায়সঙ্গত কোনও কারণ দেখি না; জীবন্ত লাগেজ সঙ্গে থাক্‌লে পুরুষ উদ্ভিদের অবস্থা প্রাপ্ত হয় —একস্থান হ'তে অন্য স্থানে যাবার ক্ষমতা তাদের লুপ্ত হ'য়ে যায়। কি হে মিষ্টার গণৎকার, আমাকে চিন্‌তে পারছ না বুঝি ?

গণৎকার—চিনেছি বই কি ! সেই মেয়েটীর সঙ্গে আপনার বিয়ের কি হ'ল ?

গন্ধবন্ধু—বিয়ে ত হ'য়ে গেছে, তুমি হাত গুণে ব'লেছ বিয়ে হ'বে না ! এখন বল দেখি কয়টি ছেলেপুলে হ'বে ?

গণৎকার—ফিঁটা আগে দিন, তারপর উত্তর দেবো। আমি ত ব'লেই ছিলাম—বালিকাটী আপনার ভাগ্যে আছে; সামুদ্রিক শাস্ত্র কখনও মিথ্যা কথা বলে না।

গন্ধবন্ধু—সে কথা ব'লতে ! তোমার গুরুদেব কে জান্‌তে পারি কি ?

গণৎকার—আমার গুরুদেব ! তিনি একজন মহাত্মা পুরুষ—তিনি— হাজারিবাগের এক নিভৃত জঙ্গলে কোলেদের গির্জ্জার

একজন ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁর মধ্যে এত দৈবশক্তি ছিল যে বাঘ-ভালুক তাঁর পায়ের তলায় এসে ব'সে থাক্‌ত, বনের পাখী নিঃসঙ্কোচে তাঁর গায়ে উড়ে এসে ব'সত, তিনি পাখীদের সঙ্গে কথা ব'লতেন, তারাও গান গেয়ে তাঁর কথার উত্তর দিত। তিনি সম্প্রতি দেহ ত্যাগ ক'রেছেন।

পদ্যকুমার—Wonderful! তবে তোমার এমন দৈবশক্তি হ'য়েছে যে সাপও তোমার কাছে ভয়ে এগোয় না। মেয়েটী এখনও কুমারী এই নিষ্ঠুর সত্যটার সঙ্গে তোমার মিথ্যা গণনার সম্বন্ধ কতটুকু বেশ ভাল ক'রেই তুমি বুঝ্‌তে পারছ। আচ্ছা, এখন তুমি যাও, নতুন যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু আদায়ের চেষ্টা দেখ,—একটু ভেবে চিন্তে হাত গুণো—বুঝলে!

গণৎকার—(গদ্যবন্ধুর প্রতি) আসি মশায়, নমস্কার।

গদ্যবন্ধু—নমস্কার।

(গণৎকারের প্রস্থান।)

পদ্যকুমার—দেখ গদ্যবন্ধু, কবিতার একটা এমন শক্তি···

গদ্যবন্ধু—এখন থাক্‌, ওসব শোনবার আমার প্রবৃত্তি কখনও ছিল না এবং এখন একেবারে নেই; আমি চলি, বিশেষ কাজ আছে।

পদ্যকুমার—চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

গদ্যবন্ধু—তুমি কোন্ দিকে যাবে?

পদ্যকুমার—তুমি যেদিকে যাবে।

গদ্যবন্ধু—আমি কোন্ দিকে যাবো এখনও কিছু ঠিক করি নি।

পদ্মকুমার—বেশ ত, Greatmen think alike. উপস্থিত এক সঙ্গে চলা যাক্, তারপর দিক ঠিক করা যাবে।

গন্ধবন্ধু—আমি দৌড়ব।

পদ্মকুমার—ঐ ত অন্যায় কথা ব'ললে ভাই, আমাব দ্বারা সেটি হচ্ছে না ;—তুমি দৌড়াও আমি ধীরে ধীরে চলি!

(গন্ধবন্ধু দৌড়িয়া পলাইয়া গেল এবং পদ্মকুমার ধীরে ধীবে চলিয়া গেল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—কলিকাতার সন্নিকটস্থ একটি বাগান বাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষ।

সময়—রাত্রি।

(ঘটোৎকচের প্রবেশ।)

ঘটোৎকচ—আঃ বাঁচলাম, বিনীতার বিয়ে হয়ে গেল, দুর্ভাবনা গেল। প্রীতি-ভোজন না দিলেও চল্‌ত, ইন্দ্রজিৎ জিদ্ ধরে বস্‌ল—কি আর করি! আমার ছুটিও ফুরিয়ে এল, ভেবেছিলাম চাকরিতে আর যোগ দেবো না; কিন্তু ৪০০ টাকার মায়া ছাড়িই বা কেমন ক'রে! যা কিছু এতদিনে সঞ্চয় ক'রেছিলাম, কর্পূরের মত সব উবে গেছে। মরুকগে যাক্, আজকের দিনটায় ও সব ভেবে মন খারাপ ক'রব না। নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সকলেই এসে গেছে, এখনও আসে নি কেবল বেয়াই ত্রিলোচন বাবু, মন্থরাদেবী ও সুনীতা, এখন পর্য্যন্ত তাঁরা এলেন না কেন?

(ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।)

ইন্দ্রজিৎ, এখন পর্য্যন্ত ত্রিলোচন বাবু, মন্থরা দেবী প্রভৃতিরা এলেন না যে ?

ইন্দ্রজিৎ—এতক্ষণে তাঁদের এসে যাওয়া উচিত ছিল, আমি এখনই গিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে আসি।

(ইন্দ্রজিতের প্রস্থান।)

ঘটোৎকচ—সুনীতার সঙ্গে ইন্দ্রজিতের বিয়েটা হ'য়ে গেলে, বেশ হ'ত। ত্রিলোচন বাবু বড় বাবু ছিলেন, অনেক টাকা নষ্ট করেছেন, তবুও এখনও তাঁর অনেক টাকা আছে; বিনীতা সুখে থাক্‌বে।

(জগত্তারিণীর প্রবেশ।)

দেখ গিন্নি, আজ আর এক উৎসবের দিন, হিসেব মিলে যাওয়ার আনন্দের চেয়েও আজকার উৎসবেব আনন্দ আরও মধুর। তবে এ আনন্দের মধ্যেও দুঃখের একটা সুর খুবই করুণ ভাবে মাঝে মাঝে বেজে উঠ্‌ছে; সে দুঃখের সুরটা কি বল দেখি ?

জগত্তারিণী—সুনীতার বিয়েটা যদি ইন্দ্রজিতের সঙ্গে এই সময়ে হ'য়ে যেত, তাহ'লে নিশ্চয় এই দুঃখের সুরটা শুন্‌তে পাওয়া যেত না, কি বল ?

ঘটোৎকচ—ঠিক ব'লেছ। আচ্ছা, সুনীতা বিয়ে ক'রতে চায় না কেন বল দিকি ?

জগত্তারিণী—সুনীতা বলে যত অনাসৃষ্টি কথা, বলে তার বাবার সঙ্গে

সে কোন্ এক পাহাড়ে চলে যাবে। বাপটী যেমন পাগল মেয়েটীও তেমনই পাগ্‌লী হ'য়েছে। তার কথায় বুঝ্‌তে পারলাম সে একজন নেপালী স্ত্রীলোকের মেয়ে, তার বাবা —এই আমাদের ত্রিলোচন তালুকদার গো—আমাদের বিনীতার শ্বশুর—সেই নেপালী স্ত্রীলোকটীকে বিয়ে করে-ছিলেন।

ঘটোৎকচ—সুনীতা নেপালী মেয়ে হ'লেও তাকে আমাদের পুত্রবধূ ক'রতে কোনই আপত্তি নেই; তাছাড়া তাকে নেপালী মেয়ে ব'লে একেবারেই মনে হয় না। তুমি তাকে কোনও রকমে ইন্দ্রজিৎকে বিয়ে ক'রতে রাজি করাও।

জগত্তারিণী—বেশ আমি আর একবার চেষ্টা ক'রব। আচ্ছা ঐ মন্থরা নামে মেয়েটী কে বল দিকি ?

ঘটোৎকচ—আমি জানি না, তুমিই বল।

জগত্তারিণী—আমাদের বেহাই হ'চ্ছেন মন্থরার পিসেমশায়।

ঘটোৎকচ—বল কি! সব যে হেঁয়ালী ব'লে মনে হচ্ছে; এস—এস লঙ্কেশ্বর এস, Enclosureটীকে tag ক'রে আন্‌তে ভুলে যাওনি, সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(লঙ্কেশ্বর ও দীর্ঘ ঘোমটাপরা মন্দোদরীর প্রবেশ ; জগত্তারিণীও ঘোমটা দিল।)

বলি আজ আর ঘোমটা কেন, তোমাদের এক পা ত গঙ্গার দিকে এগিয়েই র'য়েছে, লজ্জা কি আর শোভা পায় ?

লঙ্কেশ্বর—সে ত ঠিক কথা, উৎসবে ঘোমটা মানায় না, আজ থেকে ঘোমটা বন্ধ।

(মন্দোদরী ও জগত্তারিণী ঘোমটা খুলিয়া একধারে সরিয়া গেল।)

এই ত খাসা মানাচ্ছে তোমাদের, তোমাদের ঐ গিন্নি-বান্নির কুৎসিত সৌন্দর্য্যে,—বুঝ্‌লে ঘটোৎকচ, এই সঙ্গে যদি ইন্দ্রজিত ও স্থনীতার বিয়েটা হ'য়ে যেত, আজ আমি তোমার একরকম বেয়াই হ'তাম—আর গিন্নীরা হ'তেন দুই বেয়ান্।

ঘটোৎকচ—তাহ'লে বড়ই আনন্দের কথা হ'ত, আর একবার চেষ্টা ক'রেই দেখ না। চল—অভ্যাগতদের একটু আদর যত্ন করা যাক্।

(সকলের প্রস্থান এবং অপর দিক হইতে ইন্দ্রজিৎ ও স্থনীতার প্রবেশ।)

ইন্দ্রজিৎ—দেখ স্থনীতা, তুমি চলে গেলে আমি বড়ই দুঃখিত হ'ব।

স্থনীতা—কি ক'রব বল ইন্দ্রদা, বাবাকে আমি ছাড়তে পারি না। তিনি বলেন পাহাড় থেকে আমার মা তাঁকে ডাক্‌ছেন, তিনি যাবেনই, মন্থরা দিদিও আমাদের সঙ্গে যাবেন।

ইন্দ্রজিৎ—কিন্তু স্থনীতা, আমি যে তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারবো না।

স্থনীতা—কিন্তু আমার যে এখানে থাকা চলে না, ইন্দ্রদা।

ইন্দ্রজিৎ—বেশ, তুমি যাও, আজীবন তোমার স্মৃতি বুকে ক'রে নিঃস্ব অবস্থায় কাঙালের মত জীবনের একঘেয়ে পথে আমি ঘুরে বেড়াব।

সুনীতা—আমার কি সেজন্য কম দুঃখ হ'চ্ছে! আমার অবস্থাও তোমারই মত।

(নেপথ্যে মন্থরা দেবী গান গাহিতেছিল।)

গান।

সুর—পরজ।

পাহাড় মোদের ডাক দিয়েছে,
আর কি হেথায় রইতে পারি?
ছায়া-ঘন নদীর বাঁকে পাহাড়ীরা দেখ ডাকে,
পরাণ-পথের পথিক এল,
আর কি হেথায় রইতে পারি?
প্রিয়তমের ডাকের মাঝে, আকুলতার বংশী বাজে,
সকাল-সাঁঝে সকল কাজে
রূপটী তাহার ভুল্‌তে নারি।

সুনীতা—ঐ দেখ মন্থরা দিদি আমাদের যাত্রার গান গাইলেন। আহা, ওঁর জন্য আমার বড় দুঃখ হয়, ওঁর কিসের অভাব!

ইন্দ্রজিৎ—মন্থরা দেবী তোমার কি রকম বোন?

সুনীতা—আমার মামাত বোন, কেন তাঁকে বিয়ে ক'রবে নাকি?

ইন্দ্রজিৎ--ক'রলে ভালই হয়, ঘটকালিটা ক'রতে ইচ্ছে হয় না বুঝি?

সুনীতা—কেন হ'বে না! কিন্তু আমার যে আর সময় নেই—থাকৃলে এ ঘটকালি করার লোভ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারতাম না।

ইন্দ্রজিৎ—তাঁর এখনও বিয়ে হয় নি কেন ?

সুনীতা—আমার এখনও বিয়ে হয় নি কেন ?

ইন্দ্রজিৎ—তুমি ইচ্ছা কর না ব'লে এখনও তোমার বিয়ে হয় নি।

সুনীতা—মন্থরা দিদিরও পক্ষে ঐ কথাই প্রযোজ্য—বুঝ্‌লে ?

ইন্দ্রজিৎ—তুমি যেমন সুন্দর তোমার কথাগুলোও তেমনই সুন্দর। তুমি যেও না ; আমাকে বিয়ে না ক'রে যদি তুমি থাক্‌তে চাও, থাক। আমাকে বিয়ে নাই-কর, শুধু তুমি ক'লকাতাতেই থাকো—আমি মাঝে মাঝে তোমায় দেখ্‌বো—তুমি থাকো।

সুনীতা—তোমায় যদি বিয়েই না ক'রলাম, তাহ'লে আমার ক'লকাতায় থেকে লাভ। আমারও তোমায় ছেড়ে যেতে মোটেই ইচ্ছা নেই, কিন্তু মা যে আমায় পাহাড়ে যেতে ডাক্‌ছে—আমি যে পাহাড়ীর মেয়ে, পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথে ঘুরে বেড়াবার জন্য প্রাণটা আমার ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে।

ইন্দ্রজিৎ—কোনদিন হয় ত ঐ আঁকা-বাঁকা পথে আমাদের হঠাৎ দেখা-সাক্ষাৎ হ'য়ে যাবে। তুমি তখন হয়ত কোনও এক সৌভাগ্যবান পাহাড়ী বঁধুর সঙ্গে—থাক্ ও সব কথায় আর কাজ নেই। আমি চলি, তোমার দাদা তাজমহলকে সাদর অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আসি। তোমার মধুর স্মৃতি আমার জীবন-যাত্রার পথে অমূল্য পাথেয়—এইটুকু তোমায় জানিয়ে দিলাম।

(ইন্দ্রজিতের প্রস্থান)

সুনীতা—ভবিষ্যৎ যদি জান্‌তে পারা যেত, তাহ'লে আগে থেকেই

নিজেকে তৈরী ক'রে রাখতে পারতাম। মনকে বিশ্বাস করা যায় না—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সে ক্রীতদাস।

(মন্থরার প্রবেশ।)

মন্থরা—স্থনীতা, জগৎসিংহ কোথায় ?

স্থনীতা—মন্থরাদি, জগৎসিংহ আয়েষার সন্ধানে গেছে।

মন্থরা—স্থনীতা-তিলোত্তমাকে ছেড়ে ?

স্থনীতা—মন্থরা-আয়েষা যে তিলোত্তমার চেয়ে বেশী স্থন্দরী।

মন্থরা—তিলোত্তমা ও আয়েষা দুজনেই যে পাহাড়ে যাচ্ছে সে কথা জগৎসিংহকে ব'লিস্‌নি বুঝি ?

স্থনীতা—ব'লেছি ব'লেই ত তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি দিদি। তুমি আজ পুলিসের পোষাকে এলে বেশ হ'ত—ইন্দ্রদার হাতে হাতকড়া দিয়ে তাকে পাহাড়ে টেনে নিয়ে যেতে পারতে। আচ্ছা মন্থরাদি, তাজমহলদাকে তুমি বুঝি বিয়ে করবার জন্য পাগল হ'য়েছিলে ?

মন্থরা—ও কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় লজ্জা দিস্‌নে বোন। বিনীতা আমাকে বাঁচিয়েছে, একটা জঘন্য পরিণতির কবল থেকে আমাকে সে মুক্ত ক'রে দিয়েছে। আজ আমি বড়ই স্থখী, কারণ, আমি আজ অভিনেত্রী নই,—স্তাবকের মুগ্ধ নেত্রের সামনে আর আমাকে দাঁড়াতে হ'বে না।

স্থনীতা—বিনীতার কাছে তোমার সম্বন্ধে সব শুনেছি; তোমার যে কত গুণ তাও শুন্‌তে আমার বাকি নেই। তুমি কেন শুধু শুধু আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে যাচ্ছ কিছুই বুঝ্‌তে পারি না—

তোমার মা ত পাহাড়ীর মেয়ে নন। তুমি সংসারী হ'য়ে সুখে ঘরকন্না কর এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

মন্থরা—খুব হ'য়েছে, আর গিন্নিপনা ক'রতে হ'বে না তোকে। ইন্দ্রজিৎ কে বিয়ে ক'রে তুই সংসারী হ, আমারও এই আন্তরিক ইচ্ছা।

সুনীতা--(গাঢ়স্বরে) তা হয় না দিদি, অন্তরে মার ডাক শুন্‌তে পেয়েছি, আমি এখানে আর থাকৃতে পারি না। আমি যে পাহাড়ীর মেয়ে সে কথা ভুল্‌তে পারছি কই!

(সহজ সুরে) ঐ দেখ কবিরাজ কর্ম্মথালি কর্ম্মকার মশায় আস্‌ছেন, চল মেসো মশায়কে সংবাদ দেওয়া যাক্।

মন্থরা—থাক্ না, একটু বুড়ো কবিরাজের সঙ্গে রসিকতা করা যাক্।

(কবিরাজ কর্ম্মথালির প্রবেশ।)

সুনীতা ও মন্থরা—নমস্কার কবিরাজ মশায়, আসুন—বসুন।

কবিরাজ—এঁ—এঁ—এই যে (উপবেশন করিয়া) নমস্কার মশায়, না—না কি বল্‌ছি, নমস্কার মহাশয়ে স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিবচন, এঁ—এঁ—ঘটোৎকচ কোথায়?

মন্থরা—তিনি এখুনি আস্‌ছেন, আজকার প্রীতি-ভোজের আমরা দুজনা হচ্ছি অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্মসম্পাদিকা, ওরে জগচ্চন্দ্র, পান-তামাক নিয়ে আয়।

কবিরাজ—না, না পান-তামাকে আমার কাজ নেই, আমি ঐ দুটোর কোনটাই ব্যবহার করি না। বলি, আজকের প্রীতি-ভোজে মেয়েদের অভ্যর্থনার ভার কি পুরুষ মানুষের উপর দেওয়া হ'য়েছে, যুগ্ম-সম্পাদিকা মহাশয়ে?